পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 239 Wedday, 30 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩৯ সংখ্যা ❋ ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শিশুনিগ্রহ কাণ্ডে দিল্লি পুলিশকে চ্যালেঞ্জ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ দিল্লিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের মা ও শিশুকে নির্মমভাবে মারধর করেছে পুলিশ! সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অভিযোগ খণ্ডন করে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন দিল্লি পুলিশের ডিএসপি। আজ, মঙ্গলবার বীরভূমের ইলামবাজারের সরকারি কর্মসূচি থেকে পালটা চ্যালেঞ্জ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, কে সত্যি, কে মিথ্যা প্রমাণ হবে। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। বাংলায় কথা বলার ' তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে! শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে বাংলার বহু শ্রমিককে। এই আবহে দিল্লিতে বাংলার এক শ্রমিক পরিবারের মা ও শিশুকে মারধর করার ঘটনা সামনে এসেছে। দিল্লি পুলিশ কোলের শিশুকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ঘটনার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ করেছিলেন। গতকাল বোলপুরে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে এই বিষয়ে একই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সমাজমাধ্যমে পোস্ট ও পরে বোলপুর থেকে প্রতিবাদে ওই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর তোলপাড় শুরু হয়। জাতীয় রাজনীতিতেও চর্চা চলে। সেই আবহে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে বার্তা দেওয়া হয়। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন দিল্লি পুলিশের ডিএস্যপি(পূর্ব) অভিষেক ধনিয়া। তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিডিও পোস্ট করার পরেই তদন্ত শুরু হয়েছিল। ভিডিওর ওই মহিলার পরিচয় জেনে তাঁর বাড়িতে তদন্তকারীরা গিয়েছিলেন।

গোয়েন্দা ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনায় গোয়েন্দা ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। মঙ্গলবার খাড়গে বলেন, ২০২৫ সালের ১৪ জুলাই, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা স্বীকার করেন যে, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা নিঃসন্দেহে একটি নিরাপত্তা ব্যর্থতা ছিল। আমি এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি যা নিঃ সন্দেহে একটি নিরাপত্তা ত্রুটি ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া উচিত, লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নয়। মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, সমগ্র দেশ এবং এই সংসদের সঙ্গে আমিও (পহেলগামে) বর্বর হামলা এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসীদের অব্যাহত সমর্থনের নিন্দা জানাই। আমরা আগেও পাকিস্তানের নিন্দা জানিয়েছিলাম, আজও নিন্দা করব এবং যদি এটি আগামীকালও অব্যাহত থাকে, আমরা তাদের নিন্দা জানাই।

গণহারে ভোটারের নাম গেলে হস্তক্ষেপ করব', কমিশনকে 'সুপ্রিম' হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে আলাদা নির্দেশ নয়। কিন্তু যদি দেখা যায়, সেই কাজ করতে গিয়ে গণহারে ভোটারদের নাম বাদ পড়ছে, সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনকে সাফ হুঁশিয়ারি দিলেন বিচারপতিরা। আগেই বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে গণহারে নাম বাদ নয়, উল্টে জনতার নাম ঢোকানোই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবার মঙ্গলবার সরাসরি হুঁশিয়ারির সুরেই বলা হল, গণহারে নাম বাদ যেতে দেখলে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে সুপ্রিম কোর্ট। এদিকে, এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মহুয়া মৈত্র প্রথম শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলার কথা উল্লেখ করে রাজ্য সরকার এবার তাতে যুক্ত হতে চায়। বিহারে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা একত্রিত করে সোমবার থেকে শুনানি শুরু হয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে। তাতে গত সোমবার শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে দাবি করা হয়, আইনবিরুদ্ধভাবে বা ভোটারদের অধিকার কেড়ে নিয়ে কোনও প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে না। তবে আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণে আধার কার্ডের ভূমিকা নিয়ে ৩২৬ ধারায় বিধিনিষেধ রয়েছে। এছাড়াও পুরনো ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই এপিক নম্বর তৈরি হয়ে থাকে। ফলে বিশেষ সংশোধনের ভিত্তিই হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে ভুয়ো রেশন কার্ডের রমরমা। তাই ভোটার তালিকার যোগ্যতা প্রমাণে রেশন কার্ডকে মান্যতা দেওয়া যাবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এহেন হলফনামা সত্ত্বেও সোমবার সুপ্রিম কোর্ট ফের পরামর্শ দেয়, আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করা হোক। কিন্তু তাতে কমিশনের নিমরাজি মনোভাব দেখে মঙ্গলবারের শুনানিতে দুই বিচারপতি সাফ জানান, যদি এসআইআরের নামে গণহারে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে, তাহলে মোটেই হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না শীর্ষ আদালত। তখন হস্তক্ষেপ করা হবে।

বৈসরনে নিরাপত্তা ছিল না কেন? মোদি-শাহকে প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ পহেলগাঁও হামলাকে সাম্প্রতিক সময়ে সব থেকে বড় 'ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর' (গোয়েন্দা ব্যর্থতা) বললেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সংসদে অপরাশেন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় সরাসরি মোদি-শাহ আক্রমণ করেন কংগ্রেস সাংসদ। তিনি বলেন, কীভাবে জনপ্রিয় একটি পর্যটনকেন্দ্র নিরাপত্তাহীন থাকল? কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই হত্যাকাণ্ডের দায় নেবেন না?সোমবার শ্রীনগরের দাচিগাম জঙ্গলে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু হয় তিন জঙ্গির। সোমবার থেকেই সংসদে অপারেশেন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মঙ্গলবার অমিত শাহ জানান, গতকাল পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলায় তিন জঙ্গিই সেনার গুলিতে মারা গিয়েছে। ওই জঙ্গিদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিরোধীদের একহাত নেন শাহ। এরপর বিরোধী পক্ষের ভাষণে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক ঘণ্টা ধরে বক্তব্য রেখেছেন। ক্ষমতাসীন দলের অন্য সাংসদরাও বক্তব্য রেখেছেন। অপারেশন সিন্দুর থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ, জাতীয় নিরাপত্তা থেকে ইতিহাস, সবকিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তা হল ২২ এপ্রিল ২০২৫-এ যখন ২৬ জনকে তাঁদের পরিবারের সামনে হত্যা করা হল, তখন প্রশাসন কোথায় ছিল? এই আক্রমণ কীভাবে হল, কেন হল?

কংগ্রেস নেত্রী বলেন, জঙ্গল থেকে জঙ্গিরা বেরিয়ে এল এবং ১ ঘণ্টা ধরে বেছে বেছে হিন্দুদের খুন করা হল! ঘটনার দিন বৈসরনে কেন নিরাপত্তা ছিল না? যেখানে সেটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থল। পর্যটকদের স্রেফ ভগবানের ভরসায় ছেড়ে দিল সরকার! সীমান্ত ডিঙিয়ে কীভাবে ঢুকল ওই জঙ্গিরা? এটা স্বাধীন ভারতে সব থেকে বড় ইংটেলিজেন্স ফেলিওর (গোয়েন্দা ব্যর্থতা)। প্রিয়াঙ্কা মনে করান, মুম্বই হামলার পর তকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্তফা দেন। প্রশ্ন তোলেন, পহেলগাঁও হামলার দায় নেবেন না কেন প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

ভোটার তালিকা থেকে 'আসল লোকে'র নাম বাদ নয়, 'এনআরসি রুখে দেব'মমতার বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ বিহার ভোটের আগে এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘুরপথে একই পদ্ধতি বাংলায় বিধানসভা ভোটের আগেও লাগু হতে চলেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর তার বিরোধিতার ডাক দিয়ে ফের গর্জে উঠলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবার সতর্ক করলেন, ভোটার তালিকা থেকে আসল নাগরিকের নাম যেন বাদ না যায়। তাঁর সতর্কবার্তা, সকলে ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন। যদি নাম বাদ যায়, তাহলে প্রতিবাদ করুন। বিএলও-কে জানান। আরও বললেন, এভাবে এনআরসি চালুর পরিকল্পনা চলছে, তা রুখে দেব। মঙ্গলবার বীরভূমের ইলামবাজারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে জয়দেব সেতু-সহর উদ্বোধন-সহ একাধিক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। সরকারি অনুষ্ঠানের মাঝেই ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে বাঙালি ' কেন্দ্রীয় বঞ্চনা - সব নিয়ে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, অসম, ওড়িশা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ-সহ সমস্ত ডবল ইঞ্জিন সরকার অর্থাৎ বিজেপি শাসিত রাজ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে বাঙালিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। আসলে বাংলায় প্রতিভা, পরিশ্রমের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলে এত অত্যাচার। হিংসার তো কোনও ওষুধ নেই। যাঁরা ওই সব রাজ্যে কাজ করেন, তাঁরা

দীর্ঘ ২০, ২৫ বছর ধরে সেখানে কাজ করছেন। সব বৈধ নথি রয়েছে। তা সত্ত্বেও ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হচ্ছে, থানায় ঘোরানো হচ্ছে। আমি বলছি, তাঁরা সবাই ফিরে আসুক। চাইলে রাজ্য সরকার গাড়িভাড়াও দেবে। তারপরই বোঝা যাবে, কে সত্যি বলছে, মিথ্যে বলছে।এরপরই মমতার বার্তা, সবাই নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন। আসল লোকের নাম যেন বাদ না যায়। এভাবে এনআরসি চালুর ষড়যন্ত্র চলছে। অসমেও হয়েছে, বাংলাতেও ওরা চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমরা এনআরসি হতে দেব না, রুখে দেব। কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে প্রতিবাদ করবেন, বিএলও-কে বলবেন। বলবেন, এটা আপনার সাংবিধানিক অধিকার, আপনার রক্ষাকবচ। যেসব সংখ্যালঘুরা বাইরে কাজ করেন, তাঁরাও নাম তুলুন। মঞ্চে উপস্থিত সাংসদ শতাব্দী রায়, অসিত মাল, কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ-সহ দলীয় নেতৃত্বের উদ্দেশে মমতার বার্তা, রাজনৈতিক স্তরে না হলেও নিজের এলাকায় নাগরিকদের নিয়ে, বিশিষ্টদের নিয়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।

চাকরিহারাদের ভাতা মামলায় সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, এবার ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ সুপ্রিম রায়ে চাকরিহারাদের ভাতা মামলায় কলকাতার হাই কোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করল রাজ্য। এবার ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য। তাঁদের যুক্তি, জীবন ধারণের জন্যই এই ভাতার সিদ্ধান্ত। সেটা দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

বেলাগাম দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে চাকরি হারিয়েছেন ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। পরবর্তীতে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছেন শিক্ষকরা। তবে গ্রুপ-সি ও ডি-এর ক্ষেত্রে পুরনো নির্দেশই বহাল রেখেছে শীর্ষ আদালত। তাঁদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানবিকতার খাতিরে আপাতত অশিক্ষক কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্তকে বেআইনি দাবি করে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হয় মামলা। সেই মামলায় রাজ্যের নির্দেশিকায় অন্তর্বর্তী

স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই এবার ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য। এদিন রাজ্যের তরফে করা মামলায় বলা হয়েছে, জীবন ধারণের জন্যই এই ভাতার সিদ্ধান্ত। সেটা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রসঙ্গত, সিঙ্গল বেঞ্চ ভাতা মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল তৃণমূল। দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী যারা চাকরিহারা তাঁদের সংসার চালাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঘোষণার বিরুদ্ধে কারা আদালতে গেলেন? এদের চিনে রাখুন। আদালত নিয়ে তো কিছু বলতে পারব না। আদালতকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু আপনাদের বলব, বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে রাখো। কে পাশে থাকে, আর কারা চাকরি খাব, ভাতা পেতে দেব না, লোকের চোখের জল ফেলে বিরোধী রাজনীতি করব বলে তৈরি হয়ে বসে আছে। এদের চিনে রাখুন। এবার নতুন করে আইনি লড়াইয়ে রাজ্য।

সংসদে সিঁদুর প্রসঙ্গে বেকায়দায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন তোলা কংগ্রেসকে সংসদে একহাত নিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ভুলেই যাবতীয় সমস্যা বলে দাবি করে শাহ বললেন, কংগ্রেসের কোনও অধিকার নেই প্রশ্ন করার। শাহের বক্তব্যে উঠে এল নেহরু আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে হওয়া সিন্ধু জলচুক্তি ও অধিকৃত কাশ্মীর প্রসঙ্গ।সোমবার অপারেশন মহাদেবের অধীনে পহেলগাঁও সন্ত্রাসে যুক্ত তিন জঙ্গিকে খতম করেছে সেনা। সে প্রসঙ্গ তুলে এদিন শাহ বলেন, কংগ্রেসের ভুলেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। সেই সময় বিভাজন খারিজ করলে না পাকিস্তান থাকত না এত সমস্যা থাকত। গতকাল সংসদে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল কেন অধিকৃত কাশ্মীর দখল না করে যুদ্ধ থামানো হল। সেই প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসকে কড়া জবাব দেন শাহ। বলেন, ওরা যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আমি বলব, আজ যে অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে এত সমস্যা তার অস্তিত্ব শুধুমাত্র জওহরলাল নেহরুর জন্য। উনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তানকে সিন্ধুর ৮০ শতাংশ জল দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে শিমলা চুক্তির সময়ে ওরাই (কংগ্রেস) অধিকৃত কাশ্মীরের কথা ভুলে গিয়েছিল। যদি তখন অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত নেওয়া হত তাহলে আমাদের ওখানে অভিযান চালানোর প্রয়োজন পড়ত না।

লোকসভায় সিঁদুর আলোচনায় বিরোধীদের 'আয়না' দেখালেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ সংসদে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার বিকেলে লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন তিনি। সরাসরি বললেন, সদনে ভারতের পক্ষে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছি। যারা ভারতের পক্ষ দেখতে পায় না তাদের সামনে আয়না ধরতে এসেছি। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, পহেলগাঁও হামলার পরই তিনি সেনাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানকে কীভাবে জবাব দিতে হবে সে ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিক। কখন, কোথায়, কীভাবে জবাব দেওয়া হবে তা সেনাই ঠিক করুক। ৬ ও ৭ তারিখ ভারত জবাব দিয়েছিল। পাকিস্তান কিছুই করতে পারেনি। এভাবেই এদিন সরব হলেন লোকসভায়।এদিন প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, পহেলগাঁও কাণ্ডে ধর্ম জেনে জেনে জঙ্গিরা হত্যা চালিয়েছে। ভারতে দাঙ্গা করানোর অপচেষ্টা ছিল সেটা। কিন্তু ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছে। আমরা জঙ্গিদের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। অভিশপ্ত ২২ এপ্রিল তিনি বিদেশে ছিলেন বলে জানান মোদি। বলেন, ২২ এপ্রিল বিদেশে ছিলাম। খবর পেয়েই ফিরে আসি। আমি একটি সভা ডেকেছিলাম। এবং সেই সভায় আমরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলাম। জানিয়ে দিয়েছিলাম সন্ত্রাসবাদের কঠোর জবাব প্রাপ্য। এবং এটি আমাদের জাতীয় সংকল্প।বদলা নিতে সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। জানিয়ে দিয়েছিলাম, কখন, কোথায়, কীভাবে জবাব দিতে হবে তা ঠিক করতে। অপারেশন সিঁদুরে তিনি আত্মনির্ভর ভারতের জয় দেখছেন বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, জঙ্গি হামলার পরে জঙ্গিদের প্রভুরা রাতে ঘুমোতে পারেনি। ওরা জানত ভারত আসবে এবং মেরে চলে যাবে। এটাই ভারতের নিউ নরম্যাল। মেড ইন ইন্ডিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন পাকিস্তানকে চূর্ণ করে দিয়েছে। পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি আইসিইউতে। সিঁদুর থেকে সিন্ধু অবধি জবাব দিয়েছি। পাকিস্তান ও জঙ্গিদের আক্রমণ করার পাশাপাশি মোদি এদিন বিরোধীদেরও কাঠগড়ায় তোলেন। তাঁর অভিযোগ, আমরা বিশ্বের সমর্থন পেয়েছি। কিন্তু দু ঃখজনক ভাবে কংগ্রেসের থেকে পাইনি।ভারতের সামর্থ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। এছাড়াও তিনি বলেন, নিরীহদের রক্তে রাজনীতি করেছে বিরোধীরা।সেনার তথ্য নয়, ওরা পাকিস্তানের কথা প্রচার করে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ভারতের ২৫ জন পর্যটক ও এক স্থানীয় নাগরিকের। নৃশংস এই হামলার পর গত তিন মাস ধরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল জঙ্গিরা। তবে সম্প্রতি জঙ্গিদের কাছে থাকা টি৮২ আল্ট্রাসেট কমিউনিকেশন ডিভাইস চালু করে জঙ্গি মুসা। এটি এক ধরনে স্যাটেলাইট ফোন যা পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানোর সময় ব্যবহার করে জঙ্গিরা। সেই ফোন ফের চালু হতেই সেনাবাহিনী জঙ্গিদের লোকেশন জেনে যায়। শুরু হয়ে যায় অপারেশন মহাদেবের প্রস্তুতি। গত কয়েকদিন ধরে জঙ্গিদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল সেনাবাহিনী।

ভয়ঙ্কর খেলা হবে! ছাব্বিশের আগে কড়া হুঁশিয়ারি অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের 'খেলা হবে' স্লোগান বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে এক নতুন জোয়ার তৈরি করেছিল। বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল সেই স্লোগানকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে'। এবার সেই 'ভয়ঙ্কর খেলা'র হুঁশিয়ারি শোনা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। তবে এবারের খেলা রাজনীতির ময়দানে নয়, কিংবা তাঁর প্রিয় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের খেলার মাঠেও নয়। অভিষেকের হুঁশিয়ারি আন্তর্জাতিক মঞ্চে, যুদ্ধক্ষেত্রে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তাঁর এই বিস্ফোরক মন্তব্য ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে তুমুল আলোড়ন ফেলেছে। সোশাল মিডিয়ায় এক পোস্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। তিনি বলেন, ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে একমাত্র সম্পর্ক হওয়া উচিত যুদ্ধক্ষেত্রে। আর আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর দখল করা। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি ক্রিকেট বা অন্য কোনও খেলাধুলার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তীব্র বিরোধী। তিনি বলেন, যে দেশ বছরের পর বছর ধরে ভারতে সন্ত্রাস ছড়িয়েছে, আমাদের দেশের মানুষের জীবন নষ্ট করেছে, তাদের সঙ্গে ক্রিকেট মাঠে হাত মেলানো মানে আমাদের শহিদ সেনাদের রক্তের অপমান।অভিষেকের এই মন্তব্যের পেছনে রয়েছে পহেলগাঁও হামলার মতো ঘটনা, যেখানে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসীরা ভারতীয় নাগরিক ও সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছিল। এই হামলার পর ভারতীয় সেনা 'অপারেশন সিঁদুরে'র মাধ্যমে কড়া জবাব দিয়েছিল। পাকিস্তানের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছিল, এমনকি পাক বায়ুসেনার কয়েকটি ঘাঁটিও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনার এই সফল অভিযান নিয়ে অভিষেক বিদেশের মাটিতেও গর্বের সঙ্গে বড়াই করেছেন। তিনি সবসময়ই পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলের পক্ষে সওয়াল করে এসেছেন। তাঁর মতে, এটিই হবে ভারতের জন্য একমাত্র 'লড়াই যা আমাদের শহিদ সেনাদের প্রতি সত্যিকারের সম্মান প্রদর্শন করবে।

প্রকৃতির রোষে বানভাসি বেজিংয়ে মৃত ৩০জন, ঘরছাড়া ৮০ হাজার মানুষ

চিনে ভয়াবহ বন্যা। খোদ রাজধানী বেজিং দুর্যোগে বিপর্যস্ত। একটানা ঝড়বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩০ জনের। একটানা বৃষ্টির মধ্যেই বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে প্রশাসন। কাজ করছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ইতিমধ্যে ৮০ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।বেজিং শহরের পৌরনিগমের বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর শহরতলির পাহাড়ি এলাকায় মিউন এবং ইয়ানকিংয়ে সব থেকে বেশি ৫৪৩.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। শুধু মিউনেই মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। ২ জন মারা গিয়েছেন ইয়ানকিংয়ে। একটানা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। বিদ্যুসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকার নেমেছে ১৩৬টি গ্রামে। উদ্ধারকারী দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আটকে পড়া লোকজনকে বের করে আনছেন বলে জানা গিয়েছে। বছরের এই সময়টায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত

হয় বেজিংয়ে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যায় ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যেটি ছিল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। বেজিংয়ে এবং চিনের অন্য প্রদেশে দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-সহ সমস্ত জরুরি বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

যুদ্ধ বন্ধের নতুন সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রাশিয়াকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ ৫০ দিন নয়। ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামান। না হলে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। রাশিয়াকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনটাই জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প। বর্তমানে স্কটল্যান্ড সফরে রয়েছেন ট্রাম্প। সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর আমি হতাশ। ৫০ দিন নয়। আমি নতুন সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছি। আগামী ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে হবে রাশিয়াকে। না হলে আমেরিকা মাস্কোর উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন। দু'দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন হলে অনেক কিছু পরিবর্তন হতে পারে। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রচেষ্টাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যদিও রাশিয়ার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে পুতিন ঘনিষ্ঠ রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ' একটি খেলা খেলছে। যার পরণতি ভয়ংকর হতে পারে। দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে।'

প্রসঙ্গত, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে তৎপর হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। একাধিক বার পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপ ও আধিকারিক পর্যায়ের বৈঠকও হয়েছে এই ইস্যুতে। তবে প্রতিবারই পুতিনের তরফে সদর্থক বার্তা দেওয়া হলেও যুদ্ধ থামেনি। বরং দিনে দিনে হামলার ঝাঁজ আরও বাড়িয়েছে মস্কো। ফলে বিশ্ব শান্তির দূত হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা ট্রাম্পের গলার

কাঁটা এখন রাশিয়া। সম্প্রতি রাশিয়াকে ৫০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন ট্রাম্প। বলেন, ৫০ দিনের মধ্যে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ না থামালে রাশিয়ার উপর চড়া হারে শুল্ক আলোপ করবে আমেরিকা। কিন্তু তারপরও নির্বিকার মাস্কো। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বন্ধের নতুন সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রাশিয়াকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প। এদিকে রাশিয়ার যুদ্ধের ইঞ্জিনে তেল যুগিয়ে চলেছে ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশ। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতিতে ব্যর্থ হয়ে এমনই অভিযোগ তুলেছিল আমেরিকা। সেই ইস্যুতেই কড়া হুমকি দেওয়া হল ন্যাটোর তরফে। ভারতের নাম নিয়েই ন্যাটো প্রধান মার্ক রুট জানিয়ে দিলেন, ভারত, চিন, ব্রাজিল-সহ অন্যান্য দেশগুলি যদি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে এদের উপর।এই ইস্যুতে তিন দেশের নাম করে রুট বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, চিনের প্রেসিডেন্ট ও ব্রাজিলের প্রেসিডেনন্ট , আপনারা যদি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যান, ওদের থেকে তেল ও গ্যাস কেনেন সেক্ষেত্রে আপনাদের উপর ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। আপনারা জানেন মস্কোর ওই ব্যক্তি (ভ্লাদিমির পুতিন) কোনও রকম শান্তি আলোচনাকে গুরুত্ব সরকারে নেন না। একইসঙ্গে এই তিন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, পুতিনকে শান্তি আলোচনায় বসার জন্য তার উপর চাপ বাড়ান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান-এর

ভুবনেশ্বর, ২৯ জুলাই ঃমহান শিক্ষাবিদ তথা সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধান সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, সমাজ সংস্কারক এবং মহান পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বিদ্যাসাগরজি কেবল ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই আওয়াজ তোলেননি, বরং তিনি সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজ তখনই এগিয়ে যেতে পারে যখন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি, বিশেষ করে নারী এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ সমান সুযোগ পাবে। শিক্ষার পাশাপাশি, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্যও তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবন সর্বদা আমাদের সকলকে সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।'' উল্লেখযোগ্য যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলা)। তিনি একজন মহান শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি নারী শিক্ষা এবং বিধবা বিবাহ আইনের জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। তাঁর কাজের কারণে তিনি প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই এই মহান ব্যক্তি পৃথিবীকে বিদায় জানান।

কলকাতার কানওয়াররা জল ঢাললেন বাবা বিশ্বনাথকে

বারাণসী, ২৯ জুলাই ঃ কলকাতা থেকে বারাণসীতে আসা পারস গুপ্ত, সুভাষ গুপ্ত, অজয় গুপ্ত সহ ১৫ জন কানওয়াররা শ্রাবণের তৃতীয় গত সোমবার শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথকে জল উৎসর্গ করেছেন। কলকাতার কানওয়ারদের কলসে ২০ লিটার করে জল ছিল।পরস গুপ্ত জানান, ২২ জুলাই তাঁর সাথে কানওয়ারদের একটি দল কলকাতা থেকে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এই সময়ে তারা হেঁটে এবং অন্যান্য উপায়ে বারাণসীতে পৌঁছেছিলেন। এই যাত্রায় তারা কোনও হোটেল বা ধাবায় খান নি, বরং নিজেরাই তৈরি খাবার খেয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা গত সাত বছর ধরে কানওয়ারিয়াদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে শ্রাবণ মাসে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ বাবাকে জল উসর্গ করে আসছেন। তারা সকলেই মূলত উত্তর প্রদেশের আম্বেদকর নগর জেলার বাসিন্দা। কাজের সন্ধানে তাদের কলকাতায় যেতে হয়েছিল।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে এত ভয় কেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রশ্ন কল্যাণের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভায় আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার সময় কল্যাণ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন আপনি একবার আপনার 'এক্স' হ্যান্ডেলে পোস্ট করতে পারেননি যে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি যা বলেছেন তা ভুল।ক ল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, আপনি যখনই আমেরিকান রাষ্ট্রপতির সামনে দাঁড়ান, আপনার উচ্চতা ৫ ফুটে কমে যায় এবং আপনার বুক ৫৬ ইঞ্চি থেকে ৩৬ ইঞ্চিতে কমে যায়। আপনি আমেরিকান রাষ্ট্রপতিকে এত ভয় পান কেন?

আলোচনা ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না, এটাই মোদী সরকারের অবস্থানঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃআমাদের সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অসংখ্য প্রচেষ্টা করেছে। সোমবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে, ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলা এবং ২০২৫ সালের অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে, আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছি। নরেন্দ্র মোদী সরকারের অবস্থান স্পষ্ট - আলোচনা এবং সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, আমরা ভগবান কৃষ্ণের কাছ থেকে শিখেছি, শেষ পর্যন্ত, 'ধর্ম' রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র বেছে নিতে হয়। আমরা ২০০৬ সালের সংসদ হামলা, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলা দেখেছি - এবং এখন আমরা বলেছি যে যথেষ্ট হয়েছে, এবং সুদর্শন চক্র বেছে নিয়েছি।রাজনাথ আরও বলেছেন, আজকের ভারত ভিন্নভাবে চিন্তা করে এবং ভিন্নভাবে কাজ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যখন আপনার প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসবাদকে একটি কৌশল করে ফেলে এবং সংলাপের ভাষা বোঝে না, তখন দৃঢ় থাকা এবং সিদ্ধান্তমূলক হওয়াই একমাত্র বিকল্প। রাজনাথের কথায়, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনকারীদের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, ভারত মাতৃভূমিকে রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আসুন আমরা সকলেই দলীয় মতভেদের উর্ধ্বে উঠে একসাথে দাঁড়াই।পাকিস্তানের সমালোচনা করে রাজনাথ বলেছেন, সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সংলাপ করা যেতে পারে। কিন্তু যে দেশে ভারতের বিরুদ্ধে কেবল ধর্মীয় উগ্রতা এবং ঘৃণা রয়েছে, তাদের সাথে সংলাপ হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের ভাষা ভয়, রক্ত এবং ঘৃণা, সংলাপ নয়। গুলির শব্দে সংলাপের কণ্ঠস্বর দমন করা হয়। যেখানে রক্তপাত হয় সেখানে আলোচনা হতে পারে না। পাকিস্তান নিজের ফাঁদে আটকা পড়েছে, পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। পাকিস্তান সরকার সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে শেষকৃত্যের আয়োজন করে এবং সেনা কর্মকর্তারা তাতে অংশগ্রহণ করে। যারা ভারতকে হাজারবার কাটার স্বপ্ন দেখে তাদের এখন জেগে ওঠা উচিত। এটি একটি নতুন ভারত, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারে।অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং গত সোমবার লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সু-সমন্বিত স্ট্রাইকে ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে নিশানা নির্ভুলভাবে করা হয়েছিল। এই সামরিক অভিযানে, অনুমান করা হচ্ছে যে শতাধিক সন্ত্রাসী, তাদের প্রশিক্ষক, হ্যান্ডলার এবং সহযোগী নিহত হয়েছে। এদের বেশিরভাগই জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা এবং হিজবুল মুজাহিদিনের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল।রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, পহেলগাম হামলার পরপরই, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পদক্ষেপ নেয় এবং ৯টি সন্ত্রাসী অবকাঠামোতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানে যেখানে ১০০ জনেরও বেশি সন্ত্রাসী, তাদের প্রশিক্ষক এবং হ্যান্ডলারদের নিশানা করা হয়েছিল। পুরো অপারেশনটি ২২ মিনিটের মধ্যে শেষ করা হয়েছিল। রাজনাথ বলেছেন, আমাদের পদক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষার জন্য ছিল, উস্কানিমূলক বা সম্প্রসারণবাদী ছিল না। তবুও, ১০ মে আনুমানিক ১ঃ৩০ মিনিটে পাকিস্তান ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, রকেট এবং অন্যান্য দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের উপর একটি বড় আকারের আক্রমণ শুরু করে।রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, এস-৪০০, আকাশ মিসাইল সিস্টেম, এয়ার ডিফেন্স বঃদুকগুলি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং পাকিস্তানের এই আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করেছে। রাজনাথ বলেছেন, ভারত নিজস্ব পদক্ষেপ থামিয়ে দিয়েছে, কারণ পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। এই বলা যে কোনও চাপের মুখে এই অভিযান থামানো হয়েছে তা ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্ণ ভুল। আমার রাজনৈতিক জীবনে, আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি কখনও মিথ্যা না বলার জন্য।রাজনাথ আরও বলেছেন, আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কাউন্টার-ড্রোন সিস্টেম এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম পাকিস্তানের এই আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়েছে। পাকিস্তান আমাদের কোনও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারেনি এবং আমাদের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ক্ষতি হয়নি। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল দুর্ভেদ্য, এবং প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছিল।

তালিকা সংশোধনে নির্বাচন কমিশনকে আধার, ভোটার কার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে আধার এবং ভোটার কার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, পৃথিবীতে যে কোনও নথি জাল করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিচারপতি নির্বাচন কমিশনকে এও স্পষ্ট করতে বলেন যে, কেন আধার এবং ভোটার কার্ডকে গ্রহণ করা হচ্ছে না- সেই স্বপক্ষে যুক্তি দিতে।প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে আধার, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ডকে নথি হিসেবে বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গত সোমবার শুনানিতে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। আধার, ভোটার, রেশন কার্ডকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে না নেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত। শুধু তাই নয়, এই সব নথিও এই তালিকায় যোগ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে জোর দিয়ে জানিয়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, পৃথিবীর যে কোনও নথিই তো জাল হতে পারে। তাহলে ভোটার, আধার, রেশন কার্ড নেবেন না কেন?উল্লেখ্য, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সব মামলা এক জায়গায় করে চলছে শুনানি। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি সূর্য কান্তর বেঞ্চে এ দিনের শুনানিতেই আধার, ভোটার কার্ডকেও প্রামাণ্য নথি হিসেবে মান্যতা দেওয়ার কথা বলেন বিচারপতিরা, খবর সূত্র থেকে বলে।

অপারেশন সিঁদুরের সময় শতাধিক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ অপারেশন সিঁদুরের সময় শতাধিক সন্ত্রাসীকে মেরেছে সুরক্ষা বাহিনী। মঙ্গলবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ধর্ম জিজ্ঞাসা করে নিরীহ নাগরিকদের তাঁদের পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়েছে। আমি এই বর্বরতার নিন্দা জানাই। যারা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমি আমার সমবেদনা জানাই।অমিত শাহ বলেছেন, অপারেশন মহাদেব-এ ভারতীয় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত তিন সন্ত্রাসীকে নিষ্ক্রিয় করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন লোকসভায় বলেছেন, অপারেশন মহাদেব-এ সুলেমান ওরফে ফয়জল, আফগান এবং জিবরান, এই তিন সন্ত্রাসী ভারতীয় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছে। সুলেমান লস্কর-ই-তৈবার একজন এ-ক্যাটাগরি কমান্ডার ছিল। আফগান লস্কর-ই-তৈবার একজন এ-ক্যাটাগরি সন্ত্রাসী ছিল এবং জিবরানও একজন এ-ক্যাটাগরি সন্ত্রাসী ছিল। বৈসরন উপত্যকায় আমাদের নাগরিকদের হত্যাকারী তিন সন্ত্রাসীকেই নির্মূল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, পহেলগাম হামলার পরপরই আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি আমার সামনে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যিনি তাঁর বিয়ের মাত্র ৬ দিন পরেই বিধবা হয়েছিলেন - আমি সেই দৃশ্যটি কখনই ভুলতে পারি না।

'ভোট চুরি মানছি না, এই স্লোগানে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ তৃণমূলের

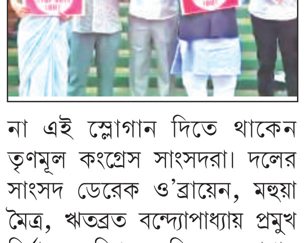

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ সংসদ ভবন চত্বরে নির্বাচন কমিশন ও ' ভোট লুট'-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা।বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া কার্যকর করা নিয়ে বর্তমানে জাতীয় রাজনীতি তোলপাড়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডিভিশনে নির্বাচন কমিশনের তরফে বুথ লেভেল অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার সংসদে নির্বাচন কমিশন ও ' ভোট লুট'-এর বিরুদ্ধের বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের সাংসদরা।ভোট লুট মানছি না এই স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। দলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন বলে মনে করা হয়।

'কেন্দ্র বঞ্চনা করলেও উন্নয়ন থামবে না', রূপরেখা ঠিক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

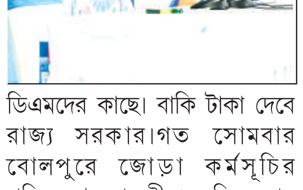

বীরভূম, ২৯ জুলাই ঃ- একদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে ফের সরব, অন্যদিকে এই বঞ্চনার মধ্যেও উন্নয়নমূলক কাজের রূপরেখা- সোমবার বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে সেই নির্দেশিকা ঠিক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র টাকা আদকে রেখেছে। এই অবস্থাতেও এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। রাজ্যের টাকাতেই সব কাজ হবে। এলাকার কাজের জন্য জেলা পরিষদ থেকে ৫ শতাংশ, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ৫ শতাংশ, স্থানীয় এমএলএরা ১০ লক্ষ টাকা দেবেন। এই সব টাকা নিয়ে জমা পড়বে ডিএমদের কাছে। বাকি টাকা দেবে রাজ্য সরকার।গত সোমবার বোলপুরে জোড়া কর্মসূচির পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ বোলপুরের গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই একাধিক বিষয় নিয়ে নির্দেশ দিতে দেখা যায় তাঁকে।

মণিপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে উদ্ধার ৯০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৭২৮টি গোলাবারুদ ও যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ

ইমফল, ২৯জুলাই ঃ মণিপুরে রাজ্য পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলস-এর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী রাজ্যের উপত্যকা জেলাগুলির একাধিক গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ উদ্ধার করেছে। হিংসা-সংবেদনশীল উপত্যকায় বিশাল অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের মজুতভাণ্ডার উখাত-অভিযানকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে প্রশংসা করেছেন সাধারণ ও গৃহ দফতরের সরকারি শীর্ষ আধিকারিকরা।ইমফলে রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর দিয়ে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) কাবিব কে জানান, রাজ্যের উপত্যকা জেলাগুলির সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গলে বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ মজুত করা হয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা-তথ্যের ভিত্তিতে আজ শনিবার ভোররাতে এই অভিযান পরিচালিত হয়।তিনি জানান, গোয়েন্দ-তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোররাতে যৌথবাহিনী একযোগে অভিযান চালায় ইমফল পূর্ব, ইমফল পশ্চিম, থউবাল, কাকচিং এবং বিষ্ণুপুর জেলার সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গলে।সমন্বিত অভিযানে যে সব আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র মোট ৯০টি এবং ৭২৮ রাউন্ড গোলাবারুদ।বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আইজিপি কাবিব কে জানান, উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যথাক্রমে একে সিরিজের রাইফেল তিনটি, এম১৬ একটি, ইনসাস এলএমজি একটি, ইনসাস রাইফেল পাঁচটি, এসএলআর আটটি, পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল সাতটি, ২০টি পিস্তল, কার্বাইন চারটি, অন্যান্য রাইফেল আটটি, এসবিবিএলবোর অ্যাকশন গান ২০টি, অ্যান্টি-রায়ট গান তিনটি, ল্যাথোড গান একটি, তিনটি ডিবিবিএল, বোল্ট অ্যাকশন গান ছয়টি, তিনটি দুই ইঞ্চি মর্টার এবং একটি স্থানীয়ভাবে তৈরি পাইপ গান।এছাড়া উদ্ধারকৃত মোট ৭২৮ রাউন্ড গোলাবারুদ যথাক্রমে - ৩৯৯ রাউন্ড ৭.৬২ এমএম, ২২৮ রাউন্ড ৫.৫৬ এমএম, ৩৫ রাউন্ড পয়েন্ট ৩০৩, ২৩ রাউন্ড ৯ এমএম, ছয় রাউন্ড পয়েন্ট ৩২ মিমি, ২১টি গ্রেনেড, একটি এইচই মর্টার শেল, নয়টি টিউব লঞ্চিং ডিভাইস, ছয়টি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) সহ বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন।পুলিশ মহাপরিদর্শক কাবিব কে জানান, এই পদক্ষেপ মণিপুরে অস্থিরতা রোধ, জননিরাপত্তার জন্য হুমকি নিরপেক্ষকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক টেকসই গোয়েন্দা-চালিত কৌশলের অংশ। মণিপুরের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন নাগরিকদের সুরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁদের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে এবং অবৈধ অস্ত্র মজুত সম্পর্কিত যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের তথ্য নিকটবর্তী থানা বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন আইজিপি।

গত ১০ বছরে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ঃশিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ গত ১০ বছরে কৃষকদের আয় ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মঙ্গলবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের উত্তরে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, খাদ্যশস্য উৎপাদন ২০১৩-২০১৪ সালে ২৪৬ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে এখন ৩৫৩ মিলিয়ন টন হয়েছে।তিনি বলেন, ডালের উৎপাদনও ২০১৩-২০১৪ সালে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২৫ মিলিয়ন টনেরও বেশি হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌহান বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য ছয়টি পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন বৃদ্ধি, খরচ হ্রাস, ক্ষতিপূরণ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রদান।মন্ত্রী উল্লেখ করেন, কৃষিক্ষেত্রের জন্য বাজেট ইউপিএ সরকারের সময় ২৭ হাজার কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এনডিএ সরকারের সময় এক লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।

বিএলও দের মমতার ' সতর্কতা', প্রতিক্রিয়া সামাজিক মাধ্যমে

কলকাতা, ২৯ জুলাই, ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় পরিস্কার করে বলেছেন, বিএলও-রা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। সুতরাং তাঁদের দেখতে হবে ভোটার তালিকা থেকে যেন কারও নাম বাদ না যায়। তিনি এও বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, নির্বাচন কমিশন কিন্তু ভোট মিটে গেলে আর থাকবে না। বাংলার সরকারই থাকবে। এই মন্তব্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর চড়া স্বরে তৈরি হয়েছে প্রতিক্রিয়া। মন্তব্য করেছেন অজস্র নেটনাগরিক।সামাজিক মাধ্যমে চন্দন চক্রবর্তী লিখেছেন, ২০১১ সালের পর থেকেই একই কথা। আমি জানি কে, কারা বেআইনি কেরছে। তা জানেন যদি ব্যবস্থা কি নিয়েছেন। সেটা তো জানান।আপনি চালাক আর আমরা জনগন বোকা, না? জগবন্ধু বাউরি লিখেছেন, রাজ্য সড়কের দিকে ধ্যান দিন। বিশ্বজি পণ্ডা লিখেছেন, বোন অভয়াকে আপনার সন্দীপ ঘোষ খুন করেছে।পাপাই ঘোষ লিখেছেন, শুধু মানুষের সেবা করবে বোলে....নেতা নেত্রী গুলো দিন রাত এক কোরে দিচ্ছে....। তপন রায় লিখেছেন, হ দিদি, অত কথা বাদ দেন, কৃষক বন্ধু বন্ধ।বিশ্বজি পণ্ডা লিখেছেন, তামান্নার খুনিদের ব্যাপারে আপনি কোনও ষ্টেপ নেন নি।গৌতম শিকদার লিখেছেন, বড় আজব কথা আপনি প্রশাসনের লোকদের নাম জানেন যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, আপনি প্রায়ই মিটিংয়ে বলেন, অথচ আপনি কোনও স্টেপ নেন না। এটা কোন ধরনের প্রশাসনিক নীতি, আপনি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সন্দীপ বেলেল লিখেছেন, দিদি আপনি ভয় দেখাচ্ছেন!বিভা সরকার লিখেছেন, কোথাকার হরিদাসী। সুমন্ত বিশ্বাস লিখেছেন, সব দুর্নীতিতেই তৃণমূল জড়িত আছে। প্রণব দত্ত লিখেছেন, ২০০৫ সালে আপনি লোকসভাতে কী বলেছিলেন সবার মনে আছে?

মোহনবাগান দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২৯ জুলাই, ঃ মোহনবাগান দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ এই দিনে পত্রযোগে বার্তা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।তিনি লেখেন, ' মঙ্গলবার ২৯ জুলাই। মোহনবাগান দিবস নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদযাপন করা হবে জেনে খুবই আনন্দিত। কেবল মোহনবাগানের ইতিহাসেই নয়, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসেও দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯১১ সালের এই দিনেই মোহনবাগান প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ব্রিটিশ দলকে হারিয়ে ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড জিতেছিল। যা খেলাধুলার উর্ধ্বে গিয়ে জাতীয় গর্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। এটি নিছকই কেবল জয় নয়, বরং এক অপরিসীম গৌরবের মুহূর্ত ছিল। যা লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল।'তিনি আরও লেখেন, ' গর্বের এই মুহূর্তে আমি সমগ্র মোহনবাগান পরিবারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাই। শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে আরও উচ্চতায় আসীন হবে জানান।'

উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করাও দাযিত্ব ঃভূপেন্দ্র যাদব

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে বিশেষ বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। তিনি বলেছেন, উন্নযনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করাও আমাদের দাযিত্ব। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, আমাদের দেশে ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগারের সংখ্যা, যা ২০১৪ সালে ৪৭টি ছিল, এখন ৫৮টিতে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করাও আমাদের দাযিত্ব। এবার আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস উপলক্ষ্যে আমরা দিল্লি চিড়িয়াখানায় সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। আজ 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের আওতায়, আমরা দেশের ৫৮টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগারে একযোগে ২ লক্ষ গাছ রোপণ করেছি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এদিন দিল্লি চিড়িয়াখানায় স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস উদযাপন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত ব্যাঘ্র সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কেবল বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধিই হয়নি, বরং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাঘের সংরক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণও নিশ্চিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে বাঘের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সপ্তাহব্যাপী একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা নীতির পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে বার্তা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২৯ জুলাই, ঃ ২৯শে জুলাই - এক ঐতিহাসিক ও গর্বের দিন! আজকের দিনটি আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের ইতিহাসে এক বিশেষ মাইলফলক। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।তিনি লিখেছেন, আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগে, ২০২০ সালের এই দিনেই, বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা তথা ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বে সূচনা হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এটি শিক্ষার জগতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে।এই নীতি কেবল একটি প্রশাসনিক রূপরেখা নয়, বরং এটি ভারতের একটি নতুন শিক্ষাদর্শন, যার মূলে রয়েছে জ্ঞান, মানবিকতা, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তির দর্শন।এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিলঃ সকলের জন্য সমতাভিত্তিক ও বিশ্বমানের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সামর্থ্য, প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে জাগ্রত করা।ভারতের যুবসমাজকে একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত করা।গত পাঁচ বছরে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনঃশিক্ষাকে করা হয়েছে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ও দক্ষতাভিত্তিক। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমালোচনামূলক চিন্তন ও সমস্যা সমাধানমূলক শিক্ষার উপর। প্রচলিত বইনির্ভরতা ভেঙে আনন্দময়, সৃজনশীল ও বহুমাত্রিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের গুরুত্ব, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাকে করা হয়েছে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বাস্তবমুখী।আজ, ৫ বছর পূর্ণ করল এই ঐতিহাসিক নীতি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এটি প্রমাণ করেছে যে এনইপি ২০২০ শুধু শিক্ষার সংস্কার নয়, এটি ' বিকশিত ভারত'-এর দিশারি।এই দিনে, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, যাঁর সাহসী সিদ্ধান্ত ও সঠিক নেতৃত্ব ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে।এই বিশেষ দিনে দেশবাসীকে এবং আমার অত্যন্ত স্নেহের শিক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। চলুন, আমরা সকলে মিলে এই যুগান্তকারী নীতিকে বাস্তবায়নের পথে অবিচল থাকি - এক উদ্ভাবনী, দক্ষতাসম্পন্ন, জ্ঞানভিত্তিক ও আত্মনির্ভর ভারতের পথেই এগিয়ে চলি।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন। আপনার শক্তি এবং উসাহ আপনাকে নতুন সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগগুলিকে চিনুন এবং কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। শুভদিন

বৃষঃআপনার মনকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস, সহানুভূতি, আশাবাদ এবং বিশ্বস্ততার মত ইতিবাচক অনুভূতিগুলি গ্রহণে উৎসাহিত করুন। বিবাহের যোগ হবে আজ।

মিথুনঃআজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন শক্তি এবং ধারণায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার সামাজিক জীবনে নানা কার্যকলাপ দেখতে পাবেন, যা আপনাকে নতুন বন্ধু তৈরি করতে এবং পুরনো বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। ফাটকায় লাভ আনবে। এছাড়াও আপনি বন্ধুদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি করতে পারবেন। আপনার আজকের দিনটি ভালবাসার রঙে নিমজ্জিত হবে তবে আপনি রাতে আপনার প্রিয়তমের সাথে পুরানো কিছু নিয়ে তর্ক করতে পারেন। শুভদিন হবে

সিংহঃআজকের দিনে ব্যবসায় নতুন সুযোগ প্রত্যাশিত। সেগুলিতে মনোযোগ দিন এবং উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যান। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াতে চেষ্টা করুন। ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে।।

কন্যাঃ আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন- এবং আজ কেবলমাত্র জরুরী জিনিসই কিনুন। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার ক্লান্তিকর দৈনিক কাজের সূচীর থেকে আরাম এবং হালকা মূহুর্ত আনবে। অর্থ লাভ।

বৃশ্চিকঃ যেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। আপনার কৌতূহল এবং উসাহ খুব প্রবল হবে, যা আপনাকে নতুন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সন্ধান করতে সাহায্য করবে। অর্থ লাভ।

মকরঃ আনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। অর্থ বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় সম্পর্কে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আজ কথা বলতে হবে।।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

মীনঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীযরা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গী সহায়ক এবং সাহায্যকারী হবে। চোখ কখনো মিথ্যা বলে না ও আপনার সঙ্গীর

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১ আগষ্ট, শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৭৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫৬.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার- সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা- দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

অবিরাম বৃষ্টিতে রানী রাসমণি রোডে ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ অবিরাম বৃষ্টিতে কলকাতার রানী রাসমণি রোডে ভেঙে পড়ল একটি পুরনো বাড়ি। মঙ্গলবার এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, রানী রাসমণি রোডের ২৪ নম্বর বাড়িটি ভেঙে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুরসভার আধিকারিকরা এই বাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক ঘোষণা করেছে। ঘটনার সময় বাড়িটি খালি ছিল, তাই কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ এবং পুরসভার আধিকারিকরা বাড়ির মালিকদের সাথে কথা বলছে।

জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে উত্তেজনা, গন্ডগোল

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,২৯জুলাইঃ জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে হাঙ্গামা, উত্তেজনাপুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,সোমবার দুপুরে জয়নগর এক নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত ঘটেএই সময়ে লাইন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রোগীর পরিবারদের সঙ্গে হাসপাতালে ডিউটিরত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সাথে বচসা ও গণ্ডগোল শুরু হয়এরপরে উত্তেজিত জনতার হামলার শিকার হয় পুলিশ ও সিভিক ভলেনিন্টয়াররাদু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিতে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হাসপাতাল চত্বর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার আইসি পার্থসারথি পাল সহ পুলিশের বিশাল টিমঘটনাস্থল থেকে গন্ডগোলে যুক্ত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েক জনকে আটক করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ আর পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে

শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল একদিনের সেমিনার

দুরন্ত বার্তা,নামখানা, ২৯ জুলাইঃ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের এবং ইতিহাস বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একদিনের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেমিনার শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল (মানুষের বিবর্তন)। সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আনথ্রোপলজি নথ্রোপলজি বিভাগের দুই প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. অভিক বিশ্বাস এবং ড. শিমুল রায়। উনাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আনথ্রোপলজি বিভাগের গবেষকরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. অতীশ দীপঙ্কর জানা মহাশয়ের স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম পর্বে মহাবিদ্যায়ের বাগানে বৃক্ষ রোপন, দ্বিতীয় পর্বে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে বক্তৃতা। মহাবিদ্যালয়ের বাগানের মধ্যে চারটি বৃক্ষ রোপন করা হয়। এই সেমিনারে উনারা মানুষের বিভিন্ন যুগের বিবর্তন সম্পর্কে শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সামনে উপাস্থাপন করেন।

পুরো আলোচনাটি ছাত্র - ছাত্রীদেরকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হয়। আলোচনার পরে প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রদর্শন করান হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকরা। এই আলোচনাতে ইতিহাস বিভাগের পাশাপাশি মহাবিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল।

ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেই ভোটার তালিকায় নাম এক দম্পতির

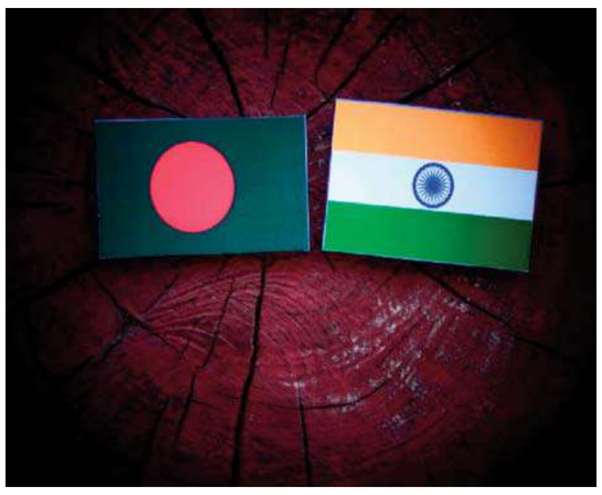

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২৯ জুলাই ঃ হাসনাবাদের মাখালগাছা পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা স্থানীয়রা জানান ওই দম্পতি আকবর আলি গাজী ও ফারহানা গাজী বাংলাদেশের ভোটার,দীর্ঘদিন ধরে তারা এদেশে বসবাস করছে এমনকি এদেশের ভোটার তালিকায়ও তাদের নাম রয়েছে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখে গা ঢাকা দেন ওই দম্পতি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারংবার বিষয়টি জানানো হয়েছে ভাইপোর বাড়িতেই থাকেন উক্ত দম্পতি প্রসঙ্গত যার বাড়িতে এই দম্পতি থাকেন সেই গিয়াসউদ্দিন গাজী পঞ্চায়েতের এন.আর.ই.জি.এস প্রকল্পের সুপারভাইজার সুত্র মারফ পাওয়া নথিপত্র অনুযায়ী দুই দেশের ভোটার কার্ড আছে উক্ত দম্পতিরএলাকার মানুষের জানান ২০১৯ সালে আকবর আলী গাজী ও তার স্ত্রী- ফারহানা গাজী ভারতে চলে আসে এবং হাসনাবাদের মাখালগাছা অঞ্চলে গিয়াস উদ্দিন গাজীর বাড়িতে বসবাস করতে থাকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কথায় তিনি পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর বহুবার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি এলাকার মানুষ সহ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও চাইছেন যে-আজগর আলী গাজী এবং তার স্ত্রী ভারত থেকে নিজেদের দেশে চলে যাক এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক। গিয়াস উদ্দিন গাজী বলেন- কাকা হিসাবে সে ভইপোর বাতিতে ছিলো, এদেশে তাদের বাবার জমিজায়গা আছেতার কথায় আইন সম্পর্কে অতটা অবহিত তিনি নন..

স্কুলের পার্শ্ব শিক্ষিকাকে প্রধান শিক্ষককের হেনস্তার অভিযোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি,২৯ জুলাই ঃ স্কুলের শিক্ষিকাকে ক্লাসরুমে আটকে হেনস্থার অভিযোগ কুলতলিতে। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। বারুইপুরের বাসিন্দা এক শিক্ষিকাকে আটকে রেখে হেনস্থার অভিযোগ উঠলো এবার সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের উপর।ওই শিক্ষিকা ওই স্কুলে প্যারা টিচার হিসেবে কাজ করেন। কাজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ মাইতির বিরোধ চলছিল।সপ্তাহখানেক আগে কুলতলির নলড়া ৬ নম্বর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ওই পার্শ্ব শিক্ষিকাকে স্কুলেরই একটি ঘরে আটকে রেখে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে।আর এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন তিনি। রাজ্য পার্শ্ব শিক্ষক সমন্বয় সমিতি এই ঘটনার তদন্তের দাবি করেছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সব মহলে স্পিড পোস্ট এবং ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন বারুইপুরের বাসিঃদা ওই পার্শ্ব শিক্ষিকা।বারুইপুর থানায় ডায়েরি ও করেছেন তিনি।পুলিশের তরফে শিক্ষিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে।ওই শিক্ষিকা বলেন, স্কুলে যেতে ভয় করছে। যাতে নিরাপদে কাজটা করতে পারি, প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করুক।বারুইপুর জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন,ওই শিক্ষিকার হেনস্থার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে, ওই শিক্ষিকা দিনের পর দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন, এই অভিযোগ তুলে অভিভাবকদের একাংশ কুলতলি থানায় আগেই গণ প্রতিবাদপত্র জমা দিয়েছিলেন।তবে ওই শিক্ষিকার অবশ্য দাবি, পার্শ্ব শিক্ষিকা হিসাবে যেটুকু কাজ করার কথা, তা তিনি করেন।এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গণেশ চঃদ্র মণ্ডল বলেন, উনি যদি নিয়মিত স্কুলে আসেন এবং কাজ করেন, নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রশাসন অবশ্যই নেবে।তবে এই অভিযোগ নিয়ে প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ মাইতি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, স্কুলের পঠনপাঠনের কী ভাবে আরও উন্নতি হয়, সেটাই আমার লক্ষ্য।এ ছা।। আমি কিছু মন্তব্য করতে পারবো না।

ফুটবল সহ খেলার সরঞ্জাম প্রদান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাইঃ মোহনবাগান দিবস পালন হাওড়ার ডুমুরজলা মোহনবাগান ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, ফুটবল সহ খেলার সরঞ্জাম প্রদান বিভিন্ন ক্লাব সহ হাওড়ার চারটি জুনিয়র ফুটবল ক্যাম্পের ১৫ জন খেলোয়াড়কে। ২৯শে জুলাই, মোহনবাগান দিবস সাড়ম্বরে পালিত হলো হাওড়াতেও। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার ডুমুরজলা মোহনবাগান ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগেও মোহনবাগান দিবস উদযাপন করা হয়। মোহনবাগানের পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন ফুটবলার এবং বর্তমান ফুটবল প্রশিক্ষক জহর দাস। তৃতীয় বর্ষের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, মোহনবাগান ক্লাবের হকি সচিব শ্যামল মিত্র প্রমুখ।

জমা জলে ভাসছে গোটা এলাকা, প্রতিবাদে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ প্রদর্শন ডোমজুড়ের মাকড়দহে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুলাইঃ বৃষ্টির জমা জলে ভাসছে গোটা এলাকা, প্রতিবাদে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ প্রদর্শন ডোমজুড়ের মাকড়দহে। অভিযোগ, বর্ষার শুরুতেই হাওড়ার মাকড়দহ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। এমনকি, এলাকার বিভিন্ন বাড়িতেও জল ঢুকেছে। জলমগ্ন হয়ে রয়েছে গোটা রাস্তাঘাট। স্থানীয় মানুষ চরম সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার মাকড়দহ - ১ নম্বর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিজেপির তরফ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই সমস্যা চলে আসছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত কোনও সমস্যা সমাধানে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। প্রত্যেক বাড়িতে জল ঢুকেছে। জলমগ্ন এলাকার মানুষকে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা আজকে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে প্রতীকী বিক্ষোভ করলাম। সমস্যার সমাধান না হলে আমরা স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিডিও অফিস ঘেরাও করব এবং ডেপুটেশন দেব।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-49/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of ceiling fans for the replacement of old ceiling fans at the common passages of different floors of SS Hogg Market New Complex under KMC.** Estimate Amount : ₹ **3,06,976.37.** Earnest Money: ₹ **6,200.00.** Period of Completion : **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-39/25-26 (1st Call)
Name of work : **Comprehensive Annual Maintenance of different types of water cooler at HUDCO Building and IT Building under KMC.** Estimate Amount : ₹ **4,53,780.96.** Earnest Money: ₹ **9,100.00.** Period of Completion : **365 days.** Last date and time of submission of BID : **11.08.2025 up to 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **31.07.2025** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : LTG/XIV/31/25-26/128/R3
Name of work : **Renovation and other works of street lighting system at Mondal Para Road, Gula Para Road and other area in Ward No.-128, Br.-XIV.** Estimated Amount : ₹ **2,57,880.00.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion : **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.08.2025 (11 a.m.).** Bid opening date for technical proposal (online): **07.08.2025 (3 p.m.).** The Bid forms and other details are available on and from **29.07.2025 (4 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : KMC/LTGV/115/25-26/PC2 (1st Call)
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Sabuj Deep(RRM Roy Rd), Karunamoye Ghat Rd., Madhusudhan Park and surrounding water logging areas in Ward No. 115.** Estimated Amount : ₹ **4,59,280.33.** Earnest Money: ₹ **9,190.00.** Period of Completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTGV/115/25-26/S2 (1st Call)
Name of work : **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED street light fittings at Panchanantala Rd. by Lane, Banamali Banerjee Rd. bye Lane and other different areas in Ward No. 115.** Estimated Amount : ₹ **3,50,940.13.** Earnest Money: ₹ **7,020.00.** Period of Completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTGV/122/25-26/L2 (1st Call)
Name of work : **Improvement of existing street lighting system by installing of LED light fittings against old light fittings at Nilachal, Swagatam Park, Dinesher Goli and other areas in Ward No. 122, Br-XIII, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,30,675.85.** Earnest Money: ₹ **8,620.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and time of submission of Bid : **08.08.2025 (4 p.m.).** (for Sl. No. 2 to 4). Bid opening date for technical proposal: **11.08.2025 (11 a.m.).** (for Sl. No. 2 to 4).

(5) NIT No. : LTG/XIV/12/25-26/127
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at Sarsuna Main Road, Ho-Chi-Minh Sarani, Jadab Ghosh Road, lane by lane and other places in Ward No. 127 under Br-XIV.** Estimated Amount : ₹ **4,82,003.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No. : LTG/XIV/7/25-26/121
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at Bamacharan Roy Road, Biren Roy Road, Hindustan Park, Bye Lane and other places in Ward No. 121 under Br.-XIV.** Estimated Amount : ₹ **4,79,148.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and time of submission of Bid : **07.08.2025 at 4 p.m.** (for Sl. No. 5 & 6). Bid opening date for technical proposals (Online): **08.08.2025 a 1 p.m.** (for Sl. No. 5 & 6).

(7) NIT No. : KMC/LTGV/119/24-25/IS (1st Call)
Name of work : **Improvement of lighting system by installing LED fittings at Madhab Halder Road, KC Road, SN Roy Road, Shil Thakur Bari Road and surrounding areas in Ward No. 119.** Estimated Amount : ₹ **4,97,480.17.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTGV/119/25-26/DF1 (1st Call)
Name of work : **Improvement of Street lighting system by installing decorative fittings in place of damaged fittings at S N Chatterjee Road, JK Pal Road and other areas in Ward No. 119, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,95,312.08.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTGV/119/25-26/BPI (1st Call)
Name of work : **Improvement of Street lighting system at Barik Para Road and by lanes in Ward no. 119 under Borough-XIII.** Estimated Amount : ₹ **3,99,333.95.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(10) NIT No. : KMC/LTGV/120/25-26/BG (1st Call)
Name of work : **Improvement of Street lighting system by installing LED decorative post top fittings at Behala Gardens, (Satyen Roy Road) and surrounding areas in Ward No. 120.** Estimated Amount : ₹ **4,68,534.19.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(11) NIT No. : KMC/LTGV/120/25-26/LI1 (1st Call)
Name of work : **Improvement of Street lighting system by installing new LED street light fittings at Satyen Roy Road and Satyen Roy Road Branch Road, Sisir Bagan Road, Nafar Chandra Das Road and surrounding areas in Ward No. 120.** Estimated Amount : ₹ **4,77,776.68.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(12) NIT No. : KMC/LTGV/120/25-26/LP1 (1st Call)
Name of work : **Improvement of Street lighting system by installing LED decorative post top fittings at Khirishtala Park, Nivedita Sishu Udyan and other different Parks in Ward No.-120.** Estimated Amount : ₹ **4,71,071.07.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(13) NIT No. : KMC/LTGV/120/25-26/PS1 (1st Call)
Name of work : **Improvement of Park lighting system by installing LED post top fittings at Amrakajan Park (Bamacharan Roy Road) & Rabindra Sishu Udyan at Nalapukur Lane and Park surrounding areas in Ward No.-120.** Estimated Amount : ₹ **4,58,024.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **40 days.**

(14) NIT No. : KMC/LTGV/130/25-26/SSH/RE (1st Call)
Name of work : **Urgent repairing and renovation of indoor and outdoor lighting system at Sarat Sadan Hall in Ward No.-130 under Br.-XIV.** Estimated Amount : ₹ **4,85,157.54.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(15) NIT No. : KMC/LTG/XIV/86/25-26/SSU (1st Call)
Name of work: **Repairing and renovation of the electrical wiring system at SSU Building in Ward No.-130.** Estimated Amount: ₹ **4,53,519.62.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(16) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/DM (1st Call)
Name of work : **Installation of mini mast at Agrasi Math, Dhopir Math, Senhati Colony and other areas in Ward No.-116.** Estimated Amount: ₹ **3,38,396.86.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(17) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/DM (1st Call)
Name of work : **Installation of mini mast at Power House, Chanditala and other areas in Ward No.-117.** Estimated Amount : ₹ **3,43,891.26.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(18) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/D3 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at Surkimill, Tal Tala Goli, Ghol Para and other important places in Ward No.-116, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,88,482.29.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(19) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/D3 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at Ramswarup Khety Road, Haridas Daw Road and other important places in Ward No.-117, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,93,072.30.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(20) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/D4 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at Dhopir Math, Arya Pally, Tara Park and other important places in Ward No.-116, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,83,643.37.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(21) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/D4 (1st Call)
Name of work : **Installation of energy efficient light fittings in place of existing damaged LED light fittings at P. K. Chandra Lane, Ram Saran Poddar Lane and other important places in Ward No.-117, Br.-XIII, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,90,661.08.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(22) NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/DB1 (1st Call)
Name of work : **Installation of street lighting installation by installing a few nos. of energy efficient LED light fittings at Wool Mill, Bustee, Japan Ghat Bustee and Bustee surrounding areas in Ward No.-116.** Estimated Amount : ₹ **4,99,684.54.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **60 days.**

(23) NIT No. : KMC/LTGV/117/25-26/DB1 (1st Call)
Name of work : **Installation of street lighting installation by installing a few nos. of energy efficient LED light fittings at Malakar Para Bustee, Canel Road Bustee and Bustee surounding areas in Ward No.-117.** Estimated Amount : ₹ **4,99,471.12.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **60 days.** Last Date and time of submission of Bid : **12.08.2025 (4 p.m.)** (for Sl. No. 7 to 23). The Bid forms and other details are available on and from **29.07.2025 (4 p.m.).** (for Sl. No. 12to 23). The website **https:// etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 to 23).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/333/JL3/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system from State Bank Park to Gandhi Road Crossing at James Long Sarani under Br.-XVI.** Estimated Amount : ₹ **4,88,674.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion : **21 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/21/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of street lighting system by high mast pole with LED luminaries at Purbachal More in Ward No.-124, KMC.** Estimated Amount : ₹ **4,99,612.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/22/25-26 (1st Call)
Name of work : **Development of street lighting system by mini mast pole with LED luminaries Barobagan More and Majhipara D.M. Hospital More or James Long Sarani in Ward No.-124, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,99,884.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/18/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Kalua Mondal Para, Paul Para and other different areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: ₹ **4,89,732.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion : **24 days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/19/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system at Satyen Park, Nabapally and other different areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: ₹ **4,79,598.00.** Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of Completion : **15 days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/333/JL4/25-26 (1st Call)
Name of work : **Improvement of street lighting system from Sakher Bazar to Ramchandra Pally at James Long Sarani under Br.-XVI.** Estimated Amount: ₹ **4,89,093.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion : **21 days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/123/22/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and replacement works of electrical system and other electrical accessories for Ground floor, First Floor and outdoor electrical system of Abahan Community Hall in Ward No.-123.** Estimated Amount: ₹ **4,28,523.00.** Earnest Money: ₹ **8,600.00.** Period of Completion : **21 days.**

(8) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/333/TSRY/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and replacement works of electrical system and other electrical accessories for Sakherbazar underground Treasury Office under KMC Borough XVI.** Estimated Amount: ₹ **3,85,101.00.** Earnest Money: ₹ **7,800.00.** Period of Completion : **21 days.** Last date and time of submission of BID : **09.08.2025 – 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 8). Date and time of tender opening for Techncal purpose: **11.08.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 8). The bid forms and other details are available on and from **30.07.2025 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 8). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8). **(765/25-26)**

ঝড়খালির রাস্তা জুড়ে লাগানো হয়েছে মেহগনির চারা

দুরন্ত বার্তা, ২৯ জুলাইঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও ১৪ থেকে ২১শে জুলাই সপ্তাহে গোটা রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনমহৎসব পালিত হয়। রবিবার সকালে সুমনা এন্ড ফ্রেন্ডস নামে কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই বনমহৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত শতাধিক মেহগনির চারা রোপণ করে সুন্দরবনের বুকে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ব্লক বাসন্তীর ঝড়খালি ৩ নং বিদ্যাসাগর পল্লীর বিদ্যাধরী নদী বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় কয়েক কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে দুধারে মেহগনির চারা রোপণ করা হয়। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন - আয়লা,আমপান, ইয়াস, বুলবুল থেকে শুরু করে রেমালের মতো সুপার সাইক্লোনের শিকার হতে হয়েছে সুন্দরবন-কে। বিশেষজ্ঞদের মতে এমনটা ঘটার মূল কারণ সুন্দরবনের গাছ কমে যাওয়া। সেকারণে দিনের পর দিন বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবও আরো বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার উপায় একটাই, যত বেশি সম্ভব গাছ লাগানো। তাই সুন্দরবনের মায়েদের সাথে নিয়ে গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুমনা এন্ড ফ্রেন্ডস । ইতিমধ্যে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করেছে এই সংগঠন। এই সংস্থার সদস্য রূপম দাস বলেন, পৃথিবীর অন্যতম জীববৈচিত্র্য -এর আঁতুড়ঘর হলো এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপ এই সুন্দরবন । আর এই সুন্দরবনের প্রকৃতিকে রক্ষা করতেই গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মা এবং ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের নিয়ে

আমাদের এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা।

দীর্ঘ দিন ধরেই এই কাজটি আমরা করে আসছি। সংগঠনের চেয়ারম্যান সুমনা সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের সংগঠন শুধু বৃক্ষরোপণই নয়, আগামীতে সেই গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও সচেষ্ট থাকে সবসময়। তাই এবারেও বিদ্যাধরী নদীর বাঁধ-সংলগ্ন এলাকায় চারারোপণের পর, গাছগুলোকে বাঁচাতে এই দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে আমাদের সংস্থার তরফ থেকে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে অঞ্চলের কোনো তৃণভোজী প্রাণী চারাগুলোর কোনো ক্ষতি না করতে পারে। আমাদের সংস্থার আরণ্যক প্রজেক্ট রূপায়ণ করাই হয়েছে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নকল্পে। আমাদের এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য, সুন্দরবনের প্রকৃতিকে পুনরায় সৃজন আর একইসাথে, ওই অঞ্চলের টাইগার-অ্যাফলিক্টেড পরিবারের অসহায় মায়েদের কিচেন গার্ডেন, ইন্টিগ্রাটেড ফার্মিং ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলা।

প্রিমিয়ার ফিল্মস্ নিবেদিত অশোক গুপ্তা প্রযোজিত 'রেশন কার্ড' এর পোস্টার লঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ অতীতে কোন এক সময় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সোনা নয়, বন্ধক নেওয়া হয় রেশন কার্ডও নামাঙ্কিত এক খবরকে আধার করে নির্মিত হয়েছে বাংলা কাহিনীচিত্র 'রেশন কার্ড'কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রেশন কার্ড ছবির পোস্টার লঞ্চ২০০৮এর কাল্পনিক গল্প অবলম্বনে তৈরি এই ছবিরগল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আমাদের রাজ্যে কোন এক জায়গায় খেটে খাওয়া পরিবার যাদের তেল আনতে পান্তা ফুরায় সেরকম কিছু পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী উদাহরণ স্বরূপ কোন পরিবারের মেয়ের বিয়ের জন্য বা অন্য কোন দরকারী কাজের জন্য রেশনকার্ড বন্ধক রাখে কিছু টাকার বিনিময়ে সেই গ্রামের মাতব্বর বা ক্ষমতাশালী লোকের কাছে এই শর্তে যতদিন টাকা শোধ করতে পারছে ততদিন রেশনকার্ড পাবে না, এবং রেশন কার্ডের বিনিময়ে রেশনকার্ডের কোন মালপত্র পাবে না এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজন প্রতিবাদিনী এগিয়ে আসে প্রতিকারের জন্য কারণ সেও এই রেশন কার্ড বন্ধকের চক্করে পড়ে গিয়েছিল কথায় আছে- দুষ্টের দমন, সৃষ্টের পালন ঐ প্রতিবাদী মহিলা গল্পের শেষে নিজের হাতেই গ্রামে শান্তি ফেরানোর অস্ত্র তুলে নেয় বাকিটা দেখার জন্য শহরের অথবা গ্রামের প্রেক্ষাগৃহে দেখতে হবেপ্রিমিয়ার ফিল্মস্ প্রোডাক্সন্স নিবেদিত ,অশোক গুপ্তা প্রযোজিত,২০০৮-এর কাল্পনিক গল্প রেশন কার্ডকাহিনী চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ জয়ন্ত উপাধ্যায় পরিচালনাচিত্রনাট্য দেবজয় ব্যানার্জী।। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন বাপ্পুল বোস ও কুন্দন সাহাগীতিকার দেব প্রসাদ চক্রবর্তী ও স্মরণজিত্ ব্যানার্জী কন্ঠশিল্পী বাপ্পুল সুপ্রিয় অন্বেষা দত্ত গুপ্ত,জোজো ও শ্রেষ্ঠা দাশগুপ্ত চিত্রগ্রহণে পার্থ রক্ষিত ও উজ্জ্বল মুখার্জীএই ছবিতে অভিনয় করেছেন সুদীপ মুখার্জী ,ভাস্কর ব্যানার্জী ,অনামিকা সাহা পিয়া দাস মেঘনা হালদার ছন্দা চ্যাটার্জী, নিমাই ব্যানার্জী মুম্বাই খ্যাত আলি খান ও নবাগতা সমৃদ্ধা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরাছবিটি কলকাতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তি পাবে খুব শীঘ্রই জানিয়েছেন পরিচালক জয়ন্ত উপাধ্যায়

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৯, বুধবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২

হাওড়ার আলামোহন দাশ

কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায়,অলিতে, গলিতে মায়ের হাতে ভাজা মুড়ি বিক্রি করতেন। সেই মুড়ি বিক্রি করতে গিয়ে লোকের বাড়ির বারান্দায় বসেছেন, গলাধাক্কাও খেয়েছেন। তারপর সেই মানুষ নিজের পরিশ্রম আর নিষ্ঠার জোরে একদিন হয়ে উঠলেন বিখ্যাত শিল্পপতি, তিনি আলামোহন দাশ একমাত্র বাঙালি শিল্পপতি যাঁর নামে একটা আস্ত শহর গড়ে উঠেছে,হাওড়ার দাশনগর। নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছিলেন একের পর এক কারখানা। জুট মিল, চিনির কারখানা, ওষুধ কোম্পানি, কটন মিল, কী করলেন না? ভারত জুট মিল,দাশ মেশিনারি, এশিয়া ড্রাগ কোম্পানি,গঙ্গেট ইন্ডিয়ান স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি,আরতি কটন মিল সহ অনেক নামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার নাম আলামোহন দাশ।প্রায় একশ বছর আগে তিনি তৈরি করেছিলেন কর্মসংস্থানের সুযোগ। তিনিই তো প্রকৃত অর্থে শিল্পপতি, দাশনগরের প্রতিষ্ঠাতা। আলামোহন কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন সুরেন্দ্র মোহন। প্রশ্ন হল কিভাবে আলামোহন দাস তার এই নাম পেলেন! আমতা থানার অন্তর্গত খিলা-বারুইপুর গ্রামে সুরেন্দ্র মোহন দাস এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন মাত্র দুই, তখন তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্থানীয় কবিরাজ তাঁকে সুস্থ করতে পারেননি। অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয় এবং একদিন আত্মীয়রা ছোট্ট শিশুটিকে মৃত ভেবে শ্মশানে নিয়ে যায় কিন্তু তাঁর ছোট মামা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে সুরেন্দ্র মোহনের চোখের পাতা নড়ছে, জীবনের লক্ষণ দেখাচ্ছে এবং শিশুটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বৃদ্ধ দাদীসহ সবাই শিশুটিকে 'এলা চেলে' (প্রাণহীন ছেলে) বলে ডাকতে লাগলেন। নামটি পরে আলা হয় এবং সুরেন্দ্র মোহন হয় আলামোহন। এই ঘটনাকে মিরাকেল ছাড়া আর কি বলবেন! মারণ রোগ কালাজ্বরের প্রতিষেধক ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করে স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শুধু ওষুধ আবিষ্কার করলেই সেটি রোগীর কাছে পৌঁছয়না। মেশিনে মাপ মত বড়ি কেটে প্যাকিং দরকার। সেই মেশিন বিদেশ থেকে আনতে হবে ততদিন বহু মানুষ মারা যাবেন। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আলামোহন দাশের শরণাপন্ন হলেন, আলামোহন নিজের কারখানায় বাঙালি কারিগরদের দিয়ে ওষুধের বড়ি কাটা ও প্যাকিংয়ের মেশিন তৈরি করে দিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় অবাক হয়ে গেলেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি এত কম সময়ে এদেশের একজন মানুষ এত কম সময়ে বিদেশের থেকেও ভাল মানের মেশিন তৈরি করতে পারে। এরপর আসল বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্য । এগিয়ে এসে উপেন্দ্রনাথ আলামোহনকে তাঁর কর্মক্ষমতার জন্য। ধন্যবাদ দিলেন। তখন আলামোহন বললেন তাঁর বাড়ির বারান্দায় তিনি মুড়ি বেচতেন, সামনের স্কুলের ছেলেরা সেই মুড়ি কিনত।ওই বাড়ির বারান্দায় বসার অপরাধে দারোয়ান তাঁকে গলাধাক্কাও দিয়ে বেরও করে দেয়।এসব শুনে স্যার উপেন্দ্রনাথের চোখে জল ওদিকে আলামোহনও স্যার উপেন্দ্রনাথের হাতে মেশিন তুলে দিয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের বাঙালি বিজ্ঞান সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আলামোহন সম্পর্কে বলেছেন আমার বিশ্বাস আমার দেশবাসীগণ আলামোহন দাশের নাম শুনিয়াছেন।

উত্তম কুমারের 'না'

মহানায়ক বললেন, অ্যাবসার্ড কিছুতেই আমি অভিনয় করব না। ছবির স্বর্ণযুগের আরেক নায়িকা সন্ধ্যা রায় বলেছেন, 'মায়ামৃগ' ছবির ফ্লোরে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বা উত্তম-দর্শন বলা যেতে পারে। ব্যক্তিজীবনে আমি নিজেকে উত্তমদার অসংখ্য ভক্তের অন্যতম বলে মনে করি। যদিও আমি নিজে অভিনেত্রী, তবুও তো রক্ত-মাংসে-অনুভূতিতে গড়া এক মানুষ। উত্তমদার সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন পরিচালক চিত্ত বসু। মুখে সেই পর্দায় দেখা ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, 'দেখ সন্ধ্যা, আমরা একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, অথচ আলাপ হল এতদিন বাদে।' এরপর আমার অভিনীত কিছু কিছু চরিত্রের নানারকম প্রশংসা করে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে পাশে বসতে বললেন। বসব কি। তখন যে আমি উত্তমকুমার দর্শনের ঘোরে আচ্ছন্ন। ভাবছি যাঁকে দেখছি, সেকি রূপোলি-পর্দার দর্শক-হৃদয় মাতাল করা সেই মহানায়ক, না রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ উত্তমকুমার। উনি আমার মানসিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছিলেন। হঠাৎ 'সন্ধ্যা কি হল' বলে আমায় এমনভাবে কাছে টেনে বসালেন, মনে হল উনি যেন আমার কত না আপনজন। ভাবলে আমার আজও অবাক লাগে, অপরকে দ্রুত আপন করে নেওয়ার কি প্রচণ্ড ক্ষমতা। এত যাঁর নাম-ডাক, তাঁর কিনা নেই এতটুকুও অহংকার। 'মায়ামৃগ'-র পর উত্তমদার সঙ্গে আমি 'ভ্রান্তিবিলাস', 'তিন অধ্যায়', 'রাজাসাহেব', 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে কাজ করলেও উত্তমদার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে মিরিক পাহাড়ে 'ধনরাজ তামাং' ছবির আউটডোরে। আকাশ মন্দ থাকায় প্রথম তিনদিন শুটিং হয়নি। আকাশ যেদিন বলল, নাও, এবার শুটিং করো তখন উত্তমদা বললেন, 'না, শুটিং করব না। আমার মুড নেই।' পরিচালক পীযূষ বসু ছুটে এলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? উত্তমদা মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। কিছু বললেন না, তবে সারা মুখ-চোখে একটা কেমন যেন উত্তেজনা। ব্যক্তিজীবনে উনি পীযূষবাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হয়তো তাই পীযূষবাবুর কথা ভেবে উনি মেকআপ নিতে গেলেন। যাইহোক, সেইসঙ্গে আমরাও চিন্তামুক্ত হলাম। শুটিং শুরুর তোড়জোড় করতে পীযূষবাবু ছুটলেন। উত্তমদা আর আমি একই জায়গায় মেকআপ নিচ্ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনও কথা না হলেও শেষ পর্যন্ত শুটিং হয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মাতৃশক্তিই মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকেন। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। ধর্ম মানুষকে আঘাত করে যখন এর অপব্যবহার করা হয়। জীবন ধর্ম চাই

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

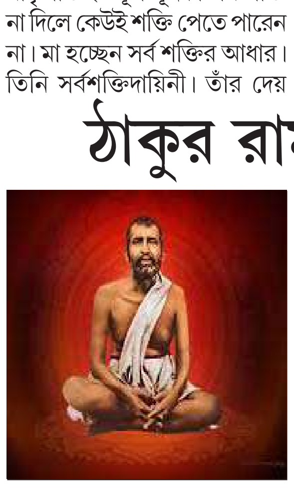

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিদাত্রী হচ্ছেন মা।

কলকাতার পিজি হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারির প্রতিষ্ঠা ডাক্তার মুরারী মোহন

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার উপকণ্ঠে আধা শহর চুঁচুড়া। সেখানে বাইশ-তেইশের এক মা কোলে বছর দেড়েক শিশুকে নিয়ে রিকশা ধরার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। ফুটফুটে বাচ্চাটির ঠোঁটদুটো কাটা। ঠোঁটের মাঝের অংশ থেকে একটি মাংসখণ্ড বের হয়ে হাতির শুঁড়ের

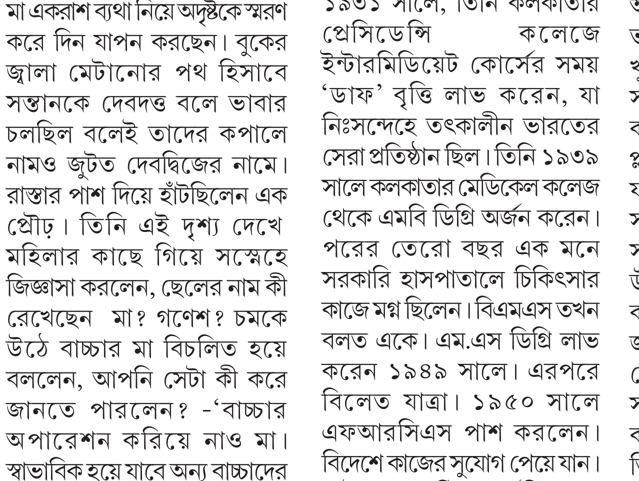

মতো দেখতে লাগছে। ওই বাচ্চার মা একরাশ ব্যথা নিয়ে অদৃষ্টকে স্মরণ করে দিন যাপন করছেন। বুকের জ্বালা মেটানোর পথ হিসাবে সন্তানকে দেবদত্ত বলে ভাবার চলছিল বলেই তাদের কপালে নামও জুটত দেবদ্বিজের নামে। রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন এক প্রৌঢ়। তিনি এই দৃশ্য দেখে মহিলার কাছে গিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের নাম কী রেখেছেন মা? গণেশ? চমকে উঠে বাচ্চার মা বিচলিত হয়ে বললেন, আপনি সেটা কী করে জানতে পারলেন? -'বাচ্চার অপারেশন করিয়ে নাও মা। স্বাভাবিক হয়ে যাবে অন্য বাচ্চাদের মতো তোমার বাচ্চা। বাচ্চাকে পিজি হাসপাতালের আউটডোরে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো মা। সঙ্গে শাশুড়িকেও নিয়ে আসবে।' রাস্তায় পরিত্রাতা মানুষগুলির অনুভূতিগুলি অনুমান তাকে শব্দ দিয়ে বোঝা একেবারে অসম্ভব। এই রকম কত অবাক করার কাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন ডাক্তার মুরারী মোহন মুখার্জি। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারির ভিত গাঁথা থেকে শুরু করে সৌধ নির্মাণ করতে বহু চিকিৎসককে জড়ো করেছিলেন মুরারী মোহন মুখার্জি। অজিত বসু, নলিনী কোনার, মণি ছেত্রী, চুনীলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চিকিৎসকদের নিয়ে পিজি হাসপাতালের সংস্কার করেছেন তিনি।

মুরারি মোহন মুখার্জি ১৯১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিহারের ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃপরিচয় সূত্রে তিনি মহান সাহিত্যিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তবে তাঁর জন্মস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। জেলা বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর, ১৯৩১ সালে, তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের সময় 'ডাফ' বৃত্তি লাভ করেন, যা নিঃসন্দেহে তৎকালীন ভারতের সেরা প্রতিষ্ঠান ছিল। তিনি ১৯৩৯ সালে কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে এমবি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরের তেরো বছর তিনি এক মনে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার কাজে মগ্ন ছিলেন। বিএমএস তখন বলত একে। এম.এস ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৪৯ সালে। এরপরে বিলেত যাত্রা। ১৯৫০ সালে এফআরসিএস পাশ করলেন। বিদেশে কাজের সুযোগ পেয়ে যান। সেই সময়ে প্লাস্টিক সার্জারির প্রবাদ পুরুষ স্যার হ্যারল্ড গিলস এবং অন্যান্যদের সঙ্গে থেকে প্লাস্টিক সার্জারি চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৯৫১ সালে কলকাতায় ফেরেন। ১৯৫২ সালে পিজি হাসপাতালের প্রথমে আরএমও। তারপরে ধীরে ধীরে সব কিছু হয়েছিলেন তিনি।

পিজি হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ আলাদাভাবে তৈরি হয় ১৯৫৪ সালে, তা পূর্ণতা লাভ করে ১৯৫৬ সালে যখন পিজি হাসপাতাল রূপান্তরিত হয় আইপিজিএমই অ্যাণ্ড আর-এ। আইপিজিএমইআর-এর প্লাস্টিক সার্জারির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল ছিলেন হাসপাতালের সার্জন সুপারিন্টেন্ডট এবং আইপিজিএমইআর-এর ডিরেক্টর। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করলেও তিনি রোগী দেখা বন্ধ করেননি। জিপি হাসপাতালে তৈরি করেছেন 'বার্ন ইউনিট'। হাসাপাতালকে রোগীর সন্নিবিষ্ট করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে টয়লেটে জলের জোগান ঠিক রকম হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার জন্য কর্মী নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সময়ে চালু করা হয়েছিল রোগীর পরিজনদের সঙ্গে চিকিৎসকদের কথা বলার বিধিবদ্ধ নিয়ম। তাঁর কর্মজীবনে ১১টি স্বর্ণ এবং আটটি রৌপ্য পদক ছিল। পরবর্তী ১৩ বছর তিনি সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা থেকে জেনারেল সার্জারিতে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী দুই বছর স্যার হ্যারল্ড গিলিস, এবি ওয়েলস এবং কিলনারের সাথে ইংল্যান্ডে কাটিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড এবং এডিনবার্গ থেকে এফআরসিএস সম্পন্ন করেন।

তাঁর খ্যাতি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিধান চন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণে বহুদূরে পৌঁছে যায়। পণ্ডিত নেহেরু এবং অস্ট্রেলিয়ার অধ্যাপক বেঞ্জামিন র‍্যাঙ্কের সম্পর্ক ভালো ছিল। তিনি গণিতের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং ধাঁধা এবং সমস্যা সমাধান করতে পছন্দ করতেন। তাঁর এই স্বভাবই তাঁকে প্লাস্টিক সার্জারির দিকে ঠেলে দেয়, যাকে এখন সমস্যা সমাধানের সার্জারি বলা হয়। তিনি বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের দেখে উত্তেজিত হতেন যা তাঁর কল্পনাশক্তি এবং বৌদ্ধিক তৃপ্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। এর সাথে যোগ হয়েছিল রোগীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি; তিনি সর্বদা বিশ্বাস করতেন যে কিছু করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন শৃঙ্খলা, পরিশ্রম এবং ধৈর্যের প্রতীক। তাঁর সময়সূচী যতই কঠোর হোক না কেন, সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে তিনি বলতেন, আমার মনোযোগের অভাব বা অবহেলার কারণে রোগীর কোনও ক্ষতি না হয়। দিনে ৮ থেকে ১০টি অস্ত্রোপচার করা সত্ত্বেও, তিনি সর্বদা অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং তাঁর মুখে হাসি ছিল। তাঁর অনুশীলন খুব ব্যস্ত ছিল, তবুও তিনি সর্বদা সময়মতো হাসপাতালে প্রবেশ করতেন, প্রতিদিন তাঁর হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাঁর দিনের ব্যক্তিগত অনুশীলন শেষ হওয়ার পরে সন্ধ্যায় সর্বদা সরকারি হাসপাতালের অস্ত্রোপচারিত রোগীদের দেখতে যেতেন। সকল রোগীর সাথে সমানভাবে আচরণ করা হত, তা সে বেসরকারি, সরকারি বা ট্রাস্ট হাসপাতালেই হোক।

প্লাস্টিক সার্জারির এমন একটিও সমসাময়িক বিষয় ছিল না যেখানে তিনি পারদর্শী ছিলেন না এবং সর্বদা নতুন পরিচিত অস্ত্রোপচারগুলিও সূক্ষ্মতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতেন। ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে তার উপস্থাপনা, ক্লেফট ক্রাফটে রেফারেন্স এবং 'ক্লিনিক্স ইন প্লাস্টিক সার্জারি'-এ আমন্ত্রিত প্রবন্ধগুলি তার একাডেমিক অবদান। প্লাস্টিক সার্জারিতে কোনও অস্ত্রোপচারকে তিনি কখনও কঠিন মনে করতেন না এবং শেষ পর্যন্ত অপারেশনের পরিকল্পনা করার জন্য বিস্তারিতভাবে মনোযোগ দিতেন যাতে তিনি অপারেশন শুরু হওয়ার আগেই মানসিকভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। যাইহোক, পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও, দ্রুত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মাথায় আসে। এমনই এক পরিস্থিতিতে যখন কার্সিনোমা গালের অনকোলজিকাল রিসেকশনের সময় গালের ত্রুটির জন্য দ্রুত বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল, তখন তিনি ভেতরের আস্তরণের জন্য জিভ ফ্ল্যাপের পরিকল্পনা করেছিলেন - একটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত কিন্তু কতটা সমীচীন! একইভাবে ক্লে প্যালাটোপ্লাস্টির জন্য মুখের মিউকোসাল ফ্ল্যাপের জন্ম, যা তখন গালের ফ্ল্যাপ নামে পরিচিত ছিল। এত বছর পর, আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটি প্রাপ্যের চেয়ে অনেক কম ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ইউনিট/বিভাগের প্রধান এবং একজন এমিরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। অতিরিক্তভাবে 'আইপিজিএমইআর'-এর সার্জন সুপারিনটেনডেন্ট এবং পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব সত্ত্বেও তাঁর সার্জারি কাজে কোনও ঘাটতি ছিল না।

একজন সার্জন সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তিনি রোগীদের যত্ন, কর্মীদের কর্মপরিবেশের উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন, যার মধ্যে ছিল তাদের ক্লাব গঠন, জনসংযোগ ব্যবস্থা এবং খোলা ট্রলির পরিবর্তে মৃতদেহ পরিবহনের জন্য যানবাহনে আচ্ছাদিত পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। মৃতদের আত্মীয়দের জন্য তাদের ধর্ম অনুসারে প্রার্থনার জন্য একটি স্থানও ছিল।

একজন প্রতিষ্ঠিত প্লাস্টিক সার্জন হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁর জনহিতকর স্বভাব এবং শিকড়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল, যখন তিনি জন্মস্থানে ছিলেন। সাধারণের চিকিৎসা করে গিয়েছেন

বাংলা গানের কথাকার শ্যামল গুপ্ত এখনও অমর

বিশেষ প্রতিবেদক

আধুনিক বাংলা গানের একটি মাইলফলক বলা যায় এই গানকে। বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক গানগুলির মধ্যে একটি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে, শ্যামল গুপ্ত এ গান সন্ধ্যাকে ভেবে লিখে ছিলেন। গানটি লেখা হয় ১৯৫৭ সালে। গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গীতিকার শ্যামল গুপ্তের বিয়ে হয় ১৯৬৬ সালের ১০ মার্চ। তার আগে চলেছে দীর্ঘ প্রেমপর্ব। ফলে মানবেন্দ্র নিশ্চিত ছিলেন, শ্যামল এ গান লিখে ছিলেন সন্ধ্যাকে উদ্দেশ্য করেই। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সে গান কিংবদন্তী হয়ে আছে। 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। নিজের প্রেমিকার জন্য লেখা গানই প্রিয় বন্ধু মানবেন্দ্রকে দিয়ে গাইয়েছিলেন শ্যামল গুপ্ত। পরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতেও এমন আভাস পাওয়া যায়। আকাশবাণীতে মানবেন্দ্রর অনুষ্ঠানের ফাঁকে হঠাৎ করেই এ গান লিখে ফেলেন শ্যামলবাবু। রাত ৯টা নাগাদ রাগপ্রধান গানের লাইভ অনুষ্ঠান শেষ করে মানবেন্দ্র শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে গেলেন হাওয়া খেতে। পৌনে ১১টায় আধুনিক বাংলা গানের লাইভ অনুষ্ঠান। এর মাঝখানেই শ্যামল লিখে ফেললেন এই অসামান্য পদ্য। সুরও বসিয়ে ফেললেন মানবেন্দ্র। ১৯৫৭ সালের ৩০ জুলাই এক ঘণ্টারও কম সময়ে তৈরি হয়েছিল বাংলা আধুনিক গানের অবিস্মরণীয় এই সম্পদটি। সে বছর মানবেন্দ্রর পুজোর ক্যাসেটে গানটি যুক্ত হয়।

এ ছাড়াও আরও কত জনপ্রিয় গান যে শ্যামল গুপ্তের কলম থেকে বেরিয়েছিল তার হিসেব করা কঠিন। সারা জীবনে লিখেছেন প্রায় দু হাজার গান। তার মধ্যে রয়েছে পুজোর গান, আকাশবাণীর রম্যগীতি, রাগাশ্রয়ী গান, লঘু সংগীত এবং বাংলা ছায়াছবির জন্য লেখা গান। গত শতকের পাঁচের দশক থেকে আটের দশক পর্যন্ত বাংলা গানের জগতে যে ক'জন কথাকার দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, শ্যামল গুপ্ত সেই তালিকায় একেবারে শুরুর দিকেই থাকবেন। জগন্ময় মিত্র, যূথিকা রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সুপ্রীতি ঘোষ, ইলা বসু, গায়ত্রী বসু, বাণী ঘোষাল, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, উৎপলা সেন, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, পিন্টু ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল - কে না গেয়েছেন তাঁর কথায়? মানবেন্দ্রর কণ্ঠে 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি' ছাড়াও 'মেটেরিয়া মেডিকার কাব্য', মান্না দে-র কণ্ঠে 'ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে কতই খেলা', 'আমি আজ আকাশের মতো একেলা', জগন্ময় মিত্রে কণ্ঠে 'অন্তবিহীন নহে তো অন্ধকার/ কঠিন আঘাতে ভাঙিবে বন্ধ দ্বার', বা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কী হবে জীবনে তোমায় যদি পেলাম না'-র মতো গান এই প্রচণ্ড গতিময় সময়েও বাঙালিকে উদ্বেল করে। তাঁর কথায় এবং বাপ্পি লাহিড়ীর সুরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল জব্বার গেয়েছিলেন বিখ্যাত সেই গান 'হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে'।

শ্যামল গুপ্তর জন্ম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর বৃটিশ ভারতের কলকাতায়। তাঁর পিতামহ ও পিতা মুঙ্গের কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। শ্যামল গুপ্তর পড়াশোনা কলকাতায় স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার'স কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স সহ স্নাতক হন। স্নাতক হওয়ার পর প্রথমে মহারাষ্ট্রের পুণায় ভারত সরকারের মিলিটারি এক্সপ্লোসিভ ল্যাবরেটরিতে রসায়নাগরিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এক বৎসর বিজ্ঞাপনের কপি লেখার কাজ নেন। এরপর পুরোদস্তুর লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সঙ্গীত জীবনে তাঁর প্রথম আবির্ভাব গায়ক হিসাবে। কিন্তু অচিরেই নিজের জোরের জায়গা বুঝে নিয়ে গান লেখায় মনোনিবেশ করেন। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। গানের পাশপাশি কবিতা, গল্পও লিখেছেন। কিছু ছায়াছবির চিত্রনাট্যও লিখেছেন। তবে যাবতীয় খ্যাতি এসেছে গান লিখেই। একই সঙ্গে মরমী ও বলিষ্ঠ ভাষা এবং গভীর জীবনবোধ তাঁর গানকে কালজয়ী করেছে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। সন্ধ্যার পেশাগত সমস্ত কিছু তিনিই দেখতেন। সন্ধ্যা এ বিষয়ে পুরোপুরি নির্ভর করতেন তাঁর ওপর। আদ্যন্ত আদর্শবাদী এই মানুষটি সামাজিক জীবনে কোনও আপোসে রাজি ছিলেন না। এজন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অসূয়ার শিকার হতে হয়েছে তাঁকে এবং সন্ধ্যাকে।

অন্নপূর্ণা-রবি শংকরের জীবনী-ই সেলুলয়েডে ধরেছিলেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জি

বিশেষ প্রতিবেদক

ভালো সেতার বাজাতেন বলে স্ত্রীর আঙুল কেটে দিয়েছিলেন রবি শংকর! তাঁর সেতার থামলেও শিল্পীর অতীত কিন্তু পিছু ছাড়েনি। যদিও ধর্ম এবং মনুষত্ব বলে, পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাওয়া মানুষটি সব বিচারের উর্ধ্বে। কিন্তু সে মানুষটি-ই যদি যাওয়ার আগে

দাগ রেখে যান নিজের প্রতিভার, চলে যাওয়ার পরেও তাঁর ভালো-মন্দ নিয়ে কাঁটা-ছেড়া হবেই। জীবন থেকে ছুটি পেলেও জমে থাকা স্মৃতি ফিরিয়ে আনে সেই মানুষটিকে।

রবি শংকর নিঃসন্দেহে গুণী। শিল্প রসিকদের মতে, রবি দেবী সরস্বতীর বরপুত্র। কিন্তু দেবী স্বয়ং যখন তাঁর ঘরে ঠাঁই পেতে চেয়ে ছিলেন, রবি শংকর কিন্তু খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। দেবীকে শ্রদ্ধার আসনে না বসিয়ে, তাঁকে ভালো না বেসে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন মারাত্মক। শোনা কথা, সাধককে ছাপিয়ে যাওয়ার শাস্তি হিসেবে দেবীর আঙ্গুল কেটে দিয়েছিলেন!

বারাণসী থেকে ১৬০ কিমি দূরে মাইহারে অবস্থিত বাড়িটিকে আশপাশের পড়শী বলত সুরের বাড়ি। তার যুতসই কারণও ছিল। বাড়ির কর্তা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান। দেশের নানা প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে অগুন্তি ছেলে-মেয়ে সরোদ, সেতার শিখতে আসত। গুরুজির বড় মেয়েও ভীষণ ভালো সেতার বাজাতে পারতেন। গুরুজি নিজে হাতে তাঁকে তালিম দিয়েছিলেন। বড় ছেলে আলি আকবর সরোদের তালিম নিচ্ছেন বাবার কাছে। কিন্তু ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণার বেলায় গুরুজি আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত। সবার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিলেও ছোট মেয়েকে গান-বাজনার ধারেপাশে ঘেঁসতে দিতেন না একদম। কারণ, বাজনা শিখিয়েছিলেন বলে শ্বশুরবাড়িতে বড্ড গঞ্জনা, অপমান শুনতে হয়েছিল বড় মেয়েকে।

কিন্তু গুরুজির ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণা ছিলেন সুরের দেবীর সাক্ষাৎ আধার। তাই বাবা বাড়ি না থাকলেই তিনি দাদা আলি আকবর খাঁ'র চারপাশে ঘুরঘুর করতেন। দাদা ভুল করলে শুধরে দিয়ে বলতেন, 'ভাইয়া, বাবা নে এইসা নেহি, এইসা শিখায়া.' একদিন বাবার আড়ালে এভাবেই দাদার ভুল শোধ রাচ্ছিলেন। আচমকা বাবাকে সামনে দেখে থমকে গেলেন মেয়ে। গুরুজি দেখলেন, বড় অবহেলা করেছেন কোলের সন্তানের প্রতি। সেই অভাব মেটাতে এবার দ্বিগুণ আগ্রহ নিয়ে মেয়েকে শেখাতে বসলেন। প্রথমে রীতি মেনে ধ্রুপদ শেখালেন। তারপর সেতার তুলে দিলেন অন্নপূর্ণার হাতে।

১৯৪০-এ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের মাইহারের বাড়িতে সেতার শিখতে কলকাতা থেকে এলেন রবীন্দ্র শংকর চৌধুরি বা রবি শংকর। দাদা বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর। তাঁর ইচ্ছাতেই রবির সেতার শেখা। ওস্তাদজির এই নতুন ছাত্র তখন মাত্র ১৮। আর অন্নপূর্ণা? মাত্র ১৩! সেতার শেখার ফাঁকে রবি লক্ষ্য করতেন গুরু কন্যাকে। খুব লাজুক। খুব আকর্ষণীয়। বড়বড়, উজ্জ্বল দু'টি চোখ। ব্যস, ওই পর্যন্তই। বরং গুরুজির এই মেয়েকে নিয়ে বেশি উৎসাহিত ছিলেন দাদা উদয়। তাঁর ইচ্ছেতেই ১৯৪১-এর ১৫ মে সকালে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হন অন্নপূর্ণা। বিকেলে রবির সঙ্গে বিয়ে। বিয়ের আগে রবি শুধু এটুকুই জেনেছিলেন, এই বিয়েতে মত আছে গুরুজির মেয়ের।

বিয়ে ভালোভাবে মিটলেও সমস্যা বাধালো সুরের মায়াজাল। এক পেশায় স্বামী-স্ত্রী। ওস্তাদ আমির খানের মতে, অন্নপূর্ণা ছিলেন গুরুজির ৮০ শতাংশ। আলি আকবর ৭০ আর রবি শংকর মাত্র ৪০ শতাংশ। ফলে, তেলে আর জলে মিশ খেলো না কোনদিন। এক মঞ্চে দু'জনে বাজাতে বসলে গুনীরা অন্নপূর্ণার সেতারের মুর্ছনায় মুগ্ধ হতেন। তাঁর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে খেই হারাতেন রবি। বাজানো শেষ হলে সবাই অন্নপূর্ণাকে ঘিরে ধরতেন। হাততালির শব্দে কান পাতা দায় হতো। এসব দেখে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যেতেন রবি। শেষে খোলাখুলি বললেন স্ত্রীকে, বিয়ে টিকিয়ে রাখতে গেলে সেতার ছাড়তে হবে।

স্বামী, সংসারের মুখ চেয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করলেন অন্নপূর্ণা। তাঁর রেওয়াজ চলত বন্ধ দরজার ওপাশে। পরে এক সাক্ষাৎকারে অন্নপূর্ণা বলেছেন, 'অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন আমায় ঘিরে ধরত, তখন মুখ নিচু করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতেন রবি। মুখ দেখেই বোঝা যেত, মনে মনে দারুণ অসন্তুষ্ট। বাড়ি ফিরে কথায় কথায় সেই ক্ষোভ উগরে দিতেন। চাইতেন, আমি যাতে নিজে থেকে অনুষ্ঠানে যাওয়া ছেড়ে দিই।' যদিও পরে আত্মজীবনী 'রাগমালা'য় শিল্পী কৈফিয়ত দিয়েছেন, 'আমি পাশে না বসলে অন্নপূর্ণা বাজাতেই চাইত না। খুব লাজুক ছিল তো। তাই অনেক লোকের সামনে নার্ভাস হয়ে পড়ত। কিন্তু আমার পক্ষেও তো সম্ভব হতো না সব সময় আগলানো। শেষে ও ছেড়েই দিল অনুষ্ঠান করা'

এই গল্প কি বিশ্বাস করা যায়? বিশেষ করে আলাউদ্দিন খান সাহাব যাঁকে 'দেবী সরস্বতী' মেনে নিজের গুরুর থেকে শেখা 'সুরবাহার'-এর যাবতীয় মন্ত্রগুপ্তি শিখিয়েছিলেন। জামাই রবিকেও শেখাননি। কেননা, অন্নপূর্ণার মনে কোনো লোভ ছিল না। বিখ্যাত হওয়ার তাগিদ ছিল না। সেতার, সুরবাহারের তারে নিজেকে সঁপে দিতেন নীরবে। যাই হোক, সংসার-সন্তান বাঁচাতে অন্নপূর্ণা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি বাজাবেন না।

পাঠকদের কলমে নবদ্বীপের ঝুলনযাত্রা

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

জয় গৌর জয় নিতাই জয় জগন্নাথ জয় দাদা মশাই। কাল থেকে শুরু হয়েছে গৌরের ঝুলনযাত্রা, মহাপ্রভুর বাড়িতে ও সমাজ

বাড়িতে প্রত্যেক সন্ধ্যায় রাজধানীর ও অষ্টসখীর ঝুলন সাথে ময়ূর নাচ সমাজ বাড়ি র ঐতিহ্য। বৃন্দাবন এ ঝুলনে রাধা কৃষ্ণের দোলনার সামনে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিবেশন করতেন। এখন সমাজ বাড়িতে সেই প্রতীকি বৃন্দাবন দোলনা প্রস্তুত করে সুতোর সাহায্য এ পুতুল নাচের মতো ওপর থেকে টেনে টেনে আঙ্গুল দিয়ে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিবেশন করা হয় সাথে থাকে পূর্বরাগ অভিসার পালা। গৌরের ছবিটা ভাই রাজের তোলা, রাজের বাবা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত কেষ্টদা আমাদের কূল পুরোহিত ও গৌরের সেবাইত। সাথে ছয় গোস্বামী,এই ছয় গোস্বামী চরণ বন্দন ব্যতীত বৈষ্ণব সমাজের কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। চৌষট্টি মোহান্ত এর পট আছে আসামের এক ব্যবসায়ী পরিবারের কাছে কাঠের চালচিত্র এ, পুরী ধামে গুরু পূর্ণিমা তিথিতে হরিদাস মঠে, যেখানে স্বয়ং গৌর যবন হরিদাসকে বালি সমাধি দেন সেখানে এই পট দিয়ে বৈষ্ণব সেবা আয়োজন করা হয়। বেশ কয়েক বছর সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল এই বৈষ্ণব সেবা আয়োজন করার সেই সূত্রে জানা। তবে চৌষট্টি মোহান্ত এর ভোগে মালসা দেওয়া হয়, কৌপিন পৈতা গীতা সিধে (যেহেতু মাধুকরী বৈষ্ণব মোহান্তদের দিন গুজরান এর অঙ্গ) আর মাটির পাত্রে চিড়ে খই মুরকি দই বাতাসা সন্দেশ ক্ষীর এলাচ গুঁড়ো কর্পূর ডাবের জল নারকেল কোরা চিনি ফলের কুচি দিয়ে মেখে মালসা ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়া গন্ধরাজ লেবু অন্ন কচুর শাক তেঁতোর ডাল শুক্তো সম্বর ডাল সবজি ঘন্ট রাজমা মোচার ঘন্ট লাবড়া পুষ্পান্ন পোরের ভাজা রসা ছানার ডালনা ধোকা চাটনী পাঁপড় দই পায়েস মালপোয়া রাজভোগ গুঠকা কচুরি ক্ষীর পান্তুয়া মাখা সন্দেশ এলাচ দারুচিনি দিয়ে পান নিবেদন করা হয়, নরহরি দাস এর বন্দনা করে - আরতি করে নরহরি গোরা চাঁদ এর বদন হেরি। হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই রে, শুধু হরিনাম সংকীর্তন এই মূল উপাচার, মন্ত্র তন্ত্রের জটিলতা কাটিয়ে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল নদে তথা ভারতে সেই সুরে ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে। জয় গৌর জয় নিতাই জয় জগন্নাথ জয় দাদা মশাই। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন।

নবদ্বীপে গেলে এখনও মহাপ্রভুর রেশ থেকে যায়। সবাই আপ্লুত হয়ে পড়ে। প্রাচীন নবদ্বীপ তো রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা আইআইটি গুয়াহাটির সহযোগিতায় রেলওয়ে কলোনিগুলিতে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপগ্রহণ

মালিগাঁও, ২৯ জুলাই ঃ পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচারের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)

লামডিং ডিভিশনের আওতাধীন মালিগাঁও এবং পান্ডু রেলওয়ে কলোনিগুলিতে একটি সমন্বিত আবর্জনা পরিশোধন পদ্ধতি ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাথে স্বাক্ষরিত একটি মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) - এর আওতায় এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি গুয়াহাটি (আইআইটিজি)। এই সহযোগিতার অংশ হিসেবে, আইআইটিজি প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করবে এবং প্রস্তাবিত সিস্টেমের সম্ভাব্যতা নকশা এবং বাস্তবায়ন কৌশল মূল্যায়নের জন্য সার্বিক ফিল্ড স্টাডি পরিচালনা করবে। এই উদ্যোগটি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্মার্ট এবং দীর্ঘমেয়াদী বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফিল্ড স্টাডি সম্পন্ন হওয়ার পর, একটি ডিটেইল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুত করা হবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাছে জমা দেওয়া হবে। ডিপিআর-তে প্রস্তাবিত সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, আনুমানিক খরচ, ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি এবং বাস্তবায়নের সময়সীমার রূপরেখা থাকবে। প্রস্তাবিত সমন্বিত আবর্জনা পরিশোধন ব্যবস্থায় উৎসস্থলেই পৃথকীকরণ, জৈব-পচনশীল এবং অ-জৈব- পচনশীল বর্জ্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন নির্দেশিকা এবং জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোটোকলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সার তৈরি এবং পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল এই কলোনিগুলিতে বসবাসকারী রেলওয়ে কর্মী এবং তাদের পরিবারের জন্য সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। এটি রেলওয়ে কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব কমাতে এবং শূন্য-বর্জ্য কলোনী মডেল তৈরিতে অবদান রাখবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দীর্ঘমেয়াদী অনুশীলন, পরিকাঠামোগত উদ্ভাবন এবং তার কর্মীদের এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রতি তার নিষ্ঠায় অবিচল।

বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে আইনি সচেতনতা শিবির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ জুলাই ঃ আজ নেহরু বিদ্যামন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'বর্ধমার সহযোদ্ধা'-র যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি বিশেষ আইনি সচেতনতা শিবির। ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আইনি সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়য়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিশিষ্ট আইনজীবী কৈলাস দত্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গণেশ কুমার রাজদেব, বর্ধমান সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বর্ধমান মহিলা থানার প্রাক্তন আইসি বনানী রায় প্রমুখ। বক্তব্যে অংশগ্রহণকারীরা আইনের মৌলিক ধারণা, শিশু ও মহিলাদের অধিকার, সাইবার অপরাধ, ঘরোয়া হিংসা, এবং বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আরও তথ্যবহুল হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও এধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে বোঝালেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাইঃ বাঘ বাঁচানোর বার্তা নিয়ে শিলিগুড়ি এলেন রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বাগডোগরা টিপুখোলায় প্রায় ৩০০ পড়ুয়ার সামনে পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি। মানুষকে বাঁচতে হলে বনের পশু পাখিকেও বাঁচাতে হবে। এই সরল সত্যকে বেশি বেশি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের। দাবি করলেন জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়টিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে। যাতে করে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি কঠোরভাবে পালন করা হয়। এদিন আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর ও বনদপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা।

জলমগ্ন ৩০৬টি বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাইঃ সিকিমে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তা নদীর জল বেড়ে গিয়ে গিয়ে সোমবার রাত থেকেই ক্রান্তি ব্লকের চাপাডাঙ্গা ও চেংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়টি এলাকায় মোট ৩০৬টি বাড়ি জলমগ্ন হয়েছে। চাপাডাঙ্গা গ্রামপঞ্চায়েতের পন্ডিত পাড়া, মাস্টার পাড়া,ও বাসুসুবা এলাকায় ২৫০টি বাড়ি জলমগ্ন হয়েছে। চেংমারি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার সাহেববাড়ি, পশ্চিম দলাইগাও ও আপালচাদ বস্তিতে মোট ১০৬টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। চেংমারি গ্রামপঞ্চায়েত এর বন্যাদুর্গত পরিবারেরা স্থানীয় বাধে আশ্রয় নিয়েছে। চাপাডাঙ্গা গ্রামপঞ্চায়েতের বন্যাদুর্গত পরিবারেরা বাসুসুবা স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। সকালে পুরো এলাকা পরিদর্শন করেন ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন। বিকেল ৪টা নাগাদ পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, চেংমারি গ্রামপঞ্চায়েত এর প্রধান আব্দুল সামাদ, পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ ধনেশ্বর রায় সহ অনান্যরা। জানা গিয়েছে বন্যাদুর্গত পরিবারদের ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ব্লক প্রশাসন।

মুথুট মাইক্রোফিন লিমিটেড । স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

মুথুট মাইক্রোফিন লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: 13তম তলা, প্যারিনী ক্রিসেনজো, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-400051
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস: 5 তম তলা, মুথুট টাওয়ার, এম.জি. রোড, কোচি, কেরালা-682035
টেলিফোন: +91-484-4277500, ফ্যাক্স: +91-484-2351494 সিআইএন: L65190MH1992PLC066228

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এমএসজিবি কোম্পানীর উল্লেখিত শাখাসমূহের নিকট ঋণ প্রদানকারী স্বর্ণালঙ্কার নিম্নবর্ণিত সময়ের জন্য প্রদান করা হইয়াছে 04.04.2024, 22.04.2024, 08.05.2024, 14.06.2024, 20.06.2024, 27.07.2024 যথাক্রমে, যেগুলি খালাসের জন্য বকেয়া ছিল এবং যা বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত খালাস করা হয়নি, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের নীচে সকাল 10.00 টায় নিলাম করা হবে।

বীরভূম জেলা:-নিলাম কেন্দ্র: রামপুরহাট-নিচতলা, আশীর্বাদ ভবন, হোল্ডিং নং ৮২২/৪৮/৩/৫, এনএইচ -৬, নিকটবর্তী রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, পশ্চিমবঙ্গ - 731224, নিলামের তারিখ: 06.09.2025, রামপুরহাট এমএমএল: 1105090105149212. পূর্ব মেদিনীপুর জেলা:-নিলাম কেন্দ্র: পাঁশকুড়া-গ্রাউন্ড ফ্লোর, হোল্ডিং নং ২৬, ওয়ার্ড নং ৮, পাঁশকুড়া-তমলুক রোড, নিচের পাঁশকুড়া পি.এন.বি এবং এলসিআই, ভিল-বাহারগ্রাম, পো-পাংস্কুড়া, পিএস-পাঁশকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, 721152 নিলাম তারিখ: 25.08.2025, পানসকুড়া এমএমএল: 1106550105148142, নিলাম কেন্দ্র: তমলুক-প্রথম তলা, এনএ, প্লট 57, হলদিয়া মেচেদা রোড, নিকটবর্তী মানিকতলা মোড়, তমলুক, পশ্চিমবঙ্গ, 721636, নিলামের তারিখ: 25.08.2025, তমলুক এমএমএল: 1105010105152086. হুগলি ডিস্ট:-নিলাম কেন্দ্র: আরামবাগ- গ্রাউন্ড ফ্লোর, মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড (আরামবাগ শাখা), হোল্ডিং নং 347/এ, লিঙ্ক রোড (বসন্তপুর মোড়), বিপরীত ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স, আরামবাগ, পশ্চিমবঙ্গ - 712601, নিলামের তারিখ: 04-09-2025, আরামবাগ এমএমএল: 1106930105146493, নিলাম কেন্দ্র: ডানকুনি, -গ্রাউন্ড ফ্লোর, গোল্ড, ৬৩৮/১৩৫৪, সাউথ সুভাষ পল্লী, বেশিডেএইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, ডানকুনি, ওয়েস্ট বেঙ্গল - 712311 নিলামের তারিখ: 04.09.2025, ডানকুনি এমএমএল: 1104820105152276. মুর্শিদাবাদ ডিস্ট:-নিলাম কেন্দ্র: বহরমপুর-৩৭, ডঃ এস এন ভট্টাচার্য রোড, ১ম তলা, কল্পনা সিনেমা মোড়, পিও ও পি এস বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০১, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১২০১, নিলামের তারিখ: ০১-০৯-২০২৫, বহরমপুর এমএমএল-1106210105151598.

দয়া করে নোট করুন, যদি কোনও কারণে উপরে উল্লিখিত তারিখে নিলাম পরিচালিত না হয়, তবে এটি সকাল 10.00 টায় মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড শাখায় পরিচালিত হবে 06.09.2025, নিলাম কেন্দ্র: তমলুক, 13.09.2025 তারিখে, নিলাম কেন্দ্র: বহরমপুর, 17.09.2025 এ, নিলাম কেন্দ্র: শ্রীরামপুর-মহেশ-গ্রাউন্ড ফ্লোর, সৌরভ অ্যাপার্টমেন্ট, 47, নীলমনি ঘোষ লেন, শ্রীরামপুর মহেশ, বিপরীতবিগ বাজার শ্রীরামপুর মহেশ, শ্রীরামপুর, পশ্চিমবঙ্গ - 712202, 19.09.2025, নিলাম কেন্দ্র: সিউড়ি- গ্রাউন্ড ফ্লোর এনএ হোল্ডিং নং 18/149/1 মাদ্রাসা রোড (জে.এল ব্যানার্জি রোড) সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড সিউড়ি বীরভূমের পাশে। পিন: 731101। এই নোটিশটি সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্টগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে না যেখানে সোনার অলঙ্কার খালাস ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে।

মুথুট মাইক্রোফিন লিমিটেডের জন্য
অনুমোদিত নিলামকারী

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/১১/২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৫-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/০৬০৭এ/ওটি/১০১/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ লিড এসিড লো মেনটেনেন্স স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল ২ভি, ২০০এএইচ, ১০ ঘন্টায় ক্যাপাসিটি ডিচার্জ হার, টিউবুলার পজিটিভ এবং পেস্ট করা নেগেটিভ প্লেট দিয়ে হার্ড রাবার / স্বচ্ছ পলিপ্রোপিলিন) পাত্রে মাইক্রোপোরাস ভেন্ট প্লাগ সহ, লিড কোটেড ইন্টার সেল কনেক্টর, নাট, বোল্ট এবং ওয়াশার শুষ্ক অবস্থায়, আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং.- এস-৮৮-২০০৪ অনুসারে সর্বশেষ সংশোধন/সংস্করণ সহ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ৩১০০১৫৮, এসএন্ডটির জন্য সেকেন্ডারি ব্যাটারি/সেল, সাব আইটেমঃ এস এন্ড টির জন্য লো মেইনটেনেন্স লিড অ্যাসিড স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল; ইনস্টলেশনঃ ২০০ এএইচ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (১) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিম বঙ্গ)-এর জন্য ৯০০টি। (২) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ১০০টি। (৩) পরিমাণ - পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০০টি। পি. এল. নং. ৫৬১৫০০৯০।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫২৬০/ওটি/১০২/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ৬০ কেজি রেল-এর জন্য কংক্রিট স্লিপারে ইআরসি এমকে-III ফ্ল্যাট টো-এর সাথে ব্যবহারের জন্য মেটাল লাইনারের উৎপাদন ও সরবরাহ, ডিআরজি নং. আরডিএসও/টি-৩৭৪০ অল্টারেশন-৭ (সর্বশেষ পরিবর্তন), কনফর্মিং টু স্পেসিফিকেশনঃ অক্টোবর ২০১৬-এর সংশোধনী নং. ১ (সর্বশেষ পরিবর্তন)-এর সাথে ইআরসি (পিআরওভি-২০১৩)-এর সাথে ব্যবহারের জন্য মেটাল লাইনারের জন্য আইআরএস। (টেন্ডার খোলার তারিখের এক মাস পূর্বে আরডিএসও পক্ষ থেকে জারি করা ড্রয়িং এবং স্পেসিফিকেশনের পরিবর্তন এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- ডেপুটি সিএমএম/পান্ডু, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৫০০০০০টি। পি. এল. নং. ৬০১১০৩৪০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৬০/২৫/৫০৩৬/ওটি/১০৩/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ (১) টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুসারে ভার্টিক্যাল টারেট লেদ মেশিনের পাশাপাশি সহগামী আনুষাঙ্গিক-এর সাপ্লাই, ফাউন্ডেশন, ইনস্টলেশন এবং কমিশনিং, মেশিনটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনও আনুষাঙ্গিক এবং ওয়ারেন্টি সময়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় বছরের মধ্যে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ ।। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং]ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১টি। (২) ওয়ারেন্টি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য কম্প্রিহেনসিভ এএমসির খরচ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর মাস, এএমসি সময়ঃ ৫ বছর, ডিসকাউন্টের হারঃ ২ বছরের পর ১০% আরম্ভ।]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] আইটেমের প্রকারঃ এএমসি, পরিমাণ- এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১টি। পি. এল. নং. ৬৫৫৭০০৩৯০৯৪৮।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫২৫৭/ওটি/১০৪/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪২১৮ অনুযায়ী ৬০ কেজি পিএসসি স্লিপারে ১ ইন ১২ টার্ন আউটের জন্য ৬ মিমি থিক-এর নাইলন রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেট, কনফর্মিং টু স্পেসিফিকেশনঃ রেলের নীচে স্থাপনের জন্য রেল প্যাড, ক্র.নং. টি-৫৫-২০২৩। সর্বশেষ পরিবর্তন অনুযায়ী, যদি থাকে। (যেখানেই সর্বশেষ পরিবর্তন প্রয়োগ করা যাবে, এর অর্থ টেন্ডার খোলার প্রকৃত তারিখের ৫ দিন পূর্বের পরিবর্তনগুলিকে বোঝাবে)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস পর্যন্ত]। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেল প্যাড্স, সাব আইটেমঃ জিআরএসপি] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৫৭৫ সেট। পি. এল. নং. ৬০১১০৯০৯।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ১০/২৫/৪৫৪৯এ/ওটি/১০৫/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণ ঃ ডিএলডব্লিউ পিটি নং. ১৭০৫১৪৭২ ও ডিআরজি নং. ১০৬০৯৩৭৫-এর জন্য ব্যাটারি ৬ভি, ১৫০ এএইচ নিক্যাড ক্যাডমিয়াম স্টোরেজ ইউনিট এবং কনফর্মিং টু আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.ঃ এমপি.০.৫১.০১.০২ (আরইভি-০২) জুন ২০০৯ (সংশোধন-।) [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। (১) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮০.০০ টি। (২) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জং./ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিম বঙ্গ)-এর জন্য ৮০.০০ টি। পি. এল. নং. ১৭০৫১৪৭২।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ৩৭/২৫/০৬৩৪/ওটি/১০৬/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ "য়োক / বিজি ওয়াগন" আরডিএসও ম্যাটারিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ ডব্লিউডি-৭০-১০, আরইভি-৪, ড্রয়িং নং. এসকে-৬২৭২৪, আইটেম-৩, অল্ট-৩১, [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৭২ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ৩১০০৪৪৬, ফ্রেইট স্টক ওয়াগনের জন্য আপগ্রেডেড হাই টেনসাইল সেন্টার বাফার কপলার, সাব আইটেমঃ কপলার য়োক] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২৪৪০টি। পি. এল. নং. ৩৮১৩৫৮৫১।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. ৩৭/২৫/০৫৯৪/ওটি/১০৭/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ "সাউড ফ্রেম কি" ড্রয়িং নং. এসকে-৬৯৫৯৪, আইটেম নং.-৬, অল্ট-৩৭, ম্যাটারিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ সংস্করণ এবং সংশোধনী সহ ড্রয়িং অনুযায়ী। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (১) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৮১৯০টি। (২) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৯৩৮টি। পি. এল. নং. ৩৮১০৬০৯৭।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/০৬১০/ওটি/১০৮/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সিগন্যালিং কেবল আকারঃ ২ কোর X ২.৫ স্কোয়ার মিলিমিটার, আরমর্ড, কনফর্মিং টু আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.ঃ আইআরএসঃএস-৬৩/২০১৪ (আরইভি-৪.০) সর্বশেষ সংশোধনী/সংস্করণ সহ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ৩১০০০৫৪, পিভিসি ইনসুলেটেড আরমর্ড, আনস্ক্রীন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগনালিং কেবল, সাব আইটেমঃ পিভিসি ইনসুলেটেড আরমর্ড, আনস্ক্রীন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগনালিং কেবল] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (১) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিম বঙ্গ)-এর জন্য ২৬ কেএম। (২) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৬৪ কেএম। পি. এল. নং. ৫৬১১৯৫৩৭।

ক্র.নং. ৯। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫৩১৪/ওটি/১০৯/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ এমএফআই মেশিনের জন্য টাংস্টেন কার্বাইড ট্যাম্পিং টুল সেট, আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.ঃ টিএম/এইচএম/৬/৩২০ (আরইভি-৩) জুলাই ২০১৯ এবং একটি সেট গঠিতঃ ১. ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টিএম/০১বি/১৬, প্লাসার পিটি নং.- সিইউ৩০, ২৭৪৩ এফআর ।. ০৪টি, ২. ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টিএম/০১এ/১৬, প্লাসার পিটি নং.- সিইউ৩০, ৬৮৪০ এফআর ।. ০৪টি, ৩. ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টিএম/১৫এ/১৬, প্লাসার পিটি নং.- সিইউ৩০, ১০৮৪০ এফআর ।. ০৮টি, মেকঃ প্লাসার অথবা এর সমতুল্য। ওয়ারেন্টিঃ এক সেট টিসিটিটি-এর লাইফ ন্যূনতম ২,৫০,০০০ সন্নিবেশের ট্যাম্পি-এর জন্য গ্যারান্টিযুক্ত হতে হবে। তবে যেকোনো একটি টিসিটিটি-এর ন্যূনতম পরিষেবা জীবন ৫০,০০০ সন্নিবেশের কম হবে না। ওয়ারেন্টি আলটিমেট ডেস্টিনেশনে ডেলিভারির ২৪ মাস পর অথবা মেশিনে ফিটম্যান্টের তারিখ থেকে ১৮ মাস পর, যাহা আগে হবে। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১২ সেট। পি. এল. নং. ৬২০৭০১৭৭৪৬৯৭।

ক্র.নং. ১০। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫৩১৫/ওটি/১১০/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ বিসিএম মেশিনের প্লাসার পার্ট নং. ৬৪.০৮.২০০০.৩৩-৮৪ জিএল-এর জন্য কার্বাইড বিট কাটিং চেইন অ্যাসেম্বলি সেট (নিম্নলিখিত নয়টি আইটেম নিয়ে গঠিত একটি সেট): ১) স্ক্র্যাপার বেলচা প্লাসার পার্ট নং. ৬৪.০৮.২০৩৮=৮৬টি, ২) ইন্টারমিডিয়েট লিংক প্লাসার পার্ট নং. ৬১.০৪.২১১=৮৬টি, ৩) রাউন্ড শাফ্ট ছেনি প্লাসার পার্ট নং. ৬৪.০৮.২০৩৪-এইচএম=৪৩০টি, ৪) চেইন বোল্ট প্লাসার পার্ট নং. ৬১.০৪.২১২=১৭২টি, ৫) বুশ্ প্লাসার পার্ট নং. ৬৪.০৮.২০৩৫=৪৩০টি, ৬) ফিক্সিং পিন প্লাসার পার্ট নং. এমত X৪০ডিআইএন ১৪৮১=৪৩০টি, ৭) টি বোল্ট প্লাসার পার্ট নং. ৬১.০৪.২১৮=১৭২টি, ৮) নাট প্লাসার পার্ট নং. এম১০ডিআইএন৯৩৪.৮=৩৪৪টি, ৯) ওয়াশার প্লাসার পার্ট নং. বি১০ডিআইএন১২৭=১৭২টি, কনফর্মিং আরডিএসও স্পেসিফিকেশনঃ টিএম/এইচএম/৬/১১১ এবং আরডিএসও ড্রয়িংঃ টিএম/৯৩০২ আরইভি-১, মেক- প্লাসার অথবা প্লাসারের সমতুল্য। যেকোনো উৎপাদন ত্রুটি/ফিটমেন্ট ত্রুটির জন্য ওয়ারেন্টি ৩০ কিলোমিটার স্ক্র্যাপার বেলচা এবং কার্বাইড ছেনি ছাড়া কাটিং চেইনের মধ্যবর্তী লিঙ্কের কার্যক্ষমতা সহ হতে হবে। কার্বাইড চিসেলের জন্য গড়ে ৬০ কিলোমিটার সফল পারফরম্যান্সের ওয়ারেন্টি থাকবে (৫ টি স্তরের স্ক্র্যাপারের মাধ্যমে)। তবে বেলচাটির অন্যান্য স্তরের ছেনিগুলির সাথে বিনিময়ের আগে ছেনিগুলিকে কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার চলতে হবে এবং ৬০ কিলোমিটার পারফরম্যান্স অর্জনের আগে কেবল একবার ছেনিগুলির বিনিময়ের অনুমতি দেওয়া হবে। অন্যথায় ত্রুটিপূর্ণ ছেনিগুলিকে ফার্ম দ্বারা বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন করতে হবে। মেক- প্লাসার অথবা প্লাসারের সমতুল্য। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ২৪ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪ সেট। পি. এল. নং. ৬২১৭৫৮২৩০৮৪৩।

ক্র.নং. ১১। টেন্ডার নং. ৬২/২৫/৫০০৭বি/ওটি/১১১/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ হ্যান্ড হেল্ড লাইট ওয়েট ব্যাটারি মাউন্টেড অফ ট্র্যাক ট্যাম্পার সেট (দরকারি ট্যাম্পিং টুল্স ও ইকুইপমেন্ট সহ গুড্স-লাইট ওয়েট লিথিয়াম ব্যাটারি মাউন্টেড ট্যাম্পিং মেশিন, আরডিএসও অনুযায়ী ট্যাম্পিং টুল্স ইকুইপমেন্টের সাথে ২ ট্যাম্পারযুক্ত একটি সেট অফ্ - ট্র্যাক ট্যাম্পার)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/স্মল ট্র্যাক মেশিন, এনএফআর (পশ্চিম বঙ্গ)-এর জন্য ৩ সেট। পি. এল. নং. ৮০২০০০০২৮৭১৫।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন, তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

গ্যাংটকের রাস্তা বন্ধ! ধসের কবলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, অগম্য দার্জিলিং-কালিম্পং

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ২৯ জুলাই ঃ ভারী বর্ষায় ভয়ংকর পরিস্থিতি পাহাড়ে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিম সর্বত্র এক ছবি। কোথাও ধস, রাস্তা বন্ধ, কোথাও নদীর প্লাবন, কোথাও রাস্তা বন্ধ। সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটক-- কঠিন পরিস্থিতির শিকার সকলে। সব মিলিয়ে প্রতি বর্ষায় এ অঞ্চলে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কালিঝোরা এবং লোহাপুলের মাঝে বিরিকধারা এলাকা ধসের মুখে বিপর্যস্ত। গতকাল সোমবার মধ্যরাত থেকে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হচ্ছে পাহাড়-সহ সমতলে। বিশেষত সিকিমের উপরিভাগের অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলস্বরূপ, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে তিস্তা। জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় রাস্তার উপর দিয়ে জল প্লাবিত হতে থাকে। এদিকে ধসে এবং বৃষ্টিসংক্রান্ত বিপর্যয়ে পথেই আটকে বহু মানুষ। জাতীয় স।কের দুপাশে গাড়ির লম্বা লাইন। শুধু মাত্র পর্যটকই নন, প্রশাসনিক কাজেও বহু মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করেন। তাঁরাও বিপাকে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহন। বৃষ্টির জেরে ভয়ংকর পরিস্থিতি দার্জিলিংয়ে। সিংতাম-গ্যাংটক মেন রোডে ফাটল। ফলে, একই সঙ্গে সাধারণ গাড়ি এবং ট্যুরিস্ট ভেহিকল পরপর দাঁড়িয়ে। রাস্তায় তীব্র যানজট। গ্যাংটকে ঢোকা বন্ধ! তিস্তার জল উঠে এসেছে রাস্তায়। দার্জিলিং কালিম্পংয়ে যেতে পারছেন না মানুষ। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টির জেরে ধস, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি সমতলের জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। তিস্তা ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়ার কারণে দোমোহনিতে অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা এবং সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি হয়েছে। এর পাশাপাশি জলঢাকা নদীর উপর সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা রয়েছে। পাশাপাশি মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত তিস্তা নদীর উপরে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ড জলপাইগুড়ি। অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিন মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি বলে জানা যায়।

SKP **এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড**
সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বায়োওনডার, ১৭, ৭৮৯ আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, **ইমেলঃ** cs@skpsecurities.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.skpsecurities.com

ডাক ব্যালট প্রেরণের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ ('নিয়ম') এর নিয়ম ২০ এবং ২২ এর সাথে একত্রে পঠিত, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৯/২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এরপরে সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ ('এসইবিআই এলওআরডি রেগুলেশন') এর রেগুলেশন ৪৪, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া ('এসএস-২) দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড এবং যেকোনো অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি এবং প্রবিধান (আপাতত বলব যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), যাতে ২৬শে জুলাই, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং ('ই-ভোটিং') এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পাস করতে পারেন।
এমসিএ সার্কুলারের প্রয়োজনীয়তা মেনে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশের বাস্তব কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক খামের সাথে সদস্যদের কাছে ডাক ব্যালটের জন্য পাঠানো হবে না এবং সেই অনুযায়ী, সদস্যদের সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি জানাতে হবে। ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবেঃ

ই-ভোটিং সময়কালের সূচনা	বুধবার, ৩০ জুলাই, ২০২৫ (সকাল ৯:০০টা)
ই-ভোটিং সময়কালের সমাপ্তি	বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫ (বিকেল ৫:০০টা)
ভোটার হওয়ার যোগ্যতার শেষ তারিখ	শুক্রবার, ২৫ জুলাই, ২০২৫

এরপর থেকে ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সদস্যরা উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ভোট দিতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া ব্যক্তি ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
কোম্পানি মেসার্স এ. কে. লাভ অ্যান্ড কোং, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতার অংশীদার শ্রী অতুল কুমার লাভ (এফসিএসঃ ৪৮৪৮ সিপি নংঃ ৩২৩৮) কে ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যদি আপনার কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ বা সমস্যা থাকে, তাহলে সদস্যরা সিডিএসএল ওয়েবসাইটের www.evotingindia.com-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") দেখতে পারেন অথবা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং। ২৫তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স মফতলাল মিল কমপাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা আরও স্পষ্টীকরণের জন্য টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করতে পারেন। এছাড়াও, পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত অন্য কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যদের ২৩, আর.এন. মুখার্জী রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা mdpldc@yahoo.com-এ ইমেল করতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skpsecurities.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা/- অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস ৪৭৩২২

তারিখঃ জুলাই ২৫, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

ব্যক্তিগত সম্পদ । ব্রোকিং । বিতরণ । প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI, KMC** invite e-tender for the following works :
1. NIT No. : KMC/WS/JOKA/22/2025-26
Name of work : **Development of water supply network by installation of new sluice velve, replacement of old and damaged sluicevalve, MS work, chamber and its related work at Diamond Park ESR in Ward No. 144 under Br-XVI.** Estimated Cost of the work: **Rs. 2,83,434.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/JOKA/23/2025-26
Name of work : **Improvement of water supply network by laying of new 100 MM dia D.I. pipe at Nabasan (M.G. Road) from Pr. No. 4 to 45/3, 45/10 & 45/12, Aurobindanagar Road 1 from Pr. No. 54 to 54/5 in Ward No. 143 under Br-XVI.** Estimated Cost of the work: **Rs. 2,77,382.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **24 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/JOKA/24/2025-26
Name of work : **Repairs to leak of potable water supply pipe line, G.I/PVC pipe, standpost and its allied work at M. G. Road Bye Lane, Srijani, Nabapally, 22 Bigha, Aurobinda Nagar 1 & 2, Malancha, Nazrul Sarani, etc. in Ward No. 143 under Br-XVI.** Estimated Cost of the work: **Rs. 2,70,703.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **36 Days.** Last date of submission of bid : **11.08.2025** up to **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on : **13.08.2025** at **3 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **31.07.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Director General (WS), KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/WS/PPBPS/25-26/03 (1st call)
Name of the work : **Replacement of damaged chequered plate coverings of valve chambers of man entry pockets, inlet and delivery chambers of semi-underground reservoir of Prafullapark Booster Pumping Station.** Estimated Cost: **Rs. 3,96,626.61.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/BNSBPS/25-26/04 (1st call)
Name of the work : **Restoration of pumping service by replacement of defective spares for vertical turbine pump no. 2 at Bansdroni B.P.S..** Estimated Cost: **Rs. 4,98,617.19.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date of submission of bid : **12.08.2025 - 2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on : **14.08.2025 - 2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **01.08.2025 - 2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Dy. C.E. (C) (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/DCE/PS/PANDELS/25-26 (1st call)
Name of work : **Erection of temporary pandals for immersion porter for immersion of Durga Idols at four (04) Major Ghats and erection of temporary watch tower at three (03) ghats along river ganges for Durga Puja 2025.** Estimated Cost : **Quotation invited** (Amount to be quoted inclusive of all taxes). Earnest Money: **Rs. 3,500.00** (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount). Period of Completion: **45 Days.**
2. NIT No. : KMC/DCE/PS/VIDEO/25-26 (1st call)
Name of work : **Arrangement of video & still photography of immersion of idols at different ghats along the river ganges (2025).** Estimated Cost : **Quotation invited** (Amount to be quoted inclusive of all taxes). Earnest Money: **Rs. 4,000.00** (Actual amount to be calculated as 2% of the quoted amount). Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of bid : **07.08.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **30.07.2025 (10 a.m.)** (for sl. no. 1 & 2) The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (Uttaran), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/US/HQ/73/25-26/070 (1st call)
Name of work : **Restoration of passage near Jatin Das Park disturbing by Water Supply Department to supply drinking water to the dewllers of temporary arrangement for the beneficiary of 34 Harish Chatterjee Street WD No.-73, Br-IX.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,34,505.78.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/US/HQ/73/25-26/071 (1st call)
Name of work : **Restoration of passage and allied works for Banglar Bari Project at 34 Harish Chatterjee Street in WD No.-73, Br-IX.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,81,228.36.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals: **11.08.2025** at **11.30 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.07.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **http://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (Br-XI) J. Unit, KMC** invites e-tender for the following works :
1. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/91/2025-26 (1st call)
Name of work : **Supply & laying of 100 MM dia DI pipe by replacing damaged old 100 MM dia CI pipe from S-4 to S-2 Kamdahari Purbapara and 15 to 26 Anandasri in Ward No. 111 Br-XI.** Estimated Amount: **Rs. 1,91,195.13.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/90/2025-26 (1st call)
Name of work : **Restoration of W/S service line by leak repair, cutting & flushing, valve chamber and disinfecation for low water pressure at Panchanantala, Steam Laundry and Bhattacharjee Para diff. Bye Lanes in Ward No. 111.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,081.91.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
3. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/89/2025-26 (1st call)
Name of work : **Laying of 100 MM dia DI pipe by replacing 100 MM dia CI pipe at Pre. No. 176 to 450/A Kalitala Park (due to S&D Work) in Ward No.-113, Br-XI.** Estimated Amount: **Rs. 3,17,424.36.** Earnest Money: **Rs. 6,400.00.** Period of Completion: **21 Days.**
4. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/88/2025-26 (1st call)
Name of work : **Supplying and laying of 100 MM dia DI pipe at Shitala Park in Ward No.-113 Br-XI.** Estimated Amount: **Rs. 1,30,267.67.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
5. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/87/2025-26 (1st call)
Name of work : **Replacement of 100 MM dia old PVC pipeline by laying of 100 MM dia DI pipe at 6/30 to 6/32B, 6/A to End Cap, 3/82 to Salil Chowdhari Mancha (C. R. Colony), 318 to 259 West Rajapur and 195 to 143 U. B Sarani in WD No.102, Br-XII.** Estimated Amount: **Rs. 2,59,194.75.** Earnest Money: **Rs. 5,200.00.** Period of Completion: **28 Days.**
6. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/86/2025-26 (1st call)
Name of work : **Enlargement of WS line by supply and laying of 150 MM dia DI pipe by replacing old damaged 100 MM dia CI pipe from H/o Sujit Roy to H/o H. Banerjee Kamdohari in Ward No.-111.** Estimated Amount: **Rs. 3,69,528.49.** Earnest Money: **Rs. 7,500.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date of receipt/opening of tender (online) : **13.08.2025 (5 p.m.) / 16.08.2025 (11 a.m.)** (for sl. no. 1 to 6). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 6).

CORRIGENDUM
NIT No. : SWM-II/DIST-IV/16/25-26 Published in this Newspaper on **23.07.2025 (Key No. 714/25-26)** of **S.W.M. Department** Last date and time of submission of bid will be **02.08.2025 up to 1 p.m.** instead of 03.08.2025 up to (5 p.m.) and the bid forms and other details are available on and from **23.07.2025 (10 a.m.)** instead of 22.07.2025 (3 p.m.).

763/25-26

গৃহস্থালী

এক বাটি নুনেই বাজিমাত! বর্ষায় ফ্রিজের দুর্গন্ধ নিমেষে গায়েব

শোওয়ার ঘরে যে জিনিসগুলি রাখলে দু'চোখের পাতা এক হওয়া অসম্ভব!

একে তো বর্ষার দুর্দান্ত ব্যাটিং। আবার তার উপর একের পর এক নিম্নচাপ। জোড়াফলায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। তার ফলে চতুর্দিক জল থইথই। প্রায়

সর্বত্র যেন স্যাঁতস্যাঁত করছে। ফ্রিজে থেকেও পচে যাচ্ছে শাকসবজি। তার সঙ্গে দুর্গন্ধ। সব মিলিয়ে সমস্যায় গৃহিণী। এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে এক বাটি নুন। তাতেই নাকি হতে পারে বাজিমাত।

ফ্রিজ নিত্যদিনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিন সামগ্রী। বারবার দরজা খোলা, বন্ধ হয়। তার ফলে বাইরের আর্দ্র হাওয়া সেখানে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সে কারণে ফ্রিজও এই সময় বেশি আর্দ্র হয়ে থাকে। আর নুন হল হাইগ্রোস্কোপিক। অর্থা যা সহজেই আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। এক বাটি নুন ফ্রিজে রাখলে অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেয়। তার ফলে ফ্রিজের ভিতর শুষ্ক থাকে। আর আর্দ্রতা থেকে জন্ম নেওয়া ব্যাকটেরিয়ার দাপট কমে। স্বাভাবিকভাবে তাতে ফ্রিজের দুর্গন্ধও কমে।

ফ্রিজে নুন রাখবেন কীভাবে?

একটি ছোট ব্যাটি নিন। যাতে ১০০-১৫০ গ্রাম নুন রাখা সম্ভব। ফ্রিজের ভিতর এক কোণে রেখে দিন ওই বাটিটি। ৫-৬ দিন অন্তর তা বদলে ফেলুন।

নুন ফ্রিজে রাখার উপকারিতা-

বর্ষাকালে শাকসবজির গায়ে জল জমে খুব সহজেই। তার ফলে তাড়াতাড়ি পচে যায়। ফ্রিজে রাখা একবাটি নুন নাকি এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তার ফলে সবজি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে।

ফ্রিজ বেশি আর্দ্র হয়ে গেলে কম্প্রেসারের উপর চাপ পড়ে। ফলে বিদ্যুতের খরচ বাড়ে। তেমনই আবার কম্প্রেসার তড়িঘড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই নুন রাখলে এই আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

তাই আর দেরি না করে আজই ফ্রিজের ভিতর কোনও এক কোণে বাটি ভর্তি নুন রাখুন। তাতে বর্ষাকালীন ফ্রিজের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

শোওয়ার ঘরে এই জিনিসগুলি রাখলে দু'চোখের পাতা এক হওয়া অসম্ভব!

দিনভর ব্যস্ত জীবন। ক্লান্ত শরীরে শোওয়ার ঘরে পৌঁছনো যেন স্বর্গসুখের মতো। আর কী বা চাইতে পারেন একজন মানুষ। তবে অনেকের আবার চোখে ঘুম নেই। আপনিও কি রাতজাগা পাখি? দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন না? বাস্তুবিদদের মতে, শুধু স্মার্টফোন নয়। এই দশ জিনিস ঘরে থাকলে হতে পারে বিপদ। ঘুম কাড়তে পারে এই জিনিসগুলি।

শোওয়ার ঘরে ভুলেও ইংলিশ আইভি, বস্টন ফার্নসের মতো গাছ রাখবেন না। কারণ, এই দু'টি গাছের ফলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে। তার ফলে ব্যাঘাত ঘটতে পারে ঘুমের।

শোওয়ার ঘরে ভুলেও ট্রেডমিল, ডাম্বেলের মতো শরীরচর্চার সামগ্রী রাখবেন না। কারণ, শরীরচর্চার সময় আমাদের ঘাম হয়। তা থেকে নানা ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। তাই তা আপনার শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তার ফলে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

উজ্জ্বল আলো কিংবা উজ্জ্বল আলোযুক্ত ঘড়ি ভুলেও রাখবেন না। তাতে শোওয়ার ঘর স্নিগ্ধতা হারায়। জোরাল আলো ঘুমও কেড়ে নিতে পারে।

ঝাঁজালো গন্ধও ঘুমে বাধা তৈরি করতে পারে। তাই ঝাঁজাল গন্ধের কোনও প্রসাধন সামগ্রী শোওয়ার ঘরে না রাখাই ভালো।

মশারোধী ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত স্প্রে-ও শোওয়ার ঘরে না রাখাই উচিত। তাতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

শোওয়ার ঘরে কাঁচি, ছুরির মতো ধারালো সামগ্রী রাখবেন না। বাস্তুবিদদের মতে, তার কুপ্রভাবে আপনার ঘুম নষ্ট হতে পারে।

অব্যবহার্য জিনিসপত্র শোওয়ার ঘরে বোঝাই করবেন না। বাস্তুবিদদের

ভুল করেও ঘরে নোংরা জামাকাপড় রাখবেন না। তার দুর্গন্ধে ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে। অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্টও হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে ঘুমের ঘাটতিও হতে পারে।

ছেঁড়া কাগজপত্র শোওয়ার ঘরে রাখবেন না। তাতে নানা পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে পারে।

মতে, তাতে ঘর যেমন শ্রী হারায়। তেমনই আবার তা আপনার স্বাস্থ্যেও কুপ্রভাব ফেলতে পারে।

অতিরিক্ত বালিশ বিছানায় রাখবেন না। তাতে শোওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর আরাম করে না শুতে পারলে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাই স্বাভাবিক।

বর্ষায় চাল নষ্ট করছে পোকা? মুশকিল আসানের পদ্ধতি

বর্ষার মরশুমে নষ্ট হচ্ছে আচার? সমস্যার সমাধান কীভাবে

বর্ষাকাল মানেই নানা পোকামাকড়ের উপদ্রব। ঘরের বিভিন্ন কনায় হক বা রান্নাঘর অথবা ভাঁড়ার কোনও জায়গাই পিঁপড়ে, পোকা থেকে রক্ষা পায় না। একইভাবে আপনার ভাঁড়ারে রাখা নানা রান্নার জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে প্রবল। মাঝেমাঝে রান্নাঘরের বহু জিনিসই ছাতা পড়ে বা পোকা ধরে নষ্ট হয়। একই সমস্যা দেখা যায় চালের পাত্রেও। এই সমস্যার সমাধানে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন জেনে নিন। চালের ড্রাম ও কৌটোতে রেখে দিন নিমপাতা। একটা পাতলা কাপড়ের মধ্যে নিমপাতা রেখে পুঁটুলি করে নিয়ে চালের ড্রাম বা কোটোতে রেখে দিলে শুধু বর্ষা নয় সারাবছরই পোকার হাত থেকে বাঁচানো যাবে ভাঁড়ারে রাখা চাল। চাইলে এক্ষেত্রে তেজপাতাও ব্যবহার করতে পারেন। অথবা লবঙ্গও রাখতে পারেন চালের ড্রামে এই সমস্যার সমাধানে। সেক্ষেত্রে লবঙ্গের ঝাঁজে দূর হবে চালের ড্রামের পোকা। চালের পোকা তাড়াতে সবথেকে ভালো উপায় হল রোদে চাল রাখা। কিন্তু বর্ষায় যেহেতু সেই সুযোগ নেই তাই চালের ড্রামে একটি কাপড় বেঁধে হলুদ বা শুকনো গোটা হলুদও রাখতে পারেন। রাখতে পারেন শুকনো লঙ্কাও। লঙ্কার ঝাঁজে চালের পাত্রের ধারেকাছে ঘেঁষবে না পোকা। দীর্ঘ দিন ভালো থাকবে আপনার ভাঁড়ারে

রাখা চাল।

বর্ষার মরশুমে নষ্ট হচ্ছে আচার?

জেনে নিন এই সমস্যার সমাধান কীভাবে - বর্ষার মরশুমে খাবার থেকে জামাকাপড় বা আসবাবপত্র সবকিছুই ভাল রাখা যেন একটা ব। চ্যালেঞ্জ। এইসময় সব জিনিসপত্রই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে সব থেকে বেশি। সেভাবেই কিন্তু খাবারদাবারেও বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাক জন্মানোর সম্ভবনা থাকে প্রবল। রান্নাঘরের বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে এইসময় তৈরি করে রাখা আচারেও ছত্রাক জন্মে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়ও নতুন না। জেনে নিন এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন। রইল টিপস।

সারা বছর খাবারের সঙ্গে একটু অন্যরকমের স্বাদের মেলবন্ধন ঘটাতে খাবারের সঙ্গে টক ঝাল মিষ্টি আচারের জুড়ি মেলা ভার। বর্ষায় সুস্বাদু আচার ভালো রাখতে চাইলে ফ্রিজে রাখতে পারেন। বিশেষত অল্প সময় আগে তৈরি করা আচারই ফ্রিজে রাখা ঠিক।ভেজা চামচ দিয়ে আচার তোলার থেকে বিরত থাকবেন। চেষ্টা করবেন শুকনো চামচ দিয়েই আচার তুলতে। কারণ ভেজা চামচ দিয়ে আচার তুললে তাতে ছত্রাক জন্মানোর সম্ভবনা থাকে প্রবল।প্লাস্টিকের জারে কখনোই আচার রাখবেন না। এতে আচার নষ্ট হয়ে যায় খুব তাড়াত।ড়ি। তাই চেষ্টা করবেন কাচের জারে আচার রাখতে। এতে দীর্ঘদিন আচার ভালো থাকে। এবং ঘরের যেখানে সবথেকে বেশি আলোবাতাস খেলে সেখানেই চেষ্টা করবেন আচারের যার রাখতে। আচার যাতে ভাল রাখা যায় তাই তা বানানোর সময়ও খুব সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখবেন আচারে অন্যান্য উপকরণের তুলনায় তেলের পরিমাণটা অনেকটা বেশিই রাখতে হবে। আচারের জারে যদি তেলের আস্তরণ বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ছত্রাক হওয়ার সম্ভবনা বা আচার নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা অনেক কমে যায়।

বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত পুলিশ-সহ অন্তত ৪, খতম আততায়ীও

২৯ জুলাই ঃ ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের তাণ্ডব! এবারের অকুস্থল মিডটাউন ম্যানহাটন এলাকার এক কর্পোরেট অফিস

চত্বর। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ওই অফিসের সামনে রাস্তার উপর আচমকাই গুলিবর্ষণ শুরু করে এক আততায়ী। তাতে প্রথমে জখম হন বেশ কয়েকজন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতদের তালিকায় রয়েছেন এক পুলিশ অফিসারও। পুলিশের পালটা আক্রমণে আততায়ীও নিকেশ হয়েছে বলে নিশ্চিত খবর জানিয়েছে নিউ ইয়র্কের পুলিশ বিভাগ।পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল হল ৩৪৫, পার্ক অ্যাভিনিউ এলাকা। সেখানে প্রায় সাড়ে ৬০০ ফুট উঁচু একটি কর্পোরেট বিল্ডিং রয়েছে। তাতে একাধিক বড় বড় সংস্থার অফিস। হামলা চালানোর জন্য আততায়ী এই জায়গাকেই বেছে নেয়। সন্ধ্যার পর অফিস ছুটির সময় নিরাপত্তারক্ষীরাও যখন বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত, সেই ফাঁক গলে অফিস চত্বরে গিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে সে। তাতে এক পুলিশ অফিসার ও তিনজন নিহত হন। হামলার বিস্তারিত জানিয়েছেন নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কমিশনার জেসিকা টিচ। তিনি জানান, একজন বন্দুকবাজই হামলা চালিয়েছে। তার হাতে ছিল লম্বা একটি রাইফেল। পাল্টা গুলিতে তাকেও খতম করা হয়েছে।এই ঘটনায় রীতিমতো তটস্থ কর্পোরেট অফিসের কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন। কারও কারও বক্তব্য, আচমকাই নিউ ইয়র্কবাসীর উদ্দেশে পুলিশের ঘোষণা শোনা যায়। বলা হয়, ' ম্যানহাটনে একজন বন্দুকবাজ হামলা চালিয়েছে। নিজেদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে কেউ যেন ৩৪৫, পার্ক অ্যাভিনিউর আশপাশে না যান এবং যাঁরা অফিসের ভিতরে আছেন, তাঁরা যেন ভিতরেই থাকেন, বাইরে আসবেন না।' এনিয়ে নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে শহরবাসীকে সতর্ক করেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসও। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতেই নিমেষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আততায়ীকে পাল্‌ গুলিতে নিকেশ করা হলেও, তার সম্পর্কে বিশেষ কোনও তথ্য জানা যায়নি। তবে নিউ ইয়র্ক পুলিশের অনুমান, সে 'লোন উল্ফ' অর্থা এককভাবেই এধরনের জঙ্গিমূলক কাজকর্ম চালিয়েছে।

বিরোধীদের সমালোচনায় সরব শিবরাজ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই ঃ লোকসভা ও রাজ্যসভায় হইহট্টগোল করার জন্য কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমকেও আক্রমণ করেছেন। সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলছেন, বিরোধীরা কেন আলোচনা থেকে পালাচ্ছে? এরাই সেইসব লোকজন যারা অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিল, আর এখন সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, তারা কেন পালাচ্ছে? তারা কি মুখোশ খুলে যেতে ভয় পাচ্ছে?কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেনন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরমকে আক্রমণ করে শিবরাজ বলেছেন, পি চিদম্বরম কেন এমন বক্তব্য রাখছেন, কেন তিনি পহেলগামে পাকিস্তানের জড়িত থাকার প্রমাণ চাইছেন? পাকিস্তান যে ভাষায় কথা বলছে, কংগ্রেস এবং পি চিদম্বরমও সেই একই ভাষায় কথা বলছে। তারা কীসের ভয় পাচ্ছে?

মানব পাচারের বিরুদ্ধে আরপিএফ-র নিরলস লড়াই

মনোজ যাদব (আইপিএস, মহাপরিচালক রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী)ঃ ২০২৫ সালের ২১শে জুলাই নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে একটি সাধারণ বিকেল ছিল। ট্রেনের কোলাহল, ঘোষণা এবং যাত্রীদের ভিড় একটি অন্ধকার স্রোতকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিল যা প্রায়শই স্পষ্ট দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকে - মানব পাচার। একটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর লেডি সাব ইন্সপেক্টর মিস সারিকা কুমারী, ঙগুক্স এবং সরকারি রেলওয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে তৎপর হন। ট্রেন নং ১৩২৪৫ DN-এর বেশ কয়েকটি বগিতে একটি নীরব, সমন্বিত তল্লাশি চালানো হয়েছিল এবং তারা যা পেয়েছিল তা অবাক করার মতো ছিল।৫৬ জন তরুণী, বিভ্রান্ত এবং তাদের যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনিশ্চিত, দুজন ব্যক্তি - জিতেন্দ্র কুমার পাসওয়ান এবং চন্দ্রিমা কর - দ্বারা পরিবহন করা হচ্ছিল, যারা দাবি করেছিল যে তারা মেয়েদের বেঙ্গালুরুতে মোটর যন্ত্রাংশ এবং মোবাইল ফোন কোম্পানিতে কাজ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। ধরা এড়াতে, মেয়েদের বিভিন্ন কোচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর, মেয়েরা তাদের ভ্রমণ বা কর্মসংস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে পারেনি, এমনকি তাদের বাবা-মাও সুনির্দিষ্ট তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাদের কোচ এবং বার্থ নম্বরগুলি তাদের হাতে কালিতে খোদাই করা ছিল - এই ধরণের অপরাধগুলি কতটা সুশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে তার একটি শীতল স্মারক। পাচারকারীরা কোনও বৈধ নথিপত্র উপস্থাপন করতে বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার গ্রিড-এর ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন

পাওয়ারগ্রিড POWERGRID

২৯ জুলাইঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, ২৭শে জুলাই ২০২৫ তারিখে তামিলনাড়ুর টুটিকোরিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি 'মহারত্ন' সিপিএসই, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (পাওয়ারগ্রিড) কর্তৃক নির্মিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কুদানকুলাম ইউনিট-৩ এবং ৪ (২খ১০০০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উত্তোলনের জন্য এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্ত ঃরাজ্য ট্রান্সমিশন সিস্টেম (আইএসটিএস) প্রকল্পের আওতায় পাওয়ারগ্রিড কুদানকুলাম ট্রান্সমিশন লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৪০০ কেভি ডিসি (কোয়াড়) কুদানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩৮৪)- টুটিকোরিন-॥ জিআইএস পিএস ট্রান্সমিশন লাইন এবং টুটিকোরিন-II জিআইএস-এ দুটি ৪০০ কেভি জিআইএস লিং টার্মিনাল সরঞ্জাম নির্মাণ।তামিলনাড়ুর মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি, মাননীয় কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শ্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপু, মাননীয় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার ও সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল. মুরুগান, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী থাঙ্গাম থেনারাসু, মাননীয় তামিলনাড়ুর সমাজকল্যাণ ও নারী ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী পি. গীতা জীবন, মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী কানিমোঝি করুণানিধি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং পাওয়ারগ্রিডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীনগরে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন মহাদেব', তিন শীর্ষ লস্কর সন্ত্রাসী নিহত

শ্রীনগর, ২৯ জুলাই ঃ শ্রীনগর জেলায় অপারেশন মহাদেব অভিযানের মাধ্যমে তিন শীর্ষ লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে গুলি করে মারল সেনাবাহিনী। সোমবার ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, মধ্য কাশ্মীরের শ্রীনগর জেলার হারওয়ান-মুলনার এলাকার উপরের অংশে চলমান এনকাউন্টারে তিন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। অভিযান এখনও চলছে। সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বনাঞ্চলে সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান শুরু করা হয়েছিল। সোমবার ভোর থেকে ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। তল্লাশি চালানোর সময় নিরাপত্তা বাহিনী প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের শিকার হয়, যার ফলে দ্রুত এবং সমন্বিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গুলির লড়াই শুরু হলে নিহত হয়েছেন তিন সন্ত্রাসবাদী।

নিঃশর্ত সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হল থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

২৯ জুলাইঃ থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। সোমবার দু'দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক সেরে এমনটাই ঘোষণা করলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। এদিন সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাই এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেট উপস্থিত হয়েছিলেন মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায়ায়। সেখানে আনোয়ারের বাসভাবনে শুরু হয় বৈঠক। সূত্রের খবর, বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন আমেরিকা এবং চিনের রাষ্ট্রদূতরাও। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর অবশেষে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া নিঃশর্ত সংঘর্ষবিরতি রাজি হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ড উভয় দেশই একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং নিঃশর্ত সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। ২৮ জুলাই মধ্যরাত থেকে এটি কার্যকর হবে। দু'দেশের বিবাদ মেটাতে এবং পুনরায় শান্তি স্থাপনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন বলেন, বৈঠকটি সদর্থক হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সংঘর্ষ বন্ধ হবে। অনেক প্রাণহানি হয়েছে। আমরা চাই না আর কারও প্রাণ যাক। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দু'দেশকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনার টেবিলে আসতে চায়। তবে যতক্ষণ না দুই দেশ পূর্ণ শান্তির পথে হাঁটছে ততদিন কোনও বাণিজ্য হবে না। সমস্যা মিটবে মেটার পর আমরা উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করব। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষের জেরে কার্যত রক্তস্রোত বইছে কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডে। তিনদিন গোলাবর্ষণের পর অবশেষে শনিবার থাইল্যান্ডের কাছে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানায় কম্বোডিয়া। যদিও সে প্রস্তাব কানে তোলেনি থাইল্যান্ড। এই সংঘর্ষের কারণ 'এমারেলড ত্রিকোণে' অবস্থিত একটি শিবমনিন্দর।

Name Change

I, Bemula Begam (Old Name) W/O–Md Alimuddin resident of Vill-Garighat Swasan Road , Po & Ps-Raghunathganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742225 do hereby decrale that I have changed my name from Bemula Begam to Bemula Khatun and hencefort I shall be known as Bemula Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/07/2025.My name Bemula Khatun & Bemula Begam both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Alimuddin , my son's (Old Name) Mohammad Humam Reza resident of Vill-Garighat Swasan Road , Po & Ps-Raghunathganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin- 742225 do hereby decrale that I have changed my son's name from Mohammad Humam Reza to Md Humam Reza and hencefort my son's name shall be known as Md Humam Reza (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/07/2025.My son's name Md Humam Reza & Mohammad Humam Reza both are same and one identical person.

Name Change

I, Ali Muddin Mohammad (Old Name) S/O–Sekendar Ali resident of Vill-Garighat Swasan Road , Po & Ps-Raghunathganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin- 742225 do hereby decrale that I have changed my name from Ali Muddin Mohammad to Md Alimuddin and hencefort I shall be known as Md Alimuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/07/2025.My name Md Alimuddin & Ali Muddin Mohammad both are same and one identical person.

Name Change

I, Shahonur Seikh Jamal (Old Name) S/O– Ismail Sk resident of Vill-Balarampur , Po- Basudebkhali, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742187 do hereby decrale that I have changed my name from Shahonur Seikh Jamal to Sahanur Jamal Sk and hencefort I shall be known as Sahanur Jamal Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/07/2025.My name Sahanur Jamal Sk & Shahonur Seikh Jamal both are same and one identical person.

Name Change

I Sahila Yeasmin (Old Name) W/O–Naim Sekh resident of 39 Jamidari Road , Gorabazar , Berhampore, Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my namefrom Sahila Yeasmin to Shila Yeasmin and hencefort I shall be known as Shila Yeasmin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/07/2025.My name Shila Yeasmin & Sahila Yeasmin both are same and one identical person.

Name Change

I, Akil Ahamed (Old name) S/o-Tamijuddin Biswas, Resident at, Vill-Mahendrapur, Po-Daharpar, Ps-Suti, 742201 West Bengal, I have changed my name to Akil Ahmed (New name) I shall be known as Akil Ahmed vide affidavit before the Notry at Berhampore on 29/07/2025 Akil Ahamed and Akil Ahmed same and one identical person.

Name Change

I, Chandana Bej Dey W/O- Uday Kumar Bej resident of Panja Abasan, Baronilpur Uttar Para, P.O.-Sripally, P.S.- Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'CHANDANA BEJ' vide an affidavit before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 24/07/2025. That Chandana Bej Dey and Chandana Bej both are same and one identical person.

Name Change

I AM JALI SARKAR ROY, W/O - KAMAL KUMAR ROY VILLAGE + POST-KAMAR PARA, P.S-BALURGHAT DIST-DAKSHIN DINAJPUR, PIN. NO-733153, W/B. DECLARE THAT MY NAME-JALI SARKAR ROY THAT MY (CORRECT NAME) & JALI SARKAR D/O-AJIT SARKAR (RECORDED IN MY PNB MET LIFE INSURANCE POLICY, WHOSE POLICY, NUMBER IS 20702030) IS THE SAME & ONE IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE BALURGHAT NOTARY PUBLIC COURT, D/ DINAJPUR Serial No.8 DATED-23/07/2025.

শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২৯ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলায় তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন আসানসোল থেকে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে ২৮ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন এবং গোরখপুর থেকে ২৯ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন ১৪টি ট্রিপের জন্য ০৩৫২৭০৩৫২৮ আসানসোল-গোরখপুর-আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে।০৩৫২৭ আসানসোল-গোরক্ষপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি আসানসোল থেকে ২৮ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন ২১.০০টায়, চিত্তরঞ্জন ২১.৩০টায়, মধুপুর ২২.২৫টায়।

Name Change

I, Shabiha Khanam (old name) W/O Intakhb Ali Ahmad, residing at 5A/1, Kustia Masjid Bari Lane Ps.Tiljala Kolkata PIN.700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sabiha Khanam (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 28/07/2025. Sabiha Khanam (new name) and Shabiha Khanam (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rakibul Mollick, S/O Romjan Mallik, resident of Vill. Shikra, P.O - Padmamala, P.S -Chapra, Dist - Nadia in West Bengal, Pin 741123 do hereby declare that I have changed my name from Rakibul Mollick to Rakibul Mallik and henceforth I shall be known as Rakibul Mallik in all purpose, vide affidavi No. 68 swurn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 24.07.2025. Rakibul Mallik and Rakiul Mollick both are same and identical person

Name Change

I, Argina Khatun W/O- Sk Aurangzeb resident of Vill-Bantir, P.O.-Bantir, P.S.-Raina, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'ARGINA BEGUM' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 29/07/2025. That Argina Khatun and Argina Begum both are same and one identical person.

Name Change

I, Ashish Dey S/O- Madhusudan Dey @ Madhusudan De resident of Suhari, Saktigarh, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713407, have changed my name and shall henceforth be known as 'ASIS DEY' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 25/07/2025. That Ashish Dey and Asis Dey both are same and one identical person.

Name Change

I, Syed Sah Md Asikur Rahaman S/O-Syed Shah Md Bokse Rahaman @ Syed Sah Md Bakse Rahaman resident of Vill-Khustigiri, P.O.- Batikar, P.S.- Panrui, Dist-Birbhum, West Bengal, PIN-731121, have changed my name and shall henceforth be known as 'SYED SHAH MD ASIKUR RAHAMAN' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 25/07/2025. That Syed Sah Md Asikur Rahaman and Syed Shah Md Asikur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Sahadat Hossain (Old Name) S/o Late Md Tafazzul Hussain Residing at Vill+P.o - Chhoto Sujapur, Chhota Suzapur, Chhoto Sujapur, Kaliachak-I, District- Malda, Pin - 732206, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Shahadat Hussain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 34/2025 Dated 29-07-2025. Mohammad Sahadat Hossain (Old Name) and Md Shahadat Hussain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Narayan Ch Bhadra (Old Name) S/o Jitendra Bhadra Residing at Dihaldha, Baksa, Baksha, District- North 24 Parganas, Pin - 743232, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Narayan Bhadra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 24/2025 Dated 29-07-2025. Narayan Ch Bhadra (Old Name) and Narayan Bhadra (New Name) both are same and one identical person.

COMFORT FINCAP

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;

Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;

Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Fax:** 022-2889-2527;

Email: info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on Tuesday, July 29, 2025 have, *inter-alia* considered and approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company, for the quarter ended June 30, 2025.

The results, along with the Limited Review Report thereon, have been posted on the Company's website at www.comfortfincap.com/investor-relations and on the website of the stock exchange where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Also, it can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director and Chairperson
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: July 29, 2025

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

হাওড়া বিভাগ ইউটিএস অ্যাপ এবং এটিভিএমএসে কিউআর কোডের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট প্রচারের প্রচারণা জোরদার করেছে

কলকাতা, ২৯ জুলাই ঃ যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং ডিজিটালাইজেশন প্রচারের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগ ২৮.০৭.২৫ তারিখে ইউটিএস মোবাইল অ্যাপ, অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) এবং বুকিং কাউন্টারে উপলব্ধ কিউআর কোডের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট জনপ্রিয় করার প্রচারণা জোরদার করেছে। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক শ্রী সঞ্জীব কুমারের নির্দেশনায় এবং সিনিয়র বিভাগীয় বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক শ্রী রাহুল রঞ্জনের নেতৃত্বে এই সক্রিয় উদ্যোগটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রচারণার মূল লক্ষ্য হল নগদ লেনদেন হ্রাস করা, টিকিট কাউন্টারে সারি কমানো এবং যাত্রীদের একটি নির্বিঘ্ন এবং দক্ষ টিকিটিং অভিজ্ঞতা প্রদান করা। এই অভিযানের অংশ হিসেবে, আজ রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, পাকুর এবং বিভাগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সহ একাধিক স্টেশনে বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে। এই প্রচারণা চলাকালীন, রেলওয়ে কর্মীরা যাত্রীদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের ডিজিটাল পেমেন্ট বিকল্পগুলির প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং UTS অ্যাপ, ATVM এবং বুকিং কাউন্টারে পেমেন্টের জন্য UPI-ভিত্তিক কিউআর কোড কীভাবে ব্যবহার করবেন তা প্রদর্শন করেছিলেন। কর্মীরা আরও তুলে ধরেছিলেন যে ডিজিটাল পেমেন্ট কেবল ভ্রমণের টিকিটের জন্যই নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেনার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে - যা নগদহীন এবং সুবিধাজনক রেলওয়ে অভিজ্ঞতার দিকে সম্পূর্ণ রূপান্তরকে সহজতর করে। এই উদ্যোগটি ভারতীয় রেলওয়ের পরিষেবাগুলিতে স্বচ্ছতা, পরিচালনা দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণকে উৎসাহিত করার জন্য বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। হাওড়া বিভাগ সমাজের সকল অংশের জন্য ট্রেন ভ্রমণকে আরও সহজলভ্য, ব্যবহারকারী - বান্ধব এবং ডিজিটালভাবে ক্ষমতায়িত করার জন্য তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বেড়েছে কলেরার প্রভাব, আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ পার! আতঙ্কে বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৯ জুলাই ঃ বর্ষায় বেড়েছে কলেরার প্রভাব। আতঙ্ক ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের রাপকাটা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই শতাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তারা। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে জল সরবরাহের জন্য ট্যাঙ্কার পাঠান হয়েছে। এই বিষয়ে গ্রামের বাসিন্দারা জানান, এক জায়গা থেকে জল নেওয়ার কারণে এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে গোটা গ্রামে। বিশেষ করে গ্রামের মধ্যে থাকা দু'টি নলকূপ থেকে জলের মাধ্যমে রোগটি ছড়িয়েছে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব জুলাই মাসের শুরু থেকেই দেখা যায়। বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা শতাধিক। বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রত্যেককে মশারি দেওয়ার ও গ্রামের পুকুরগুলিতে ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এই বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ডেপুটি দুই মহুয়া মাহান্তি বলেন, জলের অভাবের কারণে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। একটি মেডিক্যাল টিম গ্রামে মোতায়েন করা হয়েছে। যারা সমস্ত বিষয়ের উপর নজর রেখেছে। এছাড়াও ৬০ উর্ধ্ব ব্যক্তিদের ও প্রসূতি মায়েদের উপর বিশেষ ভাবে নজর রয়েছে তাদের। সমস্ত দিক থেকেই চেষ্টা করা হচ্ছে ডায়রিয়া মুক্ত করার। এই বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো বলেন, প্রশাসন স্বাস্থ্য দফতর নিজেদের কাজ খুব ভালভাবে করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত দিক থেকেই সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলরামপুরের রাপকাটা গ্রামে। স্বাস্থ্য দফতর ও প্রশাসনকড়া নজরদারি রেখেছে সমস্ত বিষয়ের উপর।

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 2(Two) no work of SBM-(G) & 15th FC Fund FY-2025-26 within Bargachia-I Gram Panchayat. will be available at https://wbtenders.gov.in **1) 2025_ZPHD_884496_1,2) 2025_ZPHD_884513_1.** Bid Submission Start Date (online): **29/07/2025 at 05:00 P.M.** Bid Submission End Date (online): **05/08/2025 at 02:00 P.M.** Bid Opening Date (online): **07/08/2025 at 02:30 P.M.**

Sd/- Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

E-Tender is invited by the undersigned from Bonfide, the resourceful contractor for **eNIT-13/JARAGRAM/ 25-26** Last date of apply **05.08.2025 at 09:00 am.** For more details contact Jaragram GP
Sd/-Prodhan, Jaragram GP

e-TENDER NOTICE
NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
RAINA-I Block, Purba Bardhaman

e-NIT No-WB/BWN/RAINA-I/ NGP/2025-26/03) Dt.-29.07.2025, Memo No-677/NGP/2025, e-Tender ID- 2025_ZPHD_874108_1 to 4,Bid Submission Start Dt. **30.07.2025 (Online) From 10:00 AM** onwards, Bid Submission Closing Dt. (Online) **08.08.2025 up to 06:00 PM**. For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Narugram Gram Panchayat

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-06/ 2025-26

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **04/08/ 2025 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No-EGP/475 Dt-28/07/2025.** Last Dt. of application **05/08/2025 up to 16:00 IST.** For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

eTender Notice

1. Tender notice **305 /SGP/ 15Th. CFC/ TIED/2025-26 Dt:24.07.2025** Tender ID **(2025_ZPHD_884011_1 to 3)** Last Date of Bid Submission as on **5/08/25 upto 1.00 PM**

Sd/-
Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
under Kashipur Panchayat Samity, Purulia
Vill-Kashipur, P.O.-P.K. RAJ, P.S.- Kashipur

NOTICE INVITING e-TENDER
No. WB/KSPGP/NIeT/1/2025-26

The Pradhan, Kashipur Gram Panchayat invites e-tender for the 7(Seven)different works. Bid submission closing(online) **05.08.2025 at 06.00 PM**. Bid opening date for Technical Proposals(Online): **08.08.2025 at 11.00 A.M**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kashipur Gram Panchayat

Notice E-Tender

Kushmore-II GP Invited e-Tender for **NIT No: WBBIR/MRR-II/08/K-II GP/2025-26 Date: 28/07/2025** Details for web site **wbtenders.gov.in**

Inviting Authority
Kushmore-II GP Prodhan

Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
e-mail ID – wbregs.ramsagar@gmail.com
Notice Inviting e-Tender No (2nd Call)
NIeT No. 03/2025-26 (2025_ZPHD_883321),
NIeT No. 04/2025-26 (2025_ZPHD_883393)
NIeT No. 05/2025-26 (2025_ZPHD_883412)
NIeT No. 07/2025-26 (2025_ZPHD_883459)

Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 6 (six) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **01st August, 2025 at 18:00 hrs** & for **NIeT 07/2025-26 (2nd Call) 9th August, 2025 at 18:00 hrs**. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

Mongaldihi Gram Panchayet.
Raghaipur, Mongaldihi, Birbhum

e-NIT No.-19/MGP/25 Dated-29/07/2025
e-NIT No.-20/MGP/25 Dated-29/07/2025
e-NIT No.-21/MGP/25 Dated-29/07/2025
NIT No.-22/MGP/25 Dated-29/07/2025
NIT No.-23/MGP/25 Dated-29/07/2025
NIT No.-24/MGP/25 Dated-29/07/2025

*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbetnder.gov.in** and Mongaldihi Gram panchayet Office.

Sd/- Prodhan
Mongaldihi Gram Panchayat

হস্টেলের বাথরুমে উদ্ধার একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ জুলাই ঃ ছাত্রীনিবাসের বাথরুম থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর এর কলাইকুন্ডার বাসিন্দা কুনামি টুডু। নবম শ্রেণী থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার মেচগ্রামের বীণাপাণি গুরুকুল হোস্টেলে ও ট্রাস্টে পড়াশোনা করত। ক্লাসে প্রথম হত সে। বর্তমানে বীণাপাণি গুরুকুল হোস্টেলে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিল মৃত আদিবাসী ছাত্রীটি। ওই আবাসিক স্কুলের ছাত্রীনিবাসের বাথরুম থেকে তাঁর ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়েছে ওই এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বিকেলে। খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঁশকুড়ার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে পাঁশকুড়া থানার পুলিস। কী কারণে মৃত্যু তা স্পষ্ট না হলেও তার পরিবারের অভিযোগ, ওই আবাসিক স্কুলের সহপাঠীর সঙ্গে গণ্ডগোল ছিল কুনামির। সিনিয়ররা টর্চার করত ছাত্রীদের উপর নানান ভাবে, মৃত ছাত্রীর পরিবারের দাবি। অন্যদিকে, গাফিলতির কথা এক প্রকার স্বীকার করে নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। মেয়ের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত চায় এমনটাই দাবি মৃত ছাত্রীর পরিবারের। যদিও পাঁশকুড়া থানায় এখনও কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি পরিবারের পক্ষে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে স্কুলের করিডোরে স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে যাচ্ছিল ঘোলার কিশোরী। এমনকী হাতে একটি চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই যে সে এমন চরম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলবে কেউ ভাবতেও পারেনি। স্কুলের সিসিটিভি ধরা পড়ল সেই হাড়হিম মুহূর্ত। ওই ভিডিয়ো দেখলে রীতিমতো আঁতকে উঠবে সকলে। সেখানে দেখা যায়, আমদাবাদের নামী একটি স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রীর চরম পদক্ষেপ নেয়। টিফিন টাইমে স্কুলের হাঁটতে হাঁটতে আচমকাই চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে সকলে। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। ওই দিন রাতে সে মারা যায় বলে জানা গেছে। ঘটনার দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তার মৃত্যু হয়।

চিনা নাগরিক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এর ৪১ তম ব্যাটেলিয়ন শিলিগুড়ি জেলার খড়িবাড়িতে এক চিনা নাগরিককে আটক করেছে। চিনা নাগরিকের কাছ থেকে দুটি সুইস পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে খামিরিচাং সেতান গুরুমে এবং সেস্টেসাং কর্মার নাম লেখা আছে। পাশাপাশি একটি জাল নেপালি নাগরিকত্ব কার্ড ও উদ্ধার করা হয়েছে। এসএসবি মঙ্গলবার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে পাসপোর্টটি হস্তান্তর করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পানিট্যাঙ্কিতে ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় এসএসবি এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে। তার নথিপত্র পরীক্ষা করা হলে দুটি সুইস পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে বিভিন্ন নাম রয়েছে। একই সাথে তার কাছ থেকে একটি জাল নেপালি নাগরিকত্বপত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনে মামলা দায়ের করেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 02/SBM-G/25/Dev.(2 nd Call), Date: 29.07.2025 under SBM-G, vide Memo No: 3062(39)/Eng./Dev., Dated: 29.07.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : 04.08.2025 upto 6.00 pm. 2. NIT No:- 03/SBM-G/25/Dev.(2 nd Call), Date: 29.07.2025 under SBM-G, vide Memo No: 3063(39)/Eng./Dev., Dated: 29.07.2025, Total No. of Scheme 03 (Three) nos. Last date of Application : 04.08.2025 upto 6.00 pm. **Details visit the web site https://wbtenders.gov.in.** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT
e-TENDER NOTICE
NieT No-06(2nd Call)/SGP/25-26, 10/SGP/25-26 & 11/SGP/25-26

e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **29/07/2025 at 18.00 hrs to 05/08/2025 at 18.00 hrs. Technical Bid has been open on 08/08/2025 at 11.00 hrs.**

Sd/- Prodhan
Sahajadpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুপর্ণা সাঁতরা, স্বামী- নবীন সাঁতরা সাং. ও পোঃ- চককদমতলা থানাঃ - ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, সঞ্জয় দাস, মাধব দাস, নিযুক্ত আমমোক্তার অভিষেক দাস মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩৩ / ২০১৬ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ২৪২৪ নম্বর হাল দাগ ২৪০৫ নং দাগে ০৩.৩০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০৫৮ / ২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সাগরময় বর্মন, পিতা- শান্তি রঞ্জন বর্মন সাংঃ ও পোঃ- গোলাবাটি স্ট্রীট থানা- হালিশহর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রমেন কোলে, নিযুক্ত আমমোক্তার সন্ন্যাসী ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫০৬৯ / ২০২২ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ৭২১৪ নম্বর হাল দাগ ২২৬০ ও ২২৬৯ নং দাগে ০৬.০৪ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৪৪ / ২০২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
St. George's Gate Road, Kolkata - 700021

Notice inviting e-Tender
No. HRBC/JPM(QC)(MD)/NIT/03/25-26 dated 29.07.2025

Tenders are invited by JPM (QC), HRBC for the following works from Bonafide and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Govt. rule.
(SI-1) Patch repair of wearing course of AJC Bose road flyover for the year 2025-26 - East bound including Beck Bagan.
(SI-2) Patch repair of wearing course of AJC Bose road flyover for the year 2025-26 - West bound.
Last date of submission of bid (online) will be on **06/08/2025 at 10:00 AM** Other details may be seen from the **website http://etender.wb.nic.in & www.hrbc.org.in (Abridged only)**.

Sd/-
Joint Project Manager (QC), HRBC

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়াতে বাসটি ঘুরছে জেলার স্কুলে-স্কুলে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ জুলাই ঃ এই বাসটি আর পাঁচটি বাসের থেকে একদম আলাদা। সাধারণ যাত্রীবাহী বাসকে বদলে ফেলা হয়েছে এক অন্য রূপে। তার ভিতরেই সাজিয়ে রাখা রয়েছে বিজ্ঞানের ছোট-বড় নানা মডেল। বাসের বাইরের অংশেও নানা মডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী নিয়ে সেই বাসটি ঘুরছে জেলার স্কুলে-স্কুলে। বর্ধমান সায়েন্স এক্সিবিশন কমিটির উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়াতে এই ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এবার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ুয়াদের আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে গ্রামের স্কুলে পৌঁছে যাচ্ছে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী বাস। যা দেখে রীতিমতো কৌতূহল নিয়ে বিজ্ঞানকে জানা ও বোঝার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে স্কুলের পড়ুয়ারা। বীরভূমের নলহাটির ভগলদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ে সেই চিত্রর কিন্তু দেখা মিলল। স্কুলের তরফে জানা গেছে শহরের তুলনায় গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনায় আগ্রহ কম। সেজন্য এবার গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রের এমন উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। সেখানে তারা ভ্রাম্যমান বাসে বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে নলহাটির ভগলদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ে দু'দিনের কর্মসূচির উপর বিজ্ঞান প্রদর্শন হাতে কলমে তার ব্যবহার করে দেখালেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি শ্রেণীকক্ষে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়। কর্মমুখী শিক্ষাও কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা বইয়ের পাতায় যেটা পড়ছে সেটা হাতে-কলমে বাস্তবে রূপ দিয়ে শেখাটাও কিন্তু প্রয়োজন। ফলে বিজ্ঞানকে খুব কাছ থেকে সহজ ভাবে জানা এবং চেনার জন্য সরকারি ভাবে বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে জেলার বিভিন্ন স্কুল গুলিতে ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দুদিনের শুধু বিজ্ঞান প্রদর্শনই নয় বরং অ্যানিমেশন সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে সহজ- সরলভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটান হলও। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ভূগোল সহ একাধিক বিষয় যেগুলি প্রত্যেকের জীবনে জড়িয়ে আছে সেগুলো নিজের হাতে সেটার ব্যবহার করে অন্য একধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করল ছাত্র ছাত্রীরা। ফলে বিজ্ঞানের ব্যবহারের নতুন উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারা।

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No WBMAD/DKM/ CP/e-NIT-52/2025-26** Bid Submission closing date (Online) **06/ 08/2025** instated of **28/07/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **08/08/2025 instated of 30/07/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of etender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/ SNIT-02/2025-26

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of protection and restoration works. Last date & time of application for Tender Form on **01.08.2025 Up to 17.00 Hours**. Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

প্রাণিক লজিস্টিকস লিমিটেড

সিআইএনঃ L60231WB2015PLC205412
নিবন্ধিত অফিসঃ পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং ৫২,
ব্লক ডিএন, ১৪ তলা, সেক্টর ভি, সল্ট লেক,
পরগনা উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
ফোন নম্বরঃ ৯১ ৭৬৬৭৮৫২৪১৮, ওয়েবসাইটঃ www.pranikgroup.com
ই-মেইল আইডিঃ investor.support@pranikgroup.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ বুধবার দুপুর ১২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। (1ST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ে (OAVM) মাধ্যমে, সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর প্রযোজ্য বিধান এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ /২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২১/২০২১ ০২/ ২০২২, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩, ৯/ ২০২৪ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ তারিখের সাথে পঠিত নিয়ম অনুসারে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাভুক্তির প্রবিধান)' যথাক্রমে জারি করেছে, যা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79,SEB1/1-10/CFD/CMD1/ CIR/ P/ 2021/ 11, SEBI/HO/CFD/CMD1/CR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/2023/167 এবং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ যথাক্রমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীরেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ, মাশিটলা সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড ('RTA')/ কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত।

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://pranikgroup.com/financial-information/ এও পাওয়া যাবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ, এনএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://www.nseindia.com/ এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানির আইনের ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি / ওভিএএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL') এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার **বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫** ('কাট-অফ তারিখ') তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের ভোটদানের অধিকার থাকবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে।

সদস্যরা ভিসি-র মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন এবং আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটদানের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং **রবিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা** (1ST) থেকে শুরু হবে এবং **মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা** (1ST) পর্যন্ত শেষ হবে। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর NSDL দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। যারা VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে এজিএম -এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও VC/ OAVM-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান / অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং নির্ধারিত তারিখে শেয়ারধারী যেকোনো ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হন, তিনি evoting@nsdl.com অথবা rta@maashitla.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। সদস্যদের নোটিশে প্রদত্ত ই-ভোটিং এবং ভিসির মাধ্যমে এজিএমে যোগদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য মিসেস প্রাচী টোডি, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (এসিএস নং. ৫৩০২২, সিপি নং. ২২৯৬৪) কে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি গৃহীত হয়েছে।

ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং অন্যান্য যোগাযোগ সুবিধা পাঠানোর জন্য, যারা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে এটি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ বা তার পরে অর্থাৎ **বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫** তারিখে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইট https://pranikgroup.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি https://www.nseindia.com এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই- ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখুন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন। ১৮০০-১০২০-৯৯০ অথবা evotingnsdl.com ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠান অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার মিঃ অমিত বিশাল অথবা সহকারী ব্যবস্থাপক মিঃ প্রীতম দত্তের সাথে যোগাযোগ করুন, নির্ধারিত ইমেল আইডিগুলিতেঃ amitv@nsdl.com অথবা pritamd@nsdl.com অথবা টেলিফোন নম্বরঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০।

প্রাণিক লজিস্টিকস লিমিটেডের জন্য
অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০ জুলাই ২০২৫

ছাত্রীকে যৌন হয়রানি, গ্রেফতার সাফাইকর্মী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে এক সাফাই কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় প্রধান নগর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্ত সাফাই কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সোমবার প্রধান নগরে অবস্থিত একটি স্কুলের শৌচাগারে এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে এক সাফাই কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর ছাত্রীটি স্কুলের শিক্ষককে বিষয়টি অবহিত করে। খবর পেয়ে অধ্যক্ষ ছাত্রীটির অভিভাবকদের সাথে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু সোমবার স্কুল প্রধান নগর থানাকে এ বিষয়ে অবহিত করেনি। অভিযোগ করা হয়েছে যে স্কুল এই ঘটনাটি গোপন করার চেষ্টা করেছে। মঙ্গলবার এই বিষয়ে খবর পেয়ে অন্যান্য অভিভাবকরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করেন। চাপের মুখে স্কুল প্রধান নগর থানাকে বিষয়টি অবহিত করে। এরপর অভিভাবকরা স্কুলেই অভিযুক্তকে ধরে পুলিশে খবর দেয়। ঘটনার পর অভিভাবকরাও অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সোমবার স্কুল কেন পুলিশকে অবহিত করেনি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা। প্রধান নগর থানার পুলিশ অভিযুক্ত সাফাই কর্মীকে গ্রেফতার করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

আদিবাসী জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১৪ দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৯ জুলাই ঃ আদিবাসী জনকল্যাণ সমিতি, সারা রাজ্য কমিটির আহ্বানে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পাটুলি ব্লক কার্যালয়ের সামনে ১৪ দফা দাবি-দাওয়া নিয়ে এক বিশাল বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন ব্যানার, ফেস্টুন ও দাবিপত্র সহ রাস্তায় নেমে এসে নিজেদের দাবি সমূহ তুলে ধরেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুভাষ মাহাতো, রাজ্য সম্পাদক সঞ্জীব মাহাতো, রাজ্য সহ-সভাপতি বিনয় মাহাতো, ব্লক কমিটির সহ-সম্পাদক রঞ্জিত মাহাতো সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা আজও উপেক্ষিত থেকে গেছে। এই কর্মসূচি থেকে প্রশাসনের কাছে একটি বিস্তারিত দাবিপত্র (ডেপুটেশন) প্রদান করা হয়। নেতৃবৃন্দ জানান, দাবি মেনে নেওয়া না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটা হবে। এদিনের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আদিবাসী সমাজ আজও নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার এবং তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য এখন আরও সচেতন ও সংগঠিত।

জমিজট কাটিয়ে তারাপীঠে ৫১টি সতীপীঠের আদলে মন্দির ও পীঠস্থান পর্যটন কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৯ জুলাই ঃ জমিজট কাটিয়ে তারাপীঠে ৫১টি সতীপীঠের আদলে মন্দির ও পীঠস্থান পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছে। মঙ্গলবার ইলামবাজার সভাস্থল থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি তার শিলান্যাস করেন। এর ফলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন জীবিকা অর্থনীতিতে উন্নয়ন ঘটবে, বলে মনে করেন এলাকাবাসী। মঙ্গলবার আনুমানিক দুপুর ১টা নাগাদ তারাপীঠ সংলগ্ন রামপুরহাট থানার অন্তর্গত উদয়পুর মোড় এলাকায় ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে, সহ রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তারাপীঠ যাওয়ার আগে উদয়পুর মৌজায় ৩১ একর জায়গার উপরে ৫১ পীঠের আদলে মন্দির ও পীঠস্থান গড়ে তোলা হবে। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে ওই প্রকল্পের কাজ তদারকি হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গেছে, রামপুরহাট ১ এবং রামপুরহাট ২ ব্লকে ওই জায়গায় মন্দির তৈরির পাশাপাশি শিশু উদ্যানও নির্মাণ করা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৪৭ তারিখ ঃ ০২.০৬.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **(ক) ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ১২২৫৫৩৯৯,** বিসিএম এবং এফআরএম-এর অ্যাক্সেল ক্লাচ-এর পিনিয়ন শ্যাফ্ট। ১,১৭,২৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ১৫২৫৫০০৬,** ৪কে সমেত ৩ডি এবং আইআর ল্যাপারোস্কোপিক সেট। ২,০১,৭০০ টাকা। **(৩) ২০২৫২১৫৬,** নন- অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক 'কে' ধরনের গঠনের ব্রেক ব্লক। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২ থেকে ৩-এর জন্য)। **(৪) ০৭২৫১১৫০,** স্পেসিফিকেশন আইআরএস ঃ এম-২৮/২০২০, কোড ই১৯.৯এলআর ২৬ আইএসঃ ৫২০৬/২০১৩ অনুসারে এবং এসটিআর ঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু০১ রেভ-০৩, সাইজঃ ৪ মিমি x ৩৫০ মিমি অনুসারে ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস-এম-২, কোটিং-এর ধরন ঃ হেভি। ১,০৮,৮৮০ টাকা। **(৫) ০৮২৫১০১৭,** কেবেল সিঙ্গল কোর-৩ বর্গ মিমি, ৭৫০ ভোল্ট। ২,৯৩,৬৯০ টাকা। **(৬) ০৮২৫১০৫২,** ৩০ লিটার ওয়াটার বয়েলার সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ১,৫৫,৩৭০ টাকা। **(৭) ১০২৫১০০৫,** সাসপেনশন স্প্রিং (প্রাইমারি) ইত্যাদি। ১,৫০,০১০ টাকা। **(৮) ১৫২৪৫০৯৮,** ডিজেল জেনারেটর সেট ৪০০ কেভিএ। ১,৩০,০০০ টাকা। **(৯) ১৬২৫১১০৬,** ওএইচই কমপ্লিট-এর জন্য ডিসচার্জ/আর্থিং রড অ্যাসেম্বলি। ১,৫৭,২৯০ টাকা। **(১০) ২০২৫১০৩৬,** এসসিএইচএকেসি-র জন্য ড্র এবং বাফ গিয়ার। ৫,৩৯,৭৬০ টাকা। **(১১) ২২২৫১০৭০,** এমপ্যাগ্লিফ্লোজিন ২৫ এমজি ট্যাব/ক্যাপ। ২,২৯,৮৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ৪ থেকে ১১-এর জন্য)। **(১২) ১০২৫২৫৬৩,** ডব্লুএপিএস লোকোসমূহর ড্যাম্পার-এর সেট। ১,৬১,২১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ০৬২৫১২৮৫এ,** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি অনুসারে এসি কোচসমূহের (২টিয়ার/৩টিয়ার) অগ্নিপ্রতিরোধী পর্দার ফ্যাব্রিক কাপড় সংগ্রহের কাজ। ২,১৭,৪৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ১১২৫২৬০৯,** মেসার্স স্যামরক নির্মিত এএআর-এইচ ধরনের সিবিসির স্পেয়ার পার্টস-এর সেট সংগ্রহের কাজ। ২,৪৭,৫৭০ টাকা। **(১৫) ১৫২৫৫০৩০,** রেল তথা সড়ক শান্টিং যান সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। ৭,৭০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৪ থেকে ১৫-এর জন্য)। **(১৬) ০৮২৫১০১৯,** কেবেল ১৯ কোর ৩ বর্গ মিমি ৭৫০ ভোল্ট। ২,১৮,০১০ টাকা। **(১৭) ০৮২৫১১০৩,** রাবার প্যাড সমেত অ্যাক্সেল পুলি অ্যাসেম্বলি। ২,৪২,১৬০ টাকা। **(১৮) ১০২৫২১৪১,** পি৭/জি৯ লোকোর জন্য ইলাস্টিক রিং। ১,৮৭,৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৬ থেকে ১৮-এর জন্য)। **(১৯) ১০২৫২২৮৩,** পি৭/জি৯-এর জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ৩,২২,০৬০ টাকা। **(২০) ১১২৫১০৩০,** অ্যাক্সেল বক্সের জন্য রিয়ার কভার প্রভৃতি। ২,৪৮,৭৫০ টাকা। **(২১) ১১২৫২৬১৪,** মেসার্স এসকর্টস নির্মিত ইত্যাদি অনুসারে সাপোর্টিং বক্স, ড্রাফ্ট গিয়ার এবং ম্যানুয়াল আনকাপলিং ডিভাইস-এর জন্য স্পেয়ার পার্টস-এর সেট সংগ্রহের কাজ। ১০,২১,৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৭.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৯ থেকে ২১-এর জন্য)। **(২২) ১০২৫১০১৯,** পিনিয়ন ২৩ টিথ। ১,৮১,০১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৩) ০৫২৫১২৯০,** রুফ প্যানেলিং-এর জন্য প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম তন্তুর থার্মোসেট কম্পোজিট (এনএএফটিসি) সংগ্রহের কাজ। ২,৩০,২০০ টাকা। **(২৪) ১১২৫১০৭৪,** বিএমবিসি কোচসমূহ ইত্যাদির জন্য ব্রেক গিয়ার বুশের কিট সংগ্রহের কাজ। ৩,৬৮,৩৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০১.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৩ থেকে ২৪-এর জন্য)। **(২৫) ১০২৫১০০৩,** সাসপেনশন স্প্রিং। ১,২৩,৩৩০ টাকা। **(২৬) ১০২৫১৮০৫,** সাসপেনশন টিউব রোলার বেয়ারিং ইত্যাদি ক্রয়। ১,২৪,৯৮০ টাকা। **(২৭) ১০২৫২২২১,** রিলে কিউআরএসআই ১ ও ২ টাইপ। ১,৬২,৬১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৫ থেকে ২৭-এর জন্য)। **(২৮) ০৫২৫১০৪১,** সার্ভো সিস্টেম ৫৭ সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ৬,৯৯,৬৩০ টাকা। **(২৯) ১১২৫১৬৮২,** রাবার বাফার স্প্রিং ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ২,৩৯,৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২৮ থেকে ২৯-এর জন্য)। **(৩০) ২১২৫১২০৮** ইলাস্টোমেরিক প্যাড আধুনিকীকৃত (ডিজাইন-এ) ইত্যাদি। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৯.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র. নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)।

(খ) আরজিসি টেন্ডারিং-এর জন্য নিম্নলিখিত উচ্চমূল্যের টেন্ডারটির সংশোধনী আইআরইপিএস পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে, **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ১২২৫৪০০৬, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৬৭১ অনুসারে গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্ট সমূহের আরজিসি। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১১.০৮.২০২৫, **অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,২৩,৫৫,২০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-25/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
&
OFFICE OF THE PANCHAYAT SAMITY
Joypur Panchayat Samity, Joypur, Purulia
Notice Inviting Tender No: NIeT-03/E.O/J.P.S/2025-26 & NIeT-04/B.D.O/J.D.B/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **3.00 PM of 08/08/2025** for 19 nos. of work under 15th FC fund and upto **1.00 PM of 12/08/2025** for 01 no. of work under Tribal Development Dept. fund. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Dev. officer
Joypur Dev. Block &
Executive officer
Joypur Panchayat Samity

Sealed quotations in the prescribed proforma are hereby invited by the Deputy Project Director (Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte., from reliable bidder for "Supplying an inspection vehicle (Non-Air conditioned) with driver for the official use of the Deputy Project Director-IV, SPMU, WBMIFMP, Irrigation & Waterways Directorate., Jalsampad Bhawan, (9 th floor), Kolkata-700091". For the following works vide- Notice Inviting Quotation No: 01(Vehicle)/ C.E. & P.D. SPMU, WBMIFMP of 2025-26. Ref No: 736/1(6)-CIE(SPMU)/3M-04/2020 Dated: 30.06.2025 of D.P.D(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte. Date of publication: **30.07.2025.** Last date & time of Application for issuing quotation paper: **05.08.2025 up to 17.00 hrs.**

Sd/- (SUDIP HALDAR)
Deputy Project Director(Civil)-I
SPMU, WBMIFMP, I & W Dte.

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচের পদ থেকে সরলেন চন্দ্রকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর), ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি, সম্প্রতি তাদের প্রধান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পদত্যাগের ঘোষণার মাধ্যমে ক্রিকেট বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ২০২৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে কেকেআর তৃতীয়বারের মতো আইপিএল শিরোপা জয়ের গৌরব অর্জন করেছিল। কিন্তু ২০২৫ সালের আইপিএল মরশুমে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্স এবং তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার পর পণ্ডিত ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আর কেকেআরের প্রধান কোচের ভূমিকায় থাকবেন না। এই সিদ্ধান্ত কেকেআর ভক্তদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কারণ তাঁর কোচিংয়ে দলটি যেমন শীর্ষে পৌঁছেছিল, তেমনই এই মরশুমে তলানিতে নেমে গেছে। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ভারতীয় ক্রিকেটে একটি বিশিষ্ট নাম। মুম্বই, বিদর্ভ এবং মধ্যপ্রদেশের মতো ঘরোয়া দলগুলোকে রঞ্জি ট্রফি জয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি 'কোচিংয়ের দ্রোণাচার্য' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ২০২২ সালে কেকেআরের প্রধান কোচ হিসেবে যোগ দেওয়ার পর তিনি দলের কাঠামোতে শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম এবং কৌশলগত পরিবর্তন আনেন। তাঁর নেতৃত্বে ২০২৪ সালে কেকেআর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে রাজিত করে

আইপিএল শিরোপা জয় করে। সুনীল নারাইনের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স, রিঙ্কু সিংয়ের বিস্ফোরক ব্যাটিং এবং বেঙ্কটেশ আইয়ারের নেতৃত্বে দলের সাফল্যে পণ্ডিতের কৌশলগত দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ২০২৫ সালের আইপিএল মরশুমে কেকেআরের পারফরম্যান্স ছিল নিরাশাজনক। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দলটি এবার পয়েন্ট টেবিলে আট নম্বরে শেষ করে। বিশেষ করে, সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ১১০ রানের বিশাল ব্যবধানে হার দলের ব্যর্থতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে দেখা হয়। পণ্ডিতের কোচিং স্টাইল, খেলোয়াড় নির্বাচন এবং নিলামে তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়। শ্রেয়াস আইয়ার এবং ফিল সল্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেওয়া এবং বেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য বড় অঙ্কের বিনিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এছাড়াও, পণ্ডিতের কঠোর এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ কোচিং স্টাইল কিছু খেলোয়াড়ের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পণ্ডিতের চুক্তি এই মরশুমের শেষে মেয়াদ শেষ হচ্ছিল, এবং তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি আর কেকেআরের সঙ্গে যাত্রা চালিয়ে যাবেন না। তাঁর জায়গায় সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের প্রধান কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। নায়ার তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক এবং আধুনিক ক্রিকেটের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে কেকেআর নতুন গতি পেতে পারে বলে ভক্তরা আশাবাদী। কেকেআরের মালিক শাহরুখ খান, জুহি চাওলা এবং জয় মেহতা এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। ২০২৫ সালের নিলামে দলটি স্পেনসার জনসনের মতো নতুন খেলোয়াড়দের দলে নিয়েছে, এবং নতুন কোচের অধীনে তাদের সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভক্তরা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন, কীভাবে নতুন কোচ দলকে আইপিএলের ১৮তম মরশুমে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন। পণ্ডিতের বিদায় কেকেআরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি। তবে এটি দলের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কেকেআর ভক্তরা আশা করছেন, নতুন কোচের নেতৃত্বে দল আবারও শিরোপার পথে ফিরবে।

ওভালের মাঠে বিরাট ঝামেলা! কেন রেগে গেলেন গৌতম গম্ভীর?

লন্ডন, ২৯ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ওভাল টেস্ট। ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ এগিয়ে রয়েছে ইংল্যান্ড। লিডসে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছিলেন বেন স্টোকসরা। এজবাস্টনে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। কিন্তু লর্ডস টেস্টে খুব কাছে পৌঁছেও হতাশা। মাত্র ২২ রানের হারে পিছিয়ে পড়ে ভারত। ম্যাঞ্চেস্টারে গত ম্যাচ জিতলেই সিরিজও নিশ্চিত হয়ে যেত ইংল্যান্ডের। ম্যাচের ৯০ শতাংশ সময় তারাই অ্যাডভান্টেজ ছিল। সেখান থেকে ব্যাটিংয়ে মহাকাব্যিক পারফরম্যান্স। ড্র করে

সিরিজও জিইয়ে রেখেছে ভারত। ওভাল টেস্ট জিতলে সিরিজ হার আটকানো যাবে। তার আগেই অবশ্য ওভালের মাঠকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের। বৃহস্পতিবার শুরু ম্যাচ। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল। এই ম্যাচ ভারতের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটু এদিক ওদিক হওয়া মানেই সিরিজ হার। অন্তত সিরিজ ড্র করতেও জিততেই হবে। তেমনই সিরিজ জেতার জন্য মরিয়া চেষ্টা ইংল্যান্ডেরও। এ দিন ওভালে অনুশীলনে দেখা যায় গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তুমুল বচসা পিচ কিউরেটর এবং মাঠকর্মীদের সঙ্গে। সূত্রের খবর, প্র্যাক্টিসের পরিকাঠামো নিয়ে খুশি নয় ভারতীয় শিবির। সেটাই বলতে চেয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। আলোচনা কিছুক্ষণেই বদলে যায় বচসায়। গৌতম গম্ভীরকেও মেজাজ হারাতে দেখা যায়। মাঠকর্মীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে থাকেন, ''আমাদের কী করা উচিত, সেটা আপনার বলতে হবে না।'' পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক মাঝে আসেন। সূত্রের খবর, ওভালের গ্রাউন্ড স্টাফরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন।

ডার্বির পরের ম্যাচেই ছুটন্ত ঘোড়া ইস্টবেঙ্গল, বেহাল দশা বেহালার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ ময়দানের প্রাচীন প্রবাদ, 'ডার্বি জিতলেই পরের ম্যাচে হোঁচট খেতে হয়।' এই মিথ এবার ভেঙে দিলেন বিনো জর্জের ছাত্ররা। কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এদিন বেহালা এসএসকে হারিয়েছে আধ ডজন গোলের ব্যবধানে। চলতি কলকাতা লিগে শুরুটা একদমই ভাল হয়নি লাল-হলুদের। একের পর এক পয়েন্ট নষ্ট করে লিগ টেবিলের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছিল মশাল ব্রিগেড। গত শনিবারের ডার্বিতে নামার আগে মোহনবাগানকেই সবাই এগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল মেরিনার্সকে হারিয়ে দেয় ৩-২ গোলে। ডার্বি থেকে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস সংগ্রহ এদিন খড়কুটোর মতো বেহালা এসএসকে ৬-০ গোলে হারাল লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব। এদিন ইস্টবেঙ্গলকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছুটন্ত ঘোড়া। যে দলে কয়েকদিন আগেই বোঝাপড়া বলে কোনও বস্তু ছিল না, তারাই এদিন টগবগ করে ছুটল। মঙ্গলবার বারাকপুরে শুরু থেকেই অপ্রতিরোধ্য ছিল লাল-হলুদ। বিএসএস রক্ষণে একের পর পর আক্রমণ চালাতে থাকেন চাকু মাণ্ডি, ডেভিড লালহানসাঙ্গারা। ১৮ মিনিটেই তন্ময়ের কর্নার থেকে চাকু মাণ্ডি এগিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গলকে। ৩০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডেভিড। ৩ মিনিট পরই তৃতীয় গোলটি পেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এবার গোলদাতা মহম্মদ আশিক। ৩ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় বিনোর ছাত্ররা। দ্বিতীয়ার্ধ জুড়েও দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলের। ৭২ থেকে ৭৫ মিনিটের মধ্যে আরও তিনটি গোল করে মশাল বাহিনী। গোলদাতারা হলেন যথাক্রমে নাসিব রহমান (৭১ মিনিট), মার্ক জোথানপুইয়া (৭৪ মিনিট) এবং গুইতে ভানলালপেকা (৭৫ মিনিট)।

'মুনি-ঋষির মতো ব্যাট করছে', রাহুলে মুগ্ধ প্রাক্তন ক্রিকেটার

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ রোহিত শর্মা নেই। বিরাট কোহলিও তাঁর পরই অবসর নিয়েছেন। দুই সুপারস্টারকে ছাড়া ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। নানা আশঙ্কা ছিল। সিরিজের ফল যদিও ভারতের পক্ষে নেই। চার ম্যাচ হয়েছে। সিরিজে ভারত পিছিয়ে ১-২ ব্যবধানে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মিস করছে না ভারতীয় দল? মাঠে কিছু কিছু সময় যে করছে বলাই যায়।

ধারাভাষ্যকাররাও সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরছেন। ক্যাপ্টেন্সি এবং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে অনেক কিছুই ভাবার জায়গা রয়েছে শুভমন গিলের। তবে ভারতের ব্যাটাররা এখনও অবধি দুর্দান্ত পারফর্ম করছে। এর মধ্যে বিশেষ একজনের প্রশংসায় ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার আকাশ চোপড়া মনে করছেন, এই সিরিজে একজনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তপস্বীর মতো ব্যাট করছেন। কেউ তাঁর মনোসংযোগ ভাঙতে পারছেন না। ঠিক যেন কোনও মুনি-ঋষি। মনোসংযোগ ভাঙা কঠিন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যাটার দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন। শুভমন গিল ইতিমধ্যেই সিরিজে ৭০০-র উপর রান করেছেন। চতুর্থ টেস্টের পর ছিটকে যাওয়া ঋষভ পন্থও। রবীন্দ্র জাডেজা ধারাবাহিক ভালো খেলছেন। কিন্তু সকলের মাঝে একজন যেমন ধারাবাহিক তেমনই ফোকাসড। তিনি লোকেশ রাহুল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে ইতিমধ্যেই ৬৩.৮৮ গড়ে ৫১১ রান করেছেন লোকেশ রাহুল। দুটো সেঞ্চুরিও করেছেন। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টেও দ্বিতীয় ইনিংসে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস। তবে রাহুলের ২৩০ বলে ৯০ রানের ইনিংস ভারতের ড্র করতে পারার অন্যতম কারণ। আকাশ চোপড়ার কথায়, ''আশা করি, একটা সময় লোকেশ রাহুলও যোগ্য সম্মান পাবে। ও একজন তপস্বীর মতো খেলছে। ক্রিজে ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। গত ম্যাচে ও সেঞ্চুরি মিস করলেও ভারতের টপ অর্ডারের মেরুদণ্ড লোকেশ রাহুলই।'' তা হলে কি রোহিত শর্মাকে আর মিস করছে না কেউ? আকাশ চোপড়া অবশ্য বলছেন, ''কোনও না কোনও সময় রোহিতকে মিস করবে টিম, এমনটা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে রাহুল ও যশস্বী আত্মবিশ্বাসী একটা স্টার্ট দিচ্ছে। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।''

৮-০ ব্যবধানে ক্যারিবিয়ানদের হারিয়েও ভারতের রেকর্ড ছুঁতে পারল না অস্ট্রেলিয়া

সেন্ট কিটস, ২৯ জুলাইঃ অল্পের জন্য বেঁচে গেল ভারতের রেকর্ড। ব্যবধান মাত্র এক। একটি সফরে টানা আটটি ম্যাচ জিতে টিম ইন্ডিয়ার ঘাড়ের কাছ নিঃশ্বাস ফেলেই থেমে যেতে হল অজিদের।

কারণ সফরে আর কোনও ম্যাচ নেই। একটি সিরিজে টানা নয়টি ম্যাচ জেতা ভারতের রেকর্ড অক্ষুণ্ণই থাকল। টেস্ট সিরিজে ক্যারিবায়নদের ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার পর টি-২০ সিরিজ ৫-০ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ এই সফরে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ মিলিয়ে ব্যাগি গ্রিনরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ৮-০ ব্যবধানে। এদিন টি-টোয়েন্টি সিরিজে শেষ ম্যাচেও হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেন্ট কিটসে মঙ্গলবার সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৭১ রানের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া ছুঁয়ে ফেলেছে ৩ উইকেট ১৮ বল হাতে রেখে। কোনও সফরে সব থেকে বেশি জয় পাওয়ার তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরটি যৌথভাবে দুইয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য সবার শীর্ষে ভারত। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কা সফরে টিম ইন্ডিয়া সব সংস্করণ মিলিয়ে লঙ্কা ব্রিগেডকে হারিয়েছিল ৯-০ ব্যবধানে। এদিন টানা অষ্টমবার টস জিতে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথমে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ নির্ধারিত ওভারের দুই বল বাকি থাকতে ১৭০ রানে অলআউট হয়ে যায়। শিমরন হেটমায়ার ৫২ এবং শেরফান রাদারফোর্ড ৩৫ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ১৮ বল বাকি থাকতে সাত উইকেটে ১৭৩ রান করে ম্যাচটি জিতে নেয়। মিচেল ওয়েন ৩৭ রান করেন এবং ক্যামেরন গ্রিন করেন ৩২ রান।

এশিয়ান কাপের মূল পর্বে কঠিন লড়াই সঙ্গীতাদের, ভারতের গ্রুপে শক্তিশালী জাপান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাইঃ ভারতের পুরুষরা যখন ক্রমাগত ব্যর্থ হয়ে চলেছেন, তখন আশার আলো জাগাচ্ছে মহিলা ফুটবলাররা। শক্তিশালী থাইল্যান্ডকে হারিয়ে মহিলাদের এশিয়ান কাপের মূল পর্বে উঠেছে ভারতের মহিলা দল। বাংলার সঙ্গীতা বাসফোরের দুই গোলে থাইল্যান্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল ব্লু টাইগ্রেসেসরা। ২০২৬ সালের মার্চে এশিয়ান কাপ অনুষ্ঠিত হবে ক্যাঙারুদের দেশে। এদিন সিডনি টাউন হলে টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস ঘোষিত হল। সূচি অনুযায়ী শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে 'সি' গ্রুপে রয়েছে ভারত। এই জাপান ছাড়াও রয়েছে ভিয়েতনাম এবং চাইনিজ তাইপে। অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত গ্রুপ বিন্যাস অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন দলের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী ও মিডফিল্ডার সঙ্গীতা বাসফোর। এশিয়ান কাপের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে মোট ১২টি দেশকে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ফিলিপিন্স। বর্তমান এশিয়া চ্যাম্পিয়ন চিন, উত্তর কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং উজবেকিস্তান রয়েছে 'বি' গ্রুপে। আর গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে জাপান, ভিয়েতনাম, ভারত এবং চাইনিজ তাইপে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে উঠেছে ভারতের মহিলা দল। প্রথম ম্যাচে ক্রিসপিন ছেত্রীর ছাত্রীরা মঙ্গোলিয়াকে হারিয়েছিল ১৩-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লুজ টাইগ্রেসেস তিমুর লেস্তেকে হারায় ৪-০ গোলে। তৃতীয় ম্যাচে ইরাককে ৫-০ গোলে হারান সৌম্যা গুগুলথ, সঙ্গীতা বাসফোর, মনীষা কল্যাণরা। এর পর ডু অর ডাই ম্যাচে শক্তিশালী থাইল্যান্ডকে ২-০ ব্যবধানে হারায় ভারত। ভারত ২০০৩ সালে শেষবার যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলা এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এরপর ২০২২ সালে আয়োজক দেশ হিসাবে এশিয়ান কাপ খেলে ওমেন ইন ব্লুজ।

ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে অনিশ্চিত বাগানের এই তারকা ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুলাইঃ আগামী ৩১ জুলাই থেকে ডুরান্ড কাপ অভিযান শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বহু আগে থেকেই সেজন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল মেরিনার্সরা। জোসে মোলিনা এখনও শহরে না আসলেও রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো এবং বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে জোরকদমে অনুশীলন চালাচ্ছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দলের নয়া ফুটবলার তথা টেকচাম অভিষেক সিং সহ লিস্টন কোলাসো ও দীপক টাংরির মতো ফুটবলাররা আগে থেকেই যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলনে। শোনা যাচ্ছিল দিনকয়েক পর থেকেই দলের সঙ্গে যুক্ত হবেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু। অবশেষে গত সোমবার থেকেই দলের সঙ্গে যুক্ত হন দেশের সেরা এই লেফট ব্যাক। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই ভরসা জোগাবে সতীর্থদের। হাতে মাত্র একটা দিন। তারপরেই ডুরান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। তবে এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। শোনা যাচ্ছে আসন্ন মহামেডান স্পোর্টিং ম্যাচে সবুজ-মেরুন জার্সিতে হয়তো খেলতে দেখা যাবে না জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার মনবীর সিংকে। শোনা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ ম্যাচ ফিট হয়ে উঠতে পারেননি তিনি। যারফলে হয়তো তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে রেখেই পরিকল্পনা সাজাবেন বাস্তব রায়। কিন্তু কে খেলতে পারেন মনবীরের বদলে? বিশেষ সূত্র মারফত খবর এক্ষেত্রে পাসাং তামাংকে দেখা যেতে পারে প্রথম একাদশে। সেক্ষেত্রে নিজেকে আদৌও কতটা মেলে ধরতে পারবেন এখন সেটাই দেখার বিষয়।

সেই কলম্বিয়ার কাছে হেরেই কোপার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় আর্জেন্টিনার

কুইটো, ২৯ জুলাইঃ গত বছর কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোপা আমেরিকায় টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনার পুরুষ ফুটবল দল। আজ আর্জেন্টিনার নারী ফুটবল দলের সুযোগ ছিল সেই কলম্বিয়াকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার ফাইনালে ওঠার। কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। উল্টো ছেলেদের দলের সেই হারের প্রতিশোধই যেন নিলেন কলম্বিয়ান মেয়েরা। আর্জেন্টিনাকে আজ ভারতীয় সময় সকালে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনাল থেকে বিদায় করে করেছে কলম্বিয়া। ইকুয়েডরের কুইটোতে আজ নির্ধারিত সময়ে দুই দল গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে ৫-৪ ব্যবধানে হেরেছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার বিদায়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ফাইনাল দেখার স্বপ্ন আর পূরণ হচ্ছে না। দুই দলই সেমিফাইনালে ওঠায় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ফাইনালে সুপার ক্লাসিকো দেখার। কিন্তু প্রথম সেমিফাইনালে আজ বিদায় নিল আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আগামীকাল ভোরে প্রতিযোগিতার সফলতম দল ব্রাজিল মুখোমুখি হবে উরুগুয়ের। আগামী ২ আগস্ট রবিবার অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। কলম্বিয়ার বিপক্ষে আজকের ম্যাচে শুরু থেকেই চাপে ছিল আর্জেন্টিনা। বল দখল ও আক্রমণ দুই জায়গাতেই পিছিয়ে ছিল তারা। তবে আধিপত্যে এগিয়ে থাকা কলম্বিয়া চেষ্টা করেও নির্ধারিত সময়ে গোল আদায় করতে পারেনি। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে প্রথম পাঁচ শটে দুই দলই চারবার করে বল জালে জড়ায়। তবে ষষ্ঠ শটে কলম্বিয়ার ওয়েন্ডি বনিলা বল জালে জড়ালেও ব্যর্থ হন আর্জেন্টিনার ইলিয়েনা স্টিবেলে। ফলে কলম্বিয়া ম্যাচ জিতে নেয় ৫-৪ গোলে। এ জয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করার পাশাপাশি ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসের অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ১৬ ফুটবল দলের মধ্যেও জায়গা করে নিল কলম্বিয়া। এবার মেয়েদের কোপা আমেরিকার দশম আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে ৯ আসরের মধ্যে ৮ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্রাজিল। কেবল ২০০৬ সালে নিজ দেশে আয়োজিত কোপা আমেরিকায় শিরোপা জিততে পেরেছে আর্জেন্টিনা। এবার শিরোপা জিতলে এটি হবে ব্রাজিলে টানা পঞ্চম শিরোপা।

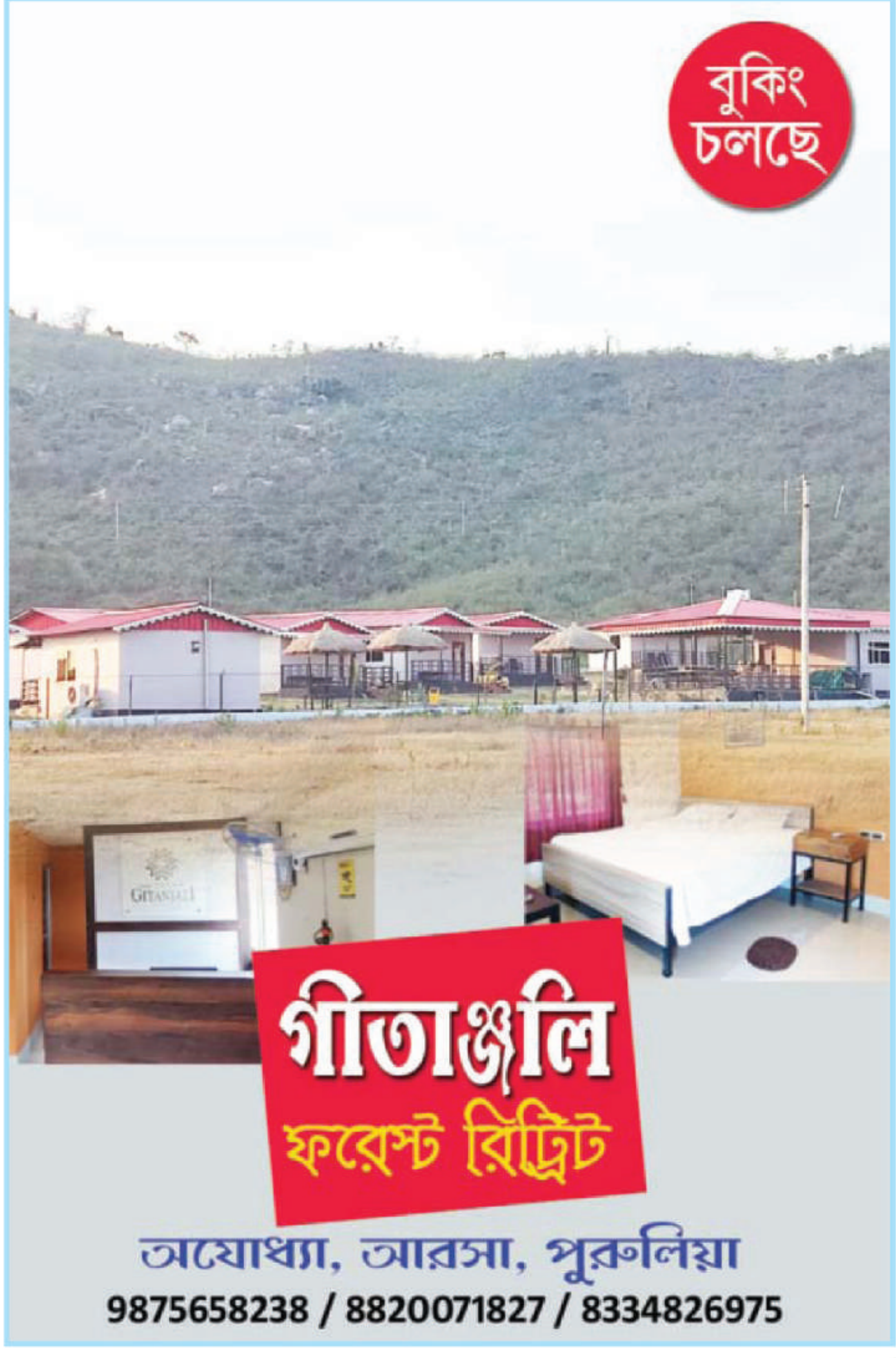

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com